কর্ম্ম-বিপাক

কর্ম্ম-বিপাক

"বেগম-মহল" প্রণেতা—

শ্রীবিনোদবিহারী শীল-প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীনরেন্দ্রকুমার শীল।
১৭৮ নং নিমু গোস্বামীর লেন, কলিকাতা।

সন ১৩২৫ সাল।

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

উপহার-পৃষ্ঠা।

এই গ্রন্থখানি

আমার

Presented to the Bagbazar Reading

প্রদত্ত হইল।

তারিখ............ } শ্রী

.... }

প্রথম খণ্ড

গোবিন বাবু
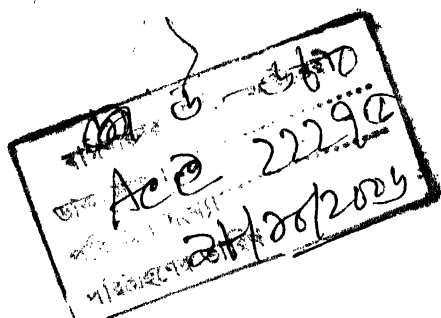
কর্ম্ম-বিপাক

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভগ্ন-ভবন

বাঁকুড়া জেলার নিকটস্থ বিষ্ণুপুরে এখনও বহুতর ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। একসময়ে বিষ্ণুপুর স্বাধীন নরপতিগণের বৃহৎ রাজধানী ছিল,—নানা সুন্দর-সুন্দর সৌধমালায় এই সহর সেসময়ে সুশোভিত ছিল,—কিন্তু কালে বিষ্ণুপুরের প্রবল পরাক্রান্ত নরপতিগণ নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছেন,—কালের করালগ্রাসে তাঁহাদের সাধের সহর এখন বিস্তৃত ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থল হইয়াছে। অধিকন্তু ভূতের দৌরাত্ম্য আছে ভাবিয়া, কেহই এইসকল ভগ্নস্তূপের নিকট দিনের বেলাও আসিত না। চারিদিকে বিস্তৃত মাঠ, নিকটে জনমানবের নিবাসস্থল ছিল না,—এইসকল জনশূন্য জঙ্গলপরিপূর্ণ ভগ্নস্তূপ হইতে প্রায়-তিনক্রোশ দূরে আধুনিক বিষ্ণুপুর গ্রাম,—সুতরাং ঠিক দুইপ্রহরের সময় চারিজন ভদ্রবেশী যুবককে এখানে যিনিই দেখিতেন,—তিনিই বিস্মিত হইতেন সন্দেহ নাই।

কর্ম্ম-বিপাক

এই চারিজন যুবক ভগ্নস্তূপের নিকটস্থ একটা বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়াছিলেন,—পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিতেছিলেন,—চারিদিক রৌদ্রে কাঠ ফাটিতেছে,—কাহার সাধ্য এই রৌদ্রে বাহির হয়,—তবে এই চারিটী যুবক এই দুর্গমস্থানে এসময়ে কেন?

ইঁহারা যে এ দেশের লোক নহেন—কলিকাতাবাসী, তাহা তাঁহাদের বেশ দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সকলের সঙ্গেই এক-একটী নূতন গ্লাডষ্টন ব্যাগ আছে। আর যাহা আছে, তাহা দেখিলে আরও বিস্মিত হইতে হয়। সঙ্গে দুইখানি বড় সাবল,—দুইখানি ভাল কোদাল ও দুইটী গাথি আছে,—আর এক বস্তা থলে আছে। ইঁহারা এই সকল অভূতপূর্ব্ব দ্রব্য পার্শ্বে রাখিয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় বিশ্রামলাভ করিতেছিলেন।

সকলের গলায় চামড়ার থলিতে জলপূর্ণ এক-একটা বোতল ছিল,—সকলে একটু বিশ্রাম করিবার পর জলপান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন,—তৎপরে সকলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভগ্নস্তূপের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড ভগ্নস্তূপ,—দেখিলেই বোধ হয়, একসময়ে ইহা একটা বড় গড় ছিল,—গড়ের চারিদিকে বিস্তৃত ঝিলের ন্যায় পরিখা ছিল,—কিন্তু এই পরিখা এখন বুজিয়া গিয়া গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। দুর্গের সুদৃঢ় প্রাচীরও প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে,—কোন-কোন স্থানে

আছে,—কোন-কোনস্থানে নাই,—সকল স্থানেই অতি-উচ্চ ভগ্নস্তুপ মাত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

এই গড়ের মধ্যস্থলে যে রাজার বৃহৎ প্রাসাদ ছিল,—তাহাও ভগ্নস্তুপে বেশ প্রতীয়মান হয়,—প্রাসাদের প্রায় সকলই ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে,—কিন্তু কোন-কোনস্থলে,—দ্বিতল, তৃতল গৃহের চিহ্নও আছে,—তবে চারিদিকে এতই জঙ্গল হইয়াছে যে এই গড়ের মধ্যে এখন কি আছে,—কি নাই,—তাহা বাহির হইতে দেখিবার উপায় নাই। এই গড় বোধ হয় একক্রোশ জমি বেড়িয়া অবস্থিত ছিল,—সুতরাং ইহার ভিতর রাজপ্রাসাদ ব্যতীত যে অনেকানেক প্রধান-প্রধান নাগরিকগণের বিবিধ অট্টালিকা ছিল,—তাহার সন্দেহ নাই।

কিয়ৎক্ষণ চারিজনে এই সকল বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এই যে বিষ্ণুপুরের প্রাচীন রাজাদের গড় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

অপর একজন বলিলেন, "সে কথা এ দেশের সকলেই জানে। সেজন্য আমাদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই,—এখন কথা হইতেছে সে জায়গাটা কোনটা! রমেশ,—প্লানখানা আর সেই কাগজখানা বার কর।"

রমেশ বাবু ব্যাগ খুলিয়া তাহা হইতে অতি জরাজীর্ণ দুইখানি কাগজ অতি-সাবধানে ও সন্তর্পণে বাহির করিলেন,—তৎপরে সকলে তাহা ঘাসের উপর খুলিয়া বসিয়া বিশেষ

যত্নের সহিত অনুধাবন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কাগজ-খানির মূর্ত্তিও অদ্ভুত,—একাগজের উপর দিয়া যে হাজার বৎসরের গ্রীষ্ম, বর্ষা অতীত হইয়া গিয়াছে,—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতি-জরাজীর্ণ পুরাতন কাগজ,—রং প্রায় ঘোরকৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই কাগজে একটী নক্সা অঙ্কিত আছে। নক্সাটী এইরূপ ঃ—
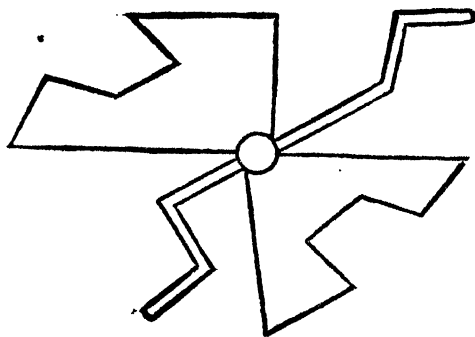
একজন বলিয়া উঠিলেন, "আমরা সকলেই ইহার এক একখানা কাপি লইয়াছি,—এস আর একবার কাজ আরম্ভের আগে মিলাইয়া লই।"

অপর আর একজন বলিলেন, "শুনেন, ঠিক বলিয়াছে।"

সকলে তখন নিজ-নিজ ব্যাগ হইতে আর একখানি কাগজ বাহির করিয়া বিশেষ সাবধানে পুরাতন কাগজস্থিত নক্সার সহিত নিজ-নিজ নক্সা মিলাইয়া লইতে লাগিলেন।

রমেশ বাবু বলিলেন, "ভবেশ,—তোমার এইখানটা একটু যেন তফাত আছে।"

ভবেশ বাবু বলিলেন, "ও আমি এখনই ঠিক করে নিচ্চি।" তিনি পকেট হইতে পেন্‌সিল বাহির করিয়া নক্সা ঠিক করিয়া লইতে লাগিলেন।

রমেশ বাবু সকলের কাগজ দেখিয়া বলিলেন, "হাঁ,—ঠিক আছে,—তবে গোবিনের নক্সা আমাদের চেয়ে ভাল হয়েছে।"

গোবিন বাবু হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "লোকটা কে?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পুরাণ কাগজ

নক্সা মিলান হইলে, রমেশ বাবু বলিলেন, "গুণেন, গোবিন, ভবেশ,—তোমাদের সকলকেই বলিতেছি সেই পুরাণ কাগজ আবার একবার ভাল করিয়া মিলাইয়া লও——"

সকলেই বলিয়া উঠিলেন, "আমরা কাপি করিয়া লইয়াছি।"

রমেশ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তা জানি,—তবু একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়া ভাল।"

সকলে বলিলেন, "বেশ, আর একবার মিলাইতে ক্ষতি কি ?"

রমেশ বাবু নিজ ব্যাগ হইতে আর একখানি জরাজীর্ণ কাগজ বাহির করিয়া বন্ধুদিগের সম্মুখে ধরিলেন। তাঁহারাও স্ব-স্ব ব্যাগ হইতে নিজ-নিজ কাগজ বাহির করিয়া অতি-সাবধানে এই জরাজীর্ণ কাগজে যাহা লিখিত ছিল,—তাহার সহিত তাঁহারা যে কাপি লইয়াছিলেন,—তাহাই মিলাইতে লাগিলেন। কাগজখানিতে অতি-পুরাতন হাতের লেখায় অতি-পুরাতন ভাষায় লিখিত ছিল :—

কর্ম্ম-বিপাক

আমার ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যে
যাহার হাতে
এই বহুমূল্যবান কাগজ কোনদিন
পড়িবে,—তাহার প্রতি।

অনুধাবন করিয়া শোন :—

"আমি বিষ্ণুপুর রাজার প্রধান মন্ত্রী। পাঠানেরা রাজধানী আক্রমণ করিবে শুনিয়া রাজার দশলক্ষ মোহর রাজবাড়ীর মধ্যে মাটির নীচেয় পুঁতিয়া রাখি। রাজা ও আমি ভিন্ন আর কেহ ইহা জানে না। পাঠানদের সঙ্গে লড়াইয়ে রাজা মারা যান,—আমি পলাইয়া প্রাণরক্ষা করি। তদবধি পাঠানেরা রাজ্য দখল করিয়া রাখিয়াছে,—আমি আর দেশে ফিরিতে পারি নাই। এখন আমার মুমূর্ষু অবস্থা,—আমি জানি পাঠানেরা সে মোহর পায় নাই,—মোহর সেইখানে গাড়া আছে। যদি কোনসময়ে আমার ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যে কেহ ইহা পায়,—সেইজন্য এই কথা এই কাগজে লিখিয়া রাখিয়া যাইতেছি। যে কেহ এই কাগজ পাইবে, তাহার পক্ষে এই দশলক্ষ মোহর পাওয়া কঠিন হইবে না। এই কাগজের সঙ্গে একখানা নক্সাও রহিল।

নক্সা অন্দরমহলের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঘরের চিত্র,—এই ঘরে দুইদিককার দুইপথে যাওয়া যায়,—এই দুইপথ নক্সাতে সরু দাঁড়ি দিয়া দেখাইলাম। নক্সার ঠিক মাঝখানে

যে গোল চিহ্ন আছে,—ঠিক ঐ জায়গা খুঁড়িলে,—দশহাত খুঁড়িলে এক বড় পাথরের সিন্দুক পাওয়া যাইবে। সেই সিন্দুকের ভিতর দশলক্ষ আসরফি মোহর আছে। আমার বংশধর ব্যতীত আর কেহ যদি কোনরূপে এ কথা জানিয়া তাহাদের না জানাইয়া এই মোহর লইতে চেষ্টা পায়,—তবে আমার কঠিন অভিশাপ রহিল। সে সবংশে ধ্বংস হইবে। ব্রাহ্মণের বচন মিথ্যা হয় না। সজ্ঞানে লিখিতেছি——

শ্রীজনার্দ্দন শর্ম্মা।"

বন্ধুগণ পুনঃ-পুনঃ এই লেখার সহিত নিজ-নিজ লেখা মিলাইয়া লইলেন,—তাহার পর বলিলেন, "ঠিক আছে।"

রমেশ বাবু বলিলেন, "ভাই, তোমাদের এখনও বলিতেছি, যদি তোমাদের মধ্যে কাহারও আমার এই পূর্ব্ব-পিতৃপুরুষ জনার্দ্দন শর্ম্মার কথায় বিশ্বাস না হয়,—তবে সে অনায়াসে এখনও বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারে।"

ভবেশ বলিলেন, "দেখ,—আমার পিতৃপুরুষের মধ্যে কাহারও হাতে তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের কতকগুলি পুঁথি কোনরূপে আসিয়াছিল,—সেই পুঁথির একখানার মধ্যে দুইখানা কাগজ ছিল,—আমি একদিন সেই পুরাণ পুঁথিগুলি দেখিতে গিয়া কাগজ দুইখানা পাই——অনেক সন্ধানের পর রমেশ, তোমায় জনার্দ্দন শর্ম্মার বংশধর বলিয়া জানিতে পারি,—তাহাই তৎক্ষণাৎ তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া এ কাগজ তোমায় দিয়াছি,—তোমারই অনুরোধে এ মোহরের

সন্ধানে এখানে আসিয়াছি,—সুতরাং আমি আর কেন ফিরিয়া যাইব ?"

গোবিন বলিলেন, "ভবেশ, আমার প্রাণের বন্ধু ও যেখানে,—আমিও সেখানে। ভবেশ থাকিলে আমিও থাকিব,—এ কথা বলা বাহুল্য।"

রমেশ বাবু বলিলেন, "গুণেন আমার বন্ধু—সে আমাকে কখনই ত্যাগ করিবে না।"

গুনেন অতি সোৎসাহে বলিলেন, "কিছুতেই নয়।"

রমেশ বলিলেন, "আমাদের কাজে নিযুক্ত হইবার আগে আমাদের চারিজনের মধ্যে যে বন্দোবস্ত হইয়াছে,—তাহাও আবার একবার বলা উচিত।"

ভবেশ বলিলেন, "ইচ্ছা কর,—বল। আমি জানি আমাদের কথার কখনই নড়চড় হইবে না।"

রমেশ বলিলেন, "আমরা সকলেই শপথে আবদ্ধ আছি,—আমরা চারিজন ভিন্ন এ কথা পৃথিবীর আর কোন ব্যক্তি জানিতে পারিবে না।"

গুনেন বাবু বলিলেন, "এপর্য্যন্ত এ কথা আর দ্বিব্যক্তি জানিতে পারে নাই।"

রমেশ। ভাল,—তাহার পর আমাদের কথা হইয়াছে যে, আমরা এই মোহর পাইলে চারিজনে সমান ভাগ করিয়া লইব।

ভবেশ। তাহা হইলেই হইল। আড়াই লক্ষ মোহর ভাগে

পড়িলে তাহা বেচিলে আমাদের সকলেই প্রায় ৫০ লাখ টাকা করিয়া পাইব?

গোবিন লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিলেন, "বাস,—৫০ লাখ টাকা! এত টাকা খরচ কর্ব্বো কেমন করে।"

ভবেশ বলিলেন, "ব্যস্ত হয়ো না,—আগে পাওয়া যাক্।"

রমেশ বাবু অতি-গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "পাওয়া নিশ্চয় যাবে—সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোহর অন্বেষণে

চারিবন্ধু নিজ-নিজ কাগজ নিজ-নিজ ব্যাগে বন্ধ করিয়া গমনোদ্যত হইলেন। এইসময় রমেশ বাবু বলিলেন, যতদূর দেখিতেছি, এই গড় ছোট যায়গা নয়। বোধ হয় এক ক্রোশ, নিয়ে হবে। এইজন্য আমি একটা প্রস্তাব কর্ত্তে চাই।

সকলে বলিয়া উঠিলেন, "বল বল।"

রমেশ বলিলেন, "উপস্থিত আমাদের সাবল কোদাল সঙ্গে করে নিয়ে যাবার দরকার নাই।"

ভবেশ বলিলেন, "ঠিক কথা, মিছে ভার বহা মাত্র। প্রথমে যায়গাটা ঠিক হলে, তখন সকলে গিয়ে খুঁড়লেই হবে।"

গুনেন বলিলেন, "এগুলি কোথায় রেখে যাবে।"

রমেশ বলিলেন, "এই গাছতলায় থাক। এখান হতে তিন-চারক্রোশের মধ্যে জনমানব নেই। শুনিলেই তো ভূতের ভয়ে কেহ এদিকে আসে না।"

গোবিন বলিলেন। "যখন ভূতের কথা বলিলে তখন বলি একথাটা কি সত্যি?" সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠায় গোবিন অপ্রস্তুত হইলেন।

ভবেশ বলিলেন, "লেখাপড়া শিখে যদি ঠানদিদির গল্প বিশ্বাস করিতে হয়, তবে নাচার।"

রমেশ বলিলেন। "ও-কথা কিছু নয়। এখানে কোদাল সাবল রেখে গেলে কেহই তা নেবে না—যেখানকার জিনিষ সেইখানেই পড়ে থাক্‌বে।"

ভবেশ বলিলেন। "এখন তোমার প্রস্তাব কি তাই বল আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়।"

রমেশ বাবু বলিলেন। "যায়গাটা ছোট নয়,—একসঙ্গে চারিজনে থাক্‌লে বোধ হয় আসল যায়গাটা খুঁজে বার কর্ত্তে সাত-আটদিন কেটে যাবে। বিশেষতঃ একসঙ্গে থাক্‌লে নিজের-নিজের বুদ্ধিও তত খেল্‌বে না। যখন যেই আমাদের মধ্যে যায়গাটা নকসা দেখে বার কর্ত্তে পার্ব্বে, তখন আমরা চারজনে মোহর সমান ভাগ করে নেব কথা রয়েছে, তখন একসঙ্গে থেকে সময় নষ্ট করি কেন। আমার প্রস্তাব এস আমরা চারজনে চারদিক দিয়ে সন্ধান কর্ত্তে থাকি,—কাজ অনেক সুবিধা হয়ে আস্‌বে।"

ভবেশ বলিলেন। "এ-কথা মন্দ নয়।"

গোবিন বাবু বলিলেন। "একেবারে একলা কেন দুজন করে একসঙ্গে থাক্‌লে ক্ষতি কি?"

ভবেশ হাসিয়া বলিলেন, "কেন হে গোবিন তোমার ভূতের ভয় হচ্চে নাকি?"

গোবিন মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে-করিতে বলিলেন; "তা—তা—নয়।"

গুনেন জিজ্ঞাসা করিলেন। "তারপর আমাদের চারজনের কোথায় দেখা হবে?"

রমেশ বলিলেন। "কেন, এই গাছতলায়। আমরা সকলে এইখানেই ফিরে আস্‌বো। যদি, আজই আমাদের কেউ যায়গাটা খুঁজে বার কর্ত্তে পারে। আজ রাত্রে গ্রামে বাসায় গিয়ে থাকা যাবে,—কাল সকাল থেকেই খোড়ার কাজে লাগা যাবে। আর যদি তা না হয়, সকলে সন্ধ্যা হলেই এখানে ফিরে আস্‌ব।

ভবেশ বলিলেন। "হা—এই কথাই ঠিক। আর সময় নষ্ট নয়। সকলের সঙ্গেই জল আর কিছু-কিছু খাবার আছে,—সকলের সঙ্গেই নকসা আছে।—এস রওনা হই। আমি ঐ পশ্চিম দিকে চলিলাম।

গুনেন বলিলেন। "তবে আমি পূর্ব্বদিক দিয়া গড়ে যাই।"

রমেশ বাবু বলিলেন। "আমি দক্ষিণ দিকে গড়ের পেছন দিয়া যাচ্চি—গোবিন তুমি এই উত্তরে সামনে দিয়েই যাও।"

গোবিন বাবু বলিলেন। "বেশ তাই যাচ্চি!"

আর বন্ধুগণ দ্বিরুক্তি না করিয়া নিজ-নিজ হস্তে ব্যাগ তুলিয়া লইয়া বীরদর্পে সোৎসাহে অগ্রসর হইলেন। গোবিন কিন্তু সহসা নড়িলেন না। তিনবন্ধু দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে, গোবিন ধীরে-ধীরে বলিলেন, "ভূত আছে কি নেই, তা ভগবান

জানেন। কিন্তু ভূতের ভয়ে বুকটা গুর-গুর করে ওঠে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যাই হোক একটু সাহস বেধে-নিতে ক্ষতি কি? রমেশটা হলো ভক্ত বিটেল,—ওর সামনে টানলে বড় ক্যাচ্-ক্যাচ্ করে।"

এই বলিয়া গোবিন বাবু নিজ ব্যাগ খুলিয়া একটী সুরার বোতল ও ছোট গেলাস বাহির করিলেন,—এক-খানা বিস্কুট ও সঙ্গে-সঙ্গে আসিল। গোবিন বাবু এক পাত্র উদরস্থ করিয়া বলিলেন, "যখন সমান-সমান পাব, তখন অনর্থক খেটে মরি কেন? বার করুক ওরা খুঁজে—ভাগের বেলায় আমি আছি। আমিতো গাড়ল হইনি যে রোদে এই বন-জঙ্গল পড়ো বাড়ীর ইটের গাদার মধ্যে ঘুরে বিঘোরে প্রাণটা হারাই। আর একপাত্র খাওয়া তো যাক্,—তারপর বিবেচনা করা যাবে কি করা উচিত?"

গোবিন বাবু গেলাস পূর্ণ করিয়া টানিলেন, তৎপরে বলিয়া উঠিলেন। "আঃ প্রাণটা কতক ধড়ে এল! কেবল টাকার লোভ, তাই এতদূর এসেছি,—না হলে কোন শালা এই কাটফাটা রোদে মাঠে-মাঠে ঘুরতো। যাক—একবার গড়টার ভিতরে যেতেই হোল। না হলে শালারা এসে এ তা জিজ্ঞাসা করে ধরে ফেল্‌বে। কিছু দেখা থাক্‌লে আর ঘাবড়াতে পার্ব্বে না। একেবারেই কিছু করিনি জান্‌লে—সেটা বড় ভাল হবে না। এখনও টাকাটা হাতে পায় নাই।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তোফা

গোবিন বাবু ধীরে-ধীরে উঠিলেন, তাহার পর. ব্যাগে গেলাস ও বোতল বন্ধ করিয়া বলিলেন, ব্যাগটা ঘাড়ে করে যাই কেন,—আমি ঐ উঁচু যায়গাটায় উঠে একবার গড়টার ব্যাপার খানা কি দেখেই ফিরে আস্‌চি—গোবিনচন্দ্র বৃথা পরিশ্রম করেন না।—তবে কথা হচ্চে ব্যাগটা যদি কেউ চক্ষুদান দেয়!"

এই বলিয়া গোবিন বাবু চারিদিক একবার বেশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন,—কোনদিকে জন-মানবের চিহ্ন নাই। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, "না সাবধানের মার নেই। এর মধ্যে আমার যথাসর্ব্বস্ব আছে।"

নিকটে একটা ঝোপ ছিল,—গোবিন বাবু তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব ব্যাগ তাহার ভিতর লুকাইয়া রাখিয়া মন্থর গমনে গড়ের দিকে চলিলেন। গাড়া গর্ত্ত, ইষ্টক স্তূপ, দির্ঘিকা-সম শুষ্ক পরিখা পার হইয়া তিনি যেখানে আসিলেন,—সেটা যে একসময়ে এই গড়ের সিংহদ্বার ছিল তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কারণ এই সিংহদ্বারের কিয়দংশ এখনও মস্তক উচ্চে রাখিয়া দণ্ডায়মান আছে।

দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গোবিন বাবু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন ;—ভিতরে কি আছে, তাহা দেখিবার উপায় নাই। ঠিক দ্বারের পশ্চাতে একটা প্রকাণ্ড ভগ্নস্তূপ! তাহার পশ্চাতে কি আছে, তাহার কিছুই দেখা যায় না। ভিতরে সাহসে ভর করিয়া যাওয়া উচিত কি অনুচিত, গোবিন বাবু তথায় দণ্ডায়মান হইয়া তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন,—বাহির হইতে তিনি যে উচ্চ ঢিপি দেখিয়াছিলেন, এখান হইতে তাহা আর দেখা যায় না, সুতরাং ভিতরে না গেলে সেই উচ্চ ঢিপিতে উঠিবার উপায় নাই। অথবা একেবারে কিছু না দেখিয়া ফিরিয়া গেলে, বন্ধুগণ তাহার বদমাইসী জানিতে পারিবে, হয়তো শেষে বকরা দিতেই অসম্মত হইবে। কিছু দেখিতেই হইতেছে,—এই সকল ভাবিয়া-চিন্তিয়া গোবিন বাবু ভগ্নদ্বার উত্তীর্ণ হইয়া ভগ্নদুর্গে প্রবেশ করিলেন,—সম্মুখস্থ ভগ্নস্তূপের পশ্চাৎ দিকে চলিলেন,—কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি একেবারে গভীর-বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন! তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, এতো তাহা নহে!

তিনি ভাবিয়াছিলেন তিনি কেবলই ভাঙ্গা বাড়ী ও জঙ্গল দেখিবেন,—বাহির হইতে তাহাই বোধ হয়। এ দেশের লোকেও তাহাদের সকলকে এ কথা বলিয়াছে,—কিন্তু এ তো তাহা নহে। এ যে কাহার সুন্দর বাগান বাড়ী!

সুন্দর ফুল গাছের কেয়ারি,—সুন্দর-সুন্দর পথ,—নানা রঙ্গের নানা ফুল চারিদিকে প্রস্ফুটিত হইয়া মনপ্রাণ বিভোর

করিতেছে! দূরে একটী সুন্দর, ক্ষুদ্র অট্টালিকা,—যেন ছবি! কাছে নিকটে বা দূরে যে কোন ভাঙ্গাবাড়ী আছে,—তাহা বলিয়া বোধ হয় না? গোবিন বাবু কেন, যে কেহ সহসা এই ভগ্নস্তূপের অন্তরালে এই সুন্দর নন্দন-কানন-সম অতুলনীয় বাগানবাড়ী দেখিত,—সেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইত!

গোবিন বাবু কিয়ৎক্ষণ কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহার নেশা কি খুব চড়িয়া গিয়াছে,—তাহাই তিনি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন,—না,—এ তো কোনমতেই স্বপ্ন নয়? এ অঞ্চলের লোকের ঘোর-প্রবঞ্চনার জন্য তিনি তাহাদের উপর মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইলেন,—বলিলেন, "শালারা নিশ্চয়ই এ বাগান বাড়ীর কথা জানে,—কোনকারণে বদমাইসেরা যাতে আমরা এদিকে না আসি, তারই জন্যে মিছি-মিছি ভূতের কথা বলেছিল! কি বজ্জাত,—এদেশের লোক। তারা ওদিক দিয়ে গেছে,—এখানে আস্‌তে এখনও অনেক দেরি আছে,—আর একটু ভাল করে দেখ্‌তে হলো! শালাদের এ বাগানবাড়ীর কথা আমাদের কাছে লুকাবার অর্থ কি! একটা মতলব আছেই আছে; হয় তো শালারা এই মোহরের সন্ধান পেয়েছে,—একেবারে বার করে নিয়ে গেলে, ধরা পড়বে, জেলে যাবে, সরকার সব কেড়ে নেবে, তাই লুকিয়ে এখানে একটা আড্‌ডা করে, মজাও লুঠছে আর

আস্তে-আস্তে মোহরও সরাচ্ছে এই কথাই ঠিক—কি বদমাইশ!"

কে তাঁহার পশ্চাতে মৃদু-মধুরকণ্ঠে বলিল "কারা বদমাইস?"

সহসা পৃষ্ঠে তীরবিদ্ধ হইলে মানুষের যেরূপ ভাব হয়,—গোবিন বাবুরও ঠিক সেই অবস্থা হইল,—তিনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া পশ্চাতে ফিরিলেন,—তাঁহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল। দিনের বেলায় সূর্য্যের প্রখর-আলোকে স্থান নির্জ্জন হইলেও তাঁহার ভয় পাইবার কোন কারণ নাই,—বিশেষতঃ তাঁহারা চারিবন্ধুই পকেটে পিস্তলে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছিলেন,—ভয়ের কোন কারণ ছিল না,—বিস্ময়ের বিষয় হইল।

যিনি কথা কহিয়াছিলেন তিনি একবিংশবর্ষিয়া পরমা-সুন্দরী যুবতী;—তেমন সুন্দর গোবিন বাবু জীবনে আর কখনও দেখেন নাই। সে রূপের বর্ণনা হয় না! সুন্দরীর মস্তকে কাপড় ছিল না,—তাহার কৃষ্ণ-কোমলকেশ পশ্চাতে জানুপর্য্যন্ত বিলম্বিত,—সেই কৃষ্ণ-কেশদামের উপর একটী গোলাপ ফুল হাসিতেছে,—পরিধান আসমানি রঙ্গের সিল্কের সাড়ী,—নানা স্বর্ণালঙ্কারে অঙ্গ ভূষিত। দেহে কোন জামা না থাকায় এই মনপ্রাণমাতুয়ারা সুন্দরীর যৌবন-বিভা চারিদিকে বিভাষিত হইতেছে,—পায়ে স্বর্ণখচিতমখমলের চটি ও সিঁতায় সিন্দুর নাই

দেখিয়া গোবিন বাবু বুঝিলেন যে রমণী কুল-কামিনী নহে!

গোবিন বাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল,—তিনি মনে-মনে বলিলেন, "ওঃ শালারা এই বাগানবাড়ীতে একটা মেয়ে মানুষও রেখেছে! মেয়েমানুষ বলে মেয়েমানুষ? মানুষ এত-সুন্দর হতে পারে তা জান্তেম না—তোফা!" তিনি প্রকৃতই হাঁ করিয়া বিস্ফারিত নয়নে এই মন-বিমোহিনী মোহিনীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাগান বাড়ী

গোবিনবাবুর ভাব দেখিয়া সুন্দরী মৃদুমধুর হাসিতেছিলেন,—সে অমিয়মাখা হাসির বর্ণনা হয় না,—তাহাতে প্রাণের ভিতর যেন আবেশ ঢালিয়া দেয়! সেই হাসি সেই বড়-বড় চোকে যেন কি এক মধুর বিদ্যুতের সৃষ্টি করিতেছে,—সে চোকের হাসিতে কঠোর ঋষি বিচলিত হয়;—গোবিনবাবু কোন ছার! তিনি পাগল হইলেন।

সুন্দরী হাসিয়া বলিলেন, "বদমাইস কারা?"

গোবিনবাবুর কণ্ঠতালু বিশুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল,—তিনি মাথা চুলকাইতে-চুলকাইতে বলিলেন, "না—তা—এই সব—এ দেশের লোকেরা বলে যে এখানে ভূত আছে—জনমানব নেই!

সুন্দরী হাসিয়া বলিলেন, "তাহারা মিথ্যাকথা বলে নাই। সত্য-সত্যই তারা এ বাগান বাড়ীর কথা জানে না। বাড়ীটা পুরাতন ছিল, আমরা সারাইয়াছি,—আর এই বাগান যে দেখ্‌চেন সেও আমরা করেছি,—এ দেশের লোক কিছু জানে না,—তাদের দোষ নেই।"

এখানে লোক বাস করে আর তাহারা কিছুই জানে না, ইহা গোবিন বাবুর নিকট নিতান্তই অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

রমণী তাহার মনের ভাব বুঝিলেন,—বলিলেন, "আসুন,—আমার বাড়ীতে,—সকল শুনিলে আর আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না।"

এই বলিয়া রমণী উদ্যানমধ্যস্থগৃহের দিকে চলিলেন,—গোবিনবাবু অতি-ব্যগ্রভাবে তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিলেন এই সুন্দরীর অপরূপসৌন্দর্য্যে তিনি এত-উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তাঁহার বন্ধুদিগের কথা, মোহরের কথা,—ঘর, বাড়ী, গৃহ ও সংসারের কথা কিছুই আর মনে ছিল না।

বাড়ীটী ক্ষুদ্র, কিন্তু অতি-সুন্দর,—বড়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,—সকল প্রকোষ্ঠই সুন্দর, সুন্দর ছবি, ঝাড়, বেল লণ্ঠন, দেওয়াল গিরি ও বিবিধ আসবাবে সজ্জিত,—মধ্যের গৃহে একটী সুন্দর ফরাস,—দুগ্ধফেনিভ বড়-বড় তাকিয়া সারি-সারি সজ্জিত রহিয়াছে,—একপার্শ্বে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র আছে,—মধ্যে এক বৃহৎ স্বর্ণনির্ম্মিত গড়গড়া,—তাহার নানা সুন্দর-কারুকার্য্যযুক্ত নলটা প্রায় ১০।১২ হস্ত লম্বা। চারিদিক আতর গোলাপের গন্ধে পূর্ণ! এখানে পা দিলে বিলাসিতায় অঙ্গ ঢালিয়া দিতে সতই প্রাণ ব্যাকুল হয়।

রমণী গোবিন বাবুকে ফরাসে বসিতে ইঙ্গিত করিলে, তিনি কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় গিয়া বসিলেন। তখন একজন চাকর আলবোলায় তামাক দিয়া গেল,—একজন দাসী স্বর্ণনির্ম্মিত পানপাত্র আনিল। সুন্দরী একটা তাকিয়া টানিয়া গোবিন-বাবুর পার্শ্বে আনিয়া বসিলেন,—গোবিন বাবু সরিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু রমণী সহাস্যবদনে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আমি কি এমনই কদাকার যে আমার কাছ থেকে সরে যাচ্চেন? "সে স্পর্শে গোবিনবাবুর দেহে যে কি বিদ্যুৎ ছুটিল,—তাহা তিনি বলিতে পারেন না,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল,—তিনি চারিদিকে যেন সকলই অস্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন,—তাঁহার কণ্ঠ হইতে কোনকথা নির্গত হইল না! রমণী তাঁহাকে টানিয়া পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, "ভাল হয়ে বসুন,—মদ একটু হুকুম কর্ব্বো কি! মিথ্যা কথা বলা পাপ, আমি একটু আদটু খাই!

গোবিন বাবুর কণ্ঠতালুও শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, তিনি অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "আজ্ঞে—আমিও———

"রমণী তাঁহাকে প্রতিবন্ধক দিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমায় আজ্ঞে বলবেন না,—আমার নাম জহরত,—আমায় জহরত, জহর, জই, জ,—যা ইচ্ছে বলে ডাকবেন!"

দাসী ঈঙ্গিত পাইয়া অতি-সুন্দর ডিকনটারপূর্ণ সুরা, সুন্দর-সুন্দর দুইটী গেলাস একখানি ট্রেডে করিয়া আনিয়া সম্মুখে রাখিল। জহরত দুই গেলাসে সুরা ঢালিয়া একটী গেলাস

লইয়া বলিল, "খান!" এবার গোবিনবাবু কথা কহিলেন, "সে কি কখনও হয়? আপনি খান।"

জহরত তাহার সেই বিমোহন হাসি হাসিয়া গোবিনবাবুকে পাগল করিয়া বলিল," তবে এস ভাই দুজনে একসঙ্গেই খাই,—যখন আলাপ হলো, তখন আর আপনি আপনি বলা পোশায় না।"

দুইজনে একত্রে সুরাপান করিল,—তখন গোবিনবাবুর ধড়ে বল, মনে স্ফূর্ত্তি,—হৃদয়ে আমোদ দেখা দিল,—তিনি মনে-মনে বলিলেন, "শালারা না এদিকে এসে এমন আমোদে ব্যাঘাত দেয়?"

জহরত বলিল, "তুমি ভাই বোধ হয় আমার ইতিহাস জানবার জন্য ব্যস্ত হয়েছ,—কেমন নয় ভাই?"

গোবিনবাবু বলিলেন, "হাঁ,—কতকটা,—তবে তোমার যদি বল্‌বার ইচ্ছে না থাকে তবে বোল না।"

জহরত বলিল, "না—তোমায় বলতে আমার কোনই আপত্তি নেই। সত্যি কথা—বল্‌তে কি ভাই,—তোমায় দেখেই কেমন আমার মনটা তোমার জন্যে যে টান্‌ছে,—মেয়ে মান্‌সের মন—তাতে তুমি বিদেশি!"

গোবিন বাবু আনন্দে উন্মাদ হইলেন,—তিনি উঠিয়া কেন যে স্ফূর্ত্তিতে বিভোর হইয়া নৃত্য করিলেন না,—তাহা তিনি জানেন না। তিনি নাচিলেন না,—তবে অজাচিতভাবে স্বয়ং ডিকেণ্টার হইতে সুরা ঢালিয়া লইয়া উদরস্থ করিলেন। জহরত

ইহা লক্ষ্য করিয়াও করিল না,—কিন্তু গোবিনবাবুর তৎক্ষণাৎ সে কথা মনে উদিত হইল,—তিনি জহরতের গেলাসে সুরা ঢালিয়া তাহা তাহার মুখের নিকটে ধরিয়া আদরপুর্ণস্বরে বলিলেন, "আর একটু হোক।"

জহরত হাসিয়া বলিল, "আমি ভাই বেশী খাই নে,—তবে তোমার উপরোধ রাখ্‌তেই হবে! তুমি ভাই বেশ!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিলাসে

জহরত এক গেলাস সুরাপান করিয়া বলিল, "এখন আমার ইতিহাসটা বলি। "আমি ভাই কল্‌কাতার লোক,—কল্‌কাতার শ্যামবাবুর নাম শুনেছ,—খুব বড় লোক,—তিনিই আমায় রেখেছেন,—কিন্তু তাঁর এমন সন্দেহ মন যে আমায় কোনখানে রেখে স্থির থাক্‌তে পারেন না, শেষে এই তেবান্তর যায়গায় নিজের বিশ্বাসী লোক কল্‌কাতা থেকে রাতে-রাতে এনে এইখানে এই বাড়ী বাগান করে আমায় রেখেছেন। আমার সঙ্গে এক দাসী,—এক চাকর,—এক দরোয়ান আছে,—এরা তিনজনেই তাঁর ভারি বিশ্বাসী লোক,—দরোয়ান ও চাকরটা রাতে-রাতে গিয়ে দূরে বাজারহাট করে পরদিন আবার রাতে-রাতে ফিরে আসে,—আমি এখানে চোরের মত বন্দী আছি!"

গোবিনবাবু সবেগে বলিলেন, "ভারি বদলোক তো।"

জহরত বলিল, "ভারি বদলোক বলে বদলোক,—আমি দু'চক্ষে তাঁকে দেখ্‌তে পারি নে,—তাঁকে দেখ্‌লে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়!"

"তাকে দূর করে দিচ্চ না কেন? যাকে ভালবাস না তার কাছে আছ কি করে?"

"সে কথা ঠিক,—কিন্তু তিনি বড়লোক,—আমায় রাজার হালে রেখেছেন,—আবার তাঁকে ছেড়ে কোথায় গিয়ে কষ্ট পাব! তাই মনের দুঃখ মনে রেখে কষ্টে আছি!"

গোবিনবাবু সবেগে বলিলেন, "এই কথা! টাকার জন্য আছ?"

"আর কিসের জন্যে সেই পোড়ার মুখো হাড়জ্বালানের কাছে থাক্‌ব?"

"আর থাক্‌তে হবে না,—বল তুমি আমায় ভালবাস!"

"ভালবাসি? তোমায় দেখেই আমার প্রাণ যে কি হয়েছে, ভাই,—তা তোমায় কি করে বোঝাব! ভালবাসা যদি হয়, তবে প্রথম সাক্ষাতেই হয়।"

গোবিন বাবু আত্মহারা হইলেন, প্রায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তাকে আজই দূর করে দেব,—সে কত টাকার মানুষ। আমি শীঘ্রই পঞ্চাশলাকটাকা পাব,—তোমার ভয় কি? তোমায় মোহরে ডুবিয়ে রাখ্‌ব,—সে বেটা কে?"

জহরত তাঁহার মনপ্রাণমাতুয়ারা আবেগপূর্ণস্বরে বলিল, "ভাই,—তুমি আমায় স্বর্গে তুল্লে,—এস বুকে এস।"

গোবিন বাবু পাগলের ন্যায় তাহাকে হৃদয়ে ধরিয়া সবলে আলিঙ্গন করিয়া তাহার গোলাপ বিনিন্দিত ওষ্ঠ চুম্বনে-চুম্বনে লাল করিয়া দিলেন।

সমস্তরাত্রি আমোদ, উৎসব, সঙ্গীত ও নৃত্য চলিল। মোহরের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত গোবিনবাবু জহরতকে বলিলেন। এরূপ পুরাতনবাড়ীতে যে টাকা পোঁতা থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব,—তাহা সকলেই জানিত;—জহরত তাহা বিশ্বাস করিল, বলিল,—"তার জন্যে তাড়াতাড়ি কি,—টাকা পাওয়াই যাবে। যখন তোমার বন্ধুরা এদিকে এল না,—তখন তারা হতাশ হয়েই ফিরে গেছে। যাক তারা চলে,—তারপর আমরাও সব মোহর নেব,—তাদের বকরা দিতে যাব কেন?"

গোবিন বাবু বলিলেন, "তুমি ঠিক পরামর্শ দিয়েছ,—দেখা যাক দু'তিন দিন।"

জহরত বলিল, "যদি মোহর থাকে তবে এই বাড়ীর নিচেয়ই আছে। এইটাই রাজার বাড়ী ছিল।"

গোবিন বাবু সোৎসাহে বলিলেন, "তবে আর ভয় কি ? কিন্তু তোমার সে বাবু বেটা কোথা?"

জহরত বলিল, "সে মাসে একদিন থেকে কলকাতায় যায় এই সবে কাল গেছে,—আর একমাসের মধ্যে আসবে না। এবার এলে ঝাঁটা পেটা করে তাড়িয়ে দেব।"

গোবিন বাবু আনন্দে বিভোর হইয়া হাসিয়া ফেলিলেন! তিনি জগতসংসার ভুলিয়া গিয়াছেন। জহরতে ও জহরতের তীক্ষ্ণ সুরায় মগ্ন হইয়াছেন। ঘরবাড়ীর কথা কিছুমাত্র মনে নাই। বন্ধুদিগের কথা কেবল মোহরের জন্য সময়-সময় মনে হয়,—এইমাত্র। কিন্তু বন্ধুদিগের মধ্যে কেহই তাঁহার সন্ধানে

বা সেই বাড়ীর দিকে আসিলেন না। গোবিন বাবু ইহাতে একটু বিস্মিত হইলেন বটে,—কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট ভিন্ন দুঃখিত হইলেন না। তাঁহার কোন কথা লইয়া মাথা ঘামাইবার অবসর ছিল না,—তিনি জহরত লইয়া পাগল,—দিনরাত্রি সুরাপান, নৃত্যগীত,—আমোদ,—তাঁহার একমুহূর্ত্তের জন্যও বিরাম নাই! জহরত তাঁহাকে রাজার হালে বিলাসসাগরে ডুবাইয়া রাখিয়াছে,—এক্ষণে তাঁহার নিকট রাজাই বা কে,—বাদসাই বা কে! দাসদাসী ও দ্বারবান সেই বাবুর লোক,—সুতরাং গোবিনবাবু তাহাদের উপর হাড়ে চটা,—তিনি সর্ব্বদাই তাহাদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না;—তাহারাও তাঁহার উপর বিষদৃষ্টি,—কিন্তু জহরতের ভয়ে তাহারা মুখ ফুটিয়া, কিছুই বলিতে সাহস করে না। মনে-মনে তাঁহার যে আদ্যশ্রাদ্ধ করিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এইরূপে দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল,—গোবিন বাবুর বন্ধুগণ কেহ আসিলেন না,—তখন গোবিনবাবু মনে-মনে বলিলেন, "ভালই হয়েছে,—আপদগুল চলে গেছে! তারা আবার মোহর পাবে? এখন আমিই সব বার করে নেব! তখন জহরতকে নিয়ে আরও দুলাখ স্ফূর্ত্তি কর্ব্বো। সবই অদৃষ্ট,—সবই অদৃষ্ট! সব শালার ভাগ্যে এ সুখ ঘটে না।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অন্ধকার

প্রায় একমাস উত্তীর্ণ হয়,—গোবিনবাবু বিলাস-সাগরে ভাসিতেছেন,—এ পরম সুখের যে কখনও উপসংহার আছে, তাহা তাঁহার মনে নাই,—তাঁহার নিকট জগত সংসারের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে।

একদিন জহরত বলিল, "অনেকদিন হয়ে গেল,—আমার কাছে যে টাকাকড়ি ছিল, সব শেষ হয়ে গেছে,—এখন মোহর গুল খুঁজে বার না কল্লে নয়!"

গোবিনবাবু সোৎসাহে বলিলেন, "সে আর শক্ত কি? তারা সব সরে পড়েছে,—এখন আমি—আমরা দু'জনে ক্রোড়-পতি হব—ভয় কি প্রাণ?"

জহরত বলিল, "মোহরগুল বার হোক তারপর দেখা যাবে। তবু বলি ভেব না যে আমি টাকার প্রয়াসী,—আমি টাকা চাই না,—তোমায় চাই,—তাকি তুমি জান না?"

গোবিন বাবু জহরতকে হৃদয়ে লইয়া শতবার তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তা আমি খুব জানি।"

জহরত তাঁহার মন-বিমোহন কটাক্ষে গোবিন বাবুকে উন্মাদ করিয়া বলিল, "তবে ভাই টাকা না হলে একদিনও চলে না,—তাই মোহরের কথা তুল্লুম,—সেই পোড়ার মুখোর আসবারও সময় হয়ে এল,—আমার হাতে ত আর এক পয়সাও নেই—"

গোবিন সবেগে বলিলেন, "কুচপরওয়া নেই। আমার ব্যাগে যেখানে মোহর আছে, তার নকসা রয়েছে,—আজই এখনই—সেই নকসা নিয়ে আস্‌চি,—এই বাড়ীর নিচেয়ই মোহর আছে।"

জহরত বলিল, "আমারও তাই মনে হয় ভাই—চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই।"

তখন উভয়ে উঠিয়া দুর্গের ভগ্ন দ্বারের দিকে চলিলেন। কিন্তু গোবিন বাবুর যেমন সকলই নূতন-নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল,—তিনি এই একমাস জগত সংসার ভুলিয়াছিলেন,—দিনরাত্রি জহরতকে বুকে রাখিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন,—একদিনও তাহার বাড়ী হইতে এক পদও বাহির হন নাই,—আজ বাহির হইয়া বোধ হইল যেন সবই নূতন,—যেন তিনি এদিকে এ পথে আদৌ আসেন নাই।

তিনি দুইএকবার চক্ষু মার্জ্জিত করিলেন—তাহার পর ভাবিলেন,—এই একমাস ক্রমান্বয় সুরাপান করিয়াছেন,—তাহাই এরূপ হইতেছে, কিছুই ভাল দেখিতে পাইতেছেন না!

তিনি মনের ভাব জহরতকে বলিলেন না,—কিন্তু কেমন তাঁহার ভয় হইতে লাগিল,—সমস্ত কথা একে-একে স্মরণ হইতে লাগিল। যদি বন্ধুরা মোহর পাইয়া থাকে,—যদি তাঁহারা তাঁহাকে না পাইয়া মোহর লইয়া কলকাতায় চলিয়া গিয়া থাকে! যদি তাহাই হয়,—তবে ভয়ের কারণ কিছুই নাই,—তাঁহারা কখনই তাঁহাকে ঠকাইবে না;—নিশ্চয়ই তাঁহার ন্যায্য সিকিবকরা দিবে। তিনি জহরতকে লইয়া কলিকাতায় গেলেই টাকা পাইবেন। টাকা পাইলে এই জনশূন্য স্থানে পড়িয়া থাকিবেন কেন?

সহসা তাঁহার মনে হইল যে এই পড়ো ভাঙ্গা গড় যতই বড় হউক না কেন,—তাঁহার বন্ধুগণ নিশ্চয়ই তাঁহার সন্ধান পাইত, বিশেষতঃ যে গাছতলায় তাঁহাদের দ্রব্যাদি আছে,—তাহা হইতে তিনি বহুদূর আইসেন নাই,—তাঁহারা জানেন যে তিনি সেইদিক দিয়া গড়ে আসিয়াছেন—তখন তাঁহার ভয় হইতে লাগিল,—প্রাণটা ধড়াস-ধড়াস করিয়া উঠিতে লাগিল,—কিন্তু তিনি একরূপ বলে মনের এভাব দমন করিয়া জহরতের সঙ্গে-সঙ্গে চলিলেন,—কিন্তু বহুদূর গিয়াও সে পড়ো সিংহদ্বার দেখিতে পাইলেন না। চারিদিকেই অনেক ভাঙ্গা বাড়ী ও প্রাচীর পড়িয়া আছে বটে, কিন্তু সে সিংহদ্বার নাই।

ক্রমে গোবিন বাবুর মুখ শুকাইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার ওষ্ঠ ও কণ্ঠতালু বিশুষ্ক হইয়া কাঠ হইল,—তিনি

জিহ্বা দিয়া ওষ্ঠ সিক্ত করিবার চেষ্টা পাইলেন,—কি এক অব্যক্ত ভয়ে তাঁহার শিরার রক্ত জল হইয়া গেল। তিনি অন্ধের ন্যায় চলিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুইজনে দুর্গের বাহিরে আসিলেন,—চারিদিকেই বিস্তৃত প্রান্তর,—কোনদিকে জনপ্রাণী নাই!

কিন্তু সে অশ্বত্থ গাছ কোথায়? কোনদিকে কোন গাছের চিহ্ন নাই। যে ঝোপের মধ্যে তিনি তাঁহার ব্যাগ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন,—সে ঝোপও নাই! গোবিন বাবুর মস্তকে সহসা বজ্রাঘাত হইল,—তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন! এ কি সমস্তই স্বপ্ন! জহরতের দিকে চাহিতে তাঁহার সাহস হইল না,—তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল।

সহসা জহরতের মুখেরও ঘোর পরিবর্ত্তন হইল। তাহার সদা হাস্যমাখা মুখ রাগে লাল হইয়া গেল,—তাহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল,—সে বজ্রনিনাদে বলিল, "ওঃ—তোমার সবই মিছাকথা? তুমি কার সঙ্গে বদমাইসি করেছ জান না? এই তোমার দশলক্ষমোহর,—বদমাইস,—জুয়াচোর!"

গোবিন বাবু তাহার পদতলে পতিত হইয়া দুইহস্তে কাতরে তাহার দুইপা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—মর্ম্মবেদনায় বলিলেন, "আমি—আমি———"

জহরত সবলে তাঁহার হস্ত হইতে পা ছাড়াইয়া তাঁহার মুখে পদাঘাত করিল,—গোবিন বাবু ভূমে পতিত হইলেন,—

তাঁহার এত-সুখ—এত-আনন্দ,—এত-আমোদ,—সমস্তই এক মুহূর্ত্তে আকাশে মিলাইয়া গেল! এই, তাহা হইলে জহরতের ভালবাসা? সে, যে কত-ভালবাসার কথা বলিয়াছে,—সে, যে কতবার বলিয়াছে যে, তাঁহাকে হারাইলে সে, একদিনও প্রাণে বাঁচিবে না—হায়,—সব স্ত্রীলোকই সমান। সে তাঁহাকে চাহে না,—তাঁহার মোহর চায়?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জুতা

নিমিষে গোবিন বাবুর বুক ভাঙ্গিয়া গেল,—সুখের স্বপ্ন ঘুচিল,—তিনি বালকের ন্যায় ব্যাকুলভাবে দুই হস্তে মুখ ঢাকিয় কাঁদিতে লাগিলেন! তাঁহার যে কি হইয়াছে,—তাহা তিনি ভাল কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অশ্বত্থ গাছ কোথায়! তাঁহার ব্যাগ কোথায়! তাঁহার বন্ধুগণ কোথায়! তিনি কি দিনরাত্রি সুরাপান করিয়া উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন?

জহরত ডাকিল, রামদিন দরোয়ান,—অবতারি বেহারা। তাহারা নিকটেই ছিল,—ছুটিয়া আসিল। জহরত গর্জ্জিয়া বলিল, "এই বদমাইশের সব-কথাই জাল,—আমাকে যা কিছু বলেছে,—সব মিথ্যাকথা! আমার সঙ্গে বদমাইসী! বেটাকে একশ ঘা জুতা মেরে এখান থেকে দূর করে দে।"

রামদিন ও অবতারি দুইজনেরই গোবিন বাবুর উপর বিশেষ আক্রোশ ছিল, তাহারা হুকুম পাইবামাত্র নিজ-নিজ পায়ের নাগরা খুলিয়া, গোবিন বাবুকে বেদম প্রহার আরম্ভ করিল,—প্রহারে হতভাগ্য গোবিন বাবু চীৎকার করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন,—কিন্তু কেহই তাঁহার সহায়তায়

আসিল না ;—তিনি ক্রমে যাতনায় জ্ঞান হারাইলেন,—তাহার পর কি হইল,—তাহা আর তাঁহার জ্ঞান নাই।

যখন তাঁহার জ্ঞান হইল,—তখন রাত্রি হইয়াছে,—তিনি উঠিয়া বসিলেন,—সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা,—জল তৃষ্ণায় বুক ফাটিতেছে,—প্রাণ যায়! একটু সুরাপান না করিলে, তিনি উন্মাদ হইবেন। এই একমাস দিনরাত্রি সুরাপান করিয়াছেন,—সুরাই তাঁহার জীবনের একমাত্র কাণ্ডারী হইয়া গিয়াছে,—সেই সুরা না পান করিলে তিনি আর একমুহূর্ত্তও বাঁচিবেন না।

তিনি জহরতের বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—চারিদিক ঘোর অন্ধকার কোনদিকে কোন আলো নাই, বুঝিলেন, অনেক রাত্রি হইয়াছে,—জহরত ও তাহার দাস-দাসীগণ নিদ্রিত হইয়াছে! সুরা কোথায় থাকে, তাহা তিনি বেশ ভালরূপ জানিতেন,—আজ সুরার জন্য ভদ্রলোকের ছেলে চোর হইলেন,—গোবিন বাবু পা টিপিয়া-টিপিয়া নিঃশব্দে জহরতের বাড়ী প্রবেশ করিলেন,—অন্ধকারে অতি-সন্তর্পনে চলিলেন,—ভাবিলেন, "একটু মদ খাইয়া শরীরে বল পাইলেই মাগীর গহনার বাক্স লইয়া আজ রাত্রেই কলকাতায় চলে যাব! এমন স্ত্রীলোকের উপর দয়া নাই!"

কিন্তু তিনি যাহা ভাবিলেন,—তাহার কিছুই হইল না। সহসা তাঁহার পা দাসীর দেহে লাগায়, সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে জহরত "চোর চোর" বলিয়া চীৎকার

করিতে লাগিল। বড়-বড় লাঠি লইয়া রামদিন দ্বারবান ও অবতারি বেহারা ছুটিয়া আসিল,—কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তখন ঘোর অন্ধকার ছিল,—উন্মাদের ন্যায় একটা মদের বোতল লইয়া গোবিন বাবু জানালা দিয়া পালাইলেন,—তাহার পর অন্ধকারে ফুলের গাছের ঝোপের মধ্যে লুকাইত হইলেন। জহরতের দ্বারবান ও বেহারা তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইল না;—তাহারা চারিদিক অনুসন্ধান করিয়া আবার গিয়া শয়ন করিল।

গোবিন বাবুর বুক সবলে ধড়াস্-ধড়াস করিতেছিল,—তিনি নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ঝোপের মধ্যে বসিয়া রহিলেন,—তৎপরে চারিদিক সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হইলে,—তিনি পা টিপিয়া-টিপিয়া তথা হইতে পালাইলেন। কি করিতে আসিয়া কি হইল,—তিনি শেষে চোরের অধম হইলেন! জগতে স্ত্রীলোক ও সুরায় মানুষকে অধপতনের শেষ সীমায় লইয়া যায়! হতভাগ্য গোবিন বাবুর যে এ দশা হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তিনি দুর্গের একপার্শ্বে এক ভাঙ্গাবাড়ীতে আশ্রয় লইলেন,—বোতল সুদ্ধ খানিকটা সুরা গলায় ঢালিয়া দিলেন,—তখন তাঁহার হৃদয়ে কতকটা বল দেখা দিল,—তিনি তথায় বসিয়া অনেক চিন্তা করিলেন,—আজ তাঁহার চিন্তার বিরাম নাই। যদি মধ্যে-মধ্যে গলায় উষ্ণ সুরা ঢালিতে না পাইতেন,—তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই উন্মাদ হইয়া যাইতেন।

কখন তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—তাহা তিনি জানেন না। যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল,—তখন অনেক

বেলা হইয়াছে,—চারিদিক রৌদ্রে বিদগ্ধ হইয়া যাইতেছে। তিনি কোথায় রহিয়াছেন,—কিছুই প্রথমে স্থির করিতে পারিলেন না,—বহুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন,—মাথা দিয়া তখনও সুরার ধুম নির্গত হইতেছিল।

ক্রমে-ক্রমে ধীরে-ধীরে তাঁহার সকল কথাই স্মরণ হইল। কি কুক্ষণে তিনি টাকার লোভে এই ভয়ানক স্থানে আসিয়া-ছিলেন! এই রাক্ষসী মায়াবিনীর মায়ায় বদ্ধ না হইয়া তিনি যদি বন্ধুদিগের সহিত কলিকাতায় পালাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। পার্শ্বে সুরাপাত্রে তখনও সুরা ছিল,—তিনি আবার খানিকটা পান করিলেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া গেলে হয় তো সুরা মিলিবে,—কিন্তু জহরত মিলিবে না। তাহাকে ছাড়িয়া গেলে তিনি প্রাণে বাঁচিবেন না;—যদি তাহার চাকর হইয়া থাকিতে হয়,—সেও ভাল,—তবুও তো সর্ব্বদা তাহাকে দেখিতে পাইবেন,—তাহাকে না দেখিতে পাইলে তিনি বাঁচিবেন না। তিনি পড়ো-বাড়ীর ভিতর বসিয়া এইরূপ শতকথা ভাবিতেছিলেন,—এইসময়ে জহরতের দাসী পাতের ভাত কুকুরকে দিবার জন্য সেইদিক দিয়া যাইতেছিল,—ভাত দেখিয়া হতভাগ্য গোবিন ক্ষুধায় কাতর হইয়া উঠিলেন;—সজলনয়নে দাসীকে বলিলেন, "ক্ষুধায় মরি;—দুটী ভাত দেও—আমি তোমার সব কাজ করে দেব,—আমায় রোজ দুটী-দুটী ভাত আর একটু মদ দিও,—আমি তোমার চাকর হইয়া থাকিব।"

দাসী মৃদু হাসিয়া সেই পাতের ভাতগুলি গোবিনকে দিল,—গোবিন ক্ষুধার্ত্ত কুক্কুরের ন্যায় গোগ্রাসে তাহা খাইতে লাগিলেন। সে বীভৎস্য দৃশ্য দেখিয়া, দাসী মুখ ফিরাইয়া লইল। কোথায় রাজভোগ আর এই কুকুরের আহার। দাসী বলিল, "ইহাকেই বলে **কর্ম্ম-বিপাক**।"

নবম পরিচ্ছেদ

শেষ দশা

শতবার চেষ্টা করিয়াও গোবিন বাবু এই ভয়ানক স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। সেইখানে থাকিয়া দাসীদত্ত পাতের ভাত খাইয়া অতিকষ্টে দীনভাবে দিন কাটাইতে লাগিলেন। সময়-সময় দাসীর পা ধরিয়া কাঁদাকাটি করায় সে একটু আধটু সুরাও তাঁহাকে দিত। তিনি তাহার হইয়া বাসন মাজিতেন, জল তুলিতেন, কাট কাটিয়া দিতেন,—রামদিন ও অবতারি দুইজনেই সময় পাইলে তাঁহাকে নানা বাক্যযন্ত্রণা দিত,—তিনি আর মানুষ নাই, পশুত্বে পরিণত হইয়াছেন, সুতরাং তিনি তাহাদের ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও কটু-কাটব্যে আদৌ কান দিতেন না। তবুও তো জহরতকে দেখিতে পাইতেছেন!

আর জহরত, সে তাঁহার অস্তিত্ব যেন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে! সে তাঁহাকে সময়-সময় দেখিতে পায়,—তাঁহার কি দশা হইয়াছে, তাহা সে দেখিতেছে, কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত নহে। একদিন গোবিন বাবু তাহার সহিত কথা কহিবার চেষ্টা করায়, সে চক্ষু ভয়াবহভাবে আরক্তিম করিয়া বলিয়াছিল,—"সে জুতার কথা এর মধ্যে ভুলে গেছিস্,—ফের যদি আমার কাছে আসিস, তবে জুতা মার্ত্তে-মার্ত্তে জান নিকূলে দেব।"

গোবিন বাবুর চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারে নয়নাশ্রু বহিল,—কিন্তু রাক্ষসী তাহা দেখিয়া উচ্চহাস্য করিতে-করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল। তাহার নির্দ্দয়তায় গোবিন বাবু উন্মাদ হইলেন,—দন্ত কড়মড় করিতে-করিতে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

জহরতের বাবু আসিয়াছে,—সে প্রত্যহ রাত্রে তাহাকে লইয়া নৃত্য-গীত কত আমোদ-প্রমোদ করিতেছে,—একদিন গোবিনের সঙ্গেও সে ঠিক এইরূপ করিয়াছিল,—তাঁহার চক্ষের উপর,—তাঁহার বুকের উপর দণ্ডায়মান হইয়া,—তাঁহাকে সম্পূর্ণ উন্মাদ করিবার জন্যই বোধ হয়, পাপিয়সী এত স্ফূর্ত্তি,—এত আমোদ দেখাইতেছে! ধীরে-ধীরে গোবিনের হৃদয় হইতে জহরতের ভালবাসা ক্রমশ ভয়াবহ আক্রোশে পরিণত হইয়া আসিতেছিল। গোবিন বাবু মনুষ্য হইতে ক্রমে হিংস্র বন্যজন্তুতে পরিণত হইতেছিলেন। যে আমার এ দুর্দ্দশা করিয়াছে,—

তাহাকে আমি খুন করিব না কেন,—শতবার সহস্রবার দিন-রাত্রি এই কথা তাঁহার মস্তিষ্কমধ্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছিল। না,—ইহাকে হত্যা করিয়া প্রাণের সকল আগুন নিবাইব। ইহাকে বাঁচিয়া থাকিতে দিলে সে আরও কত লোকের আমার মত সর্ব্বনাশ করিবে! গোবিন বাবু ক্রমে মনে-মনে এ প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করিয়া দিনরাত্রি তাহারই চেষ্টায় রহিলেন। তাহার কি ভয়াবহ সর্ব্বনাশের আয়োজন হইতেছে—জহরত তাহার কিছুই জানিতে পারিল না।

একদিন রাত্রে সুবিধা পাইয়া গোবিনবাবু জহরতের বাড়ী হইতে এক শাণিত ছোরা চুরি করিলেন,—দুই-তিনদিন পড়ো বাড়ীর ভগ্নস্তূপের মধ্যে দুই প্রহরে একাকী বসিয়া তাহা সান দিয়া অধিকতর ধারাল করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন,—তাঁহার মাথার ভিতর সম্পূর্ণ খুন চড়িয়া গিয়াছে,—তিনি পারেন না,—এমন কাজ আর ত্রিসংসারে কিছুই নাই।

তিনি এখন পাকা চোর হইয়াছেন,—আর একদিন রাত্রে আর এক বোতল মদ চুরি করিলেন,—তাহার পর জহরত যখন আমোদ-প্রমোদ করিয়া অধিক রাত্রে নিদ্রিত হইল,—তখন তিনি প্রায় অর্দ্ধ বোতল সুরাপান করিয়া, দেহে বল ও মনে শক্তি বাঁধিলেন,—তৎপরে পা টিপিয়া-টিপিয়া অন্ধকারে জহরতের বাড়ীর নিকট আসিলেন। কান পাতিয়া শুনিতে

লাগিলেন,—কোনদিকে কোন শব্দ নাই,—সকলেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে! সকল ঘরের আলো নিবাইয়া দিয়াছে;—চারিদিক ঘোর-অন্ধকার।

গোবিন বাবু নিঃশব্দে একটা জানালা খুলিয়া অতি-সন্তর্পণে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঘর অন্ধকার,—তবে সমস্ত বাড়ীই তাঁহার নখদর্পণে ছিল,—তিনি পা টিপিয়া-টিপিয়া অগ্রসর হইলেন। প্রথম দিন তিনি চোর বলিয়া প্রায় ধরা পড়িয়া ছিলেন,—কিন্তু এক্ষণে চুরিবিদ্যায় তিনি সুপক্ক হইয়াছেন,—এখন সহজে তাঁহাকে ধরা কাহারই সাধ্যায়ত্ত ছিল না,—যে গৃহে জহরত তাহার বাবুর সহিত নিদ্রিত ছিল,—তিনি সেই গৃহের দিকে নিঃশব্দপদসঞ্চারে চলিলেন।

সুন্দর পালঙ্কোপরে অন্ধকারে তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে দুই ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছে,—কিন্তু তাহার মধ্যে জহরত কে তাহা তিনি অন্ধকারে স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি দক্ষিণ-হস্তে সুদৃঢ়ভাবে শাণিত ছোরা ধরিয়া দন্তে দন্ত পেশিত করিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে পা টিপিয়া-টিপিয়া পালঙ্কের নিকটস্থ হইলেন,—অন্ধকারে কিছুই ভাল দেখা যায় না। তিনি পালঙ্কের পার্শ্বে আসিয়া মস্তক নীচু করিয়া সুতীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন যে জহরত আলুথালুভাবে প্রগাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন রহিয়াছে।

"পাপিয়সী, আজ তোর শেষদিন," মনে-মনে এইরূপ বলিয়া গোবিন বাবু ছোরা উর্দ্ধে তুলিলেন,—বলিলেন, "তোকে

প্রথম খুন করে,—তারপর এই সবগুলাকে খুন কর্ব্বো—এক শালাকেও রাখ্‌ব না।”

ছোরা সবলে পড়িল,—কি এক অব্যক্ত শব্দ নিমিষের জন্য গোবিন বাবুর কর্ণে প্রবিষ্ট হইল,—কিসে যেন তাঁহার হাতও শিক্ত হইল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে তাঁহার পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার মস্তকে সবলে লগুড়াঘাত করিল,—তিনি চারিদিকে এক অভুত-পূর্ব্ব আলোক দেখিলেন,—তাহার পর কি হইল তাঁহার আর জ্ঞান নাই,—তবে জ্ঞান বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি যেন শুনিলেন কে গর্জ্জিয়া তাঁহার কানে বলিতেছে, “কর্ম্ম-বিপাক,—কর্ম্ম—বি—পা—ক !”

দ্বিতীয় খণ্ড

গুণেন বাবু

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভগ্নস্তূপে

গোবিন বাবু যেরূপ সম্মুখে ভগ্ন-দুর্গে ভগ্নস্তূপ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন,—গুণেন বাবুও ঠিক সেইরূপ অপর দিক দিয়া এই পরিত্যক্ত দুর্গ-মধ্যে আসিয়াছিলেন। তিনি যেদিক দিয়া প্রবেশ করিলেন,—সেদিকে বোধ হয় কোনদ্বার ছিল না,—অতি-সুদৃঢ়-সুউচ্চ প্রাচীর ছিল,—সেই সকল প্রাচীর এক্ষণে সমস্তই ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে! সেই সকল ভগ্ন-স্তূপের ভিতর প্রবেশ করাই কঠিন,—কারণ তাহাদের উপর বড়-বড় বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি নানা বৃক্ষ জন্মিয়া প্রায় গভীর জঙ্গলের সৃষ্টি করিয়াছে,—পরিখাটাও এদিকে বড়ই গভীর,—বোধ হয়, গুণেন বাবুকে তিনতালা সমান নীচুতে নাবিয়া যাইতে হইল। তাহার পর তিনি কষ্টে কোনরকমে উপরে উঠিয়া ভগ্নস্তূপে প্রবেশ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি চারিদিক একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন,—কোনদিকে কেহ নাই,—কেবলই

ভাঙ্গা বাড়ী,—ও আগাছার জঙ্গল। তাঁহার একটু ভয় হইল,—ভাবিলেন, "ভূতপ্রেত এখানে না থাকুক,—নানা জন্তু, জানোয়ার যে আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নিশ্চয়ই লক্ষ-লক্ষ গখুরা ও কেউটা সাপ আছে,—বিশেষ সাবধানে না গেলে সর্ব্বদাই প্রাণের আশঙ্কা,—তবে কষ্ট না হইলে এতটাকাই বা মিলিবে কেন? ভয় কি,—পকেটে পিস্তল আছে?"

গুণেন বাবু আর একবার চারিদিকে চাহিয়া হৃদয়ে সাহস বাঁধিয়া অতি-সাবধানে অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর ভগ্নস্তূপের মধ্যদিয়া কষ্টে গিয়া, তিনি একটা রাস্তার মত পথ পাইলেন, —বলিলেন, "দেখিতেছি এটা এই সহরের একটা পথ ছিল,—দেখা যাক এ পথ কতদূর গিয়াছে। তিনদিক দিয়া তারা তিনজন আস্‌চে,—শীঘ্রই তাদের সঙ্গে দেখা হবে। এ সব জায়গায় একলা কোনকাজই হইতে পারে না?"

তিনি সাবধানে চারিদিক লক্ষ্য করিতে-করিতে অগ্রসর হইলেন,—আশেপাশে চারিদিকেই ভগ্নস্তূপ,—এখানে কোন মানুষের বসবাস সম্পূর্ণই অসম্ভব! এরূপস্থানে ভূতপ্রেত আছে বলিয়া, যে লোকের বিশ্বাস হইবে,—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গুণেন বাবু বহুদূর চলিয়া গেলেন,—কিন্তু বন্ধুদিগের সাক্ষাৎ পাইলেন না। ক্রমে তিনি একটা বড় স্তূপের নিকট আসিলেন,—সেটা যে একসময়ে একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা ছিল,—তাহা বুঝিতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় না। বাড়ীটার

অনেক প্রকোষ্ঠের ছাদ পড়িয়া গিয়াছে,—অনেক গৃহের প্রাচীর ভূমিসাৎ হইয়াছে,—কিন্তু অনেকগুলি ঘর এখনও একরূপ বাসের উপযোগী আছে। গুণেন বাবু বলিলেন, "এইটাই দেখিতেছি, রাজার বাড়ী ছিল,—সুতরাং যদি মোহর থাকে, তবে এইখানেই কোনস্থানে পোতা আছে। নক্সাটা বার করে দেখা যাক্,—ততক্ষণে তারাও নিশ্চয়ই এসে পড়্‌বে,—কারণ আমি ঠিক গড়ের মাঝখানটায় এসেছি,—তারাও ঠিক এইখানে আস্‌বে। এতক্ষণ আস্‌চে না কেন,—আশ্চর্য্যের বিষয়।"

গুণেন বাবু চারিদিক দেখিয়া উচ্চৈস্বরে "রমেশ, ভবেশ, গোবিন" বলিয়া পুনঃ-পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন,—তাঁহার স্বর ভগ্ন-স্তূপ মধ্যে অভূতপূর্ব্বভাবে দূরে-দূরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কিন্তু বন্ধুদিগের মধ্যে কেহই উত্তর দিলেন না।

গুণেন বাবু একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমার গলা বোধ হয় আধক্রোশ পর্য্যন্ত গিয়াছে,—তবে তাহারা উত্তর দিতেছে না কেন? তাহারা কি অন্যদিকে গিয়া পড়িয়াছে। এইটাই যখন রাজবাড়ী তখন, তাহারা যেদিকেই যাক,—শীঘ্রই এইদিকে আসিয়া পড়িবে। নক্সাখানা দেখা যাক।

গুণেন বাবু ব্যাগ খুলিয়া নক্সা বাহির করিলেন,—তাহার পর অতি-বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "একেই বলে অদৃষ্ট,—এই তো নক্সার মত ঠিক দুটো ঘর! এই তো সরু রাস্তা। তবে আর পায় কে? নিশ্চয়ই এইখানে মোহর পোতা

আছে,—এখন কথা হচ্চে সব মোহর আমার পাওয়া উচিত কি না,—আমি মোহর খুঁজিয়া পাইয়াছি,—সুতরাং সমস্তই আমার পাওয়া উচিত,—কিন্তু একলা মাটী খুঁড়িয়া মোহর বাহির করা সম্ভব হইবে না;—সুতরাং তাদেরও চাই;—আর বকরায় প্রায় পঞ্চাশলাকটাকা হবে,—সুতরাং অধিক লোভ কিছু নয়। এখন গাধারা কোনদিকে ঘুরে মর্চ্চে,—শীঘ্র আস্চে না কেন?"

গুণেন বাবু নক্সা সাবধানে ব্যাগে বন্ধ করিয়া সেইখানে এক ইষ্টকস্তুপের উপর বসিয়া চুরুট টানিতে লাগিলেন,—তাঁহার ন্যায় সুখী আজ এ ত্রিসংসারে আর কেহ নাই। কিন্তু প্রায়-একঘণ্টা কাটিয়া গেল,—তবুও তিন বন্ধুর একজনও আসিয়া উপস্থিত হইলেন না। গুণেন বাবু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—বলিলেন, "গাধারা কোন চুলোয় গিয়ে মল্লো! কি কর্ব্বো,—ফিরে গিয়ে খবর দেব! কি যন্ত্রণায়ই পড়িলাম! কি মুস্কিল! বোধ হয় অন্য কোন্ দিকে গিয়ে পড়েছে? সকলে সৌভাগ্যবান হয় না;—এইজন্যই তো ভাবছিলাম সমস্ত মোহর আমার পাওয়াই উচিত;—এমন গাধাদের এক পয়সাও পাওয়া উচিত নয়।"

তিনি অতি-রাগত হইয়া আবার একবার বন্ধুদিগের নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন,—পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার স্বর চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল,—কিন্তু তিনি বন্ধুগণের কোন শাড়াই পাইলেন না। তখন তিনি বিরক্ত হইয়া

ফিরিলেন। স্থানটা ভাল করিয়া দেখিয়া আবার দুর্গের বাহিরের দিকে যাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন,—কিন্তু কয়েক পদ যাইতে না যাইতে সহসা পশ্চাতে কাহার পদশব্দ শুনিয়া চমকিত হইয়া ফিরিলেন,—ভাবিয়াছিলেন তাঁহারই বন্ধু-দিগের মধ্যে একজন,—কিন্তু তাহা নহে,—এ জটা-জুট-ধারী সাম্যমূর্ত্তি শ্বেত-শ্মশ্রুবিশিষ্ট এক সন্ন্যাসী!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাসী

এই জনশূন্যস্থানে সহসা এই সন্ন্যাসীমূর্ত্তি দেখিয়া গুণেন বাবু অতিশয় বিস্মিত হইলেন,—একটু ভয়ও পাইলেন,—কিন্তু কেন ভয় পাইলেন,—তাহা তিনি জানেন না। কিন্তু এখন দিন,—তাহাতে সন্ন্যাসী,—মূর্ত্তি অতি-তেজপূর্ণ সাম্যময়,—সুতরাং তাঁহার ভয় পাইবার কোনই কারণ ছিল না;—বিশেষতঃ প্রকৃত ভাল সন্ন্যাসীগণ এইরূপ জনশূন্যস্থানেই বাস করেন,—তাঁহারা লোকালয়ে থাকিতে ইচ্ছা করেন না,—এই সন্ন্যাসী যে এখানে বাস করিবেন,—তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তিনি সন্ন্যাসীকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, স্বামিজীর এইখানেই থাকা হয়?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "হা, বাবা,—আমরা সন্ন্যাসী মানুষ,—এইরূপ জনশূন্য নির্জ্জনস্থানে থাকিতেই ইচ্ছা করি। ইহাতে সুখে ভগবানের নাম করিতে পারা যায়। তবে তোমায় দেখিতেছি সংসারি লোক,—তুমি কি অভিপ্রায়ে এই দুর্গম স্থানে আসিয়াছ?"

গুণেন বাবু কি উত্তর দিবেন,—সহসা স্থির করিতে

পারিলেন না,—এই অপরিচিত সন্ন্যাসীকে কখনই মোহরের কথা বলা উচিত নহে,—তিনি ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আমরা কয়টী বন্ধুতে দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছি,—পড়ো প্রাচীন স্থানগুলি দেখিবার জন্য আমার সর্ব্বদাই বড় ইচ্ছা হয়,—তাহাই এই গড়টা দেখিতে আসিয়াছি।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আপনার অন্যান্য বন্ধুগণ কোথায় ?"

গুণেন বাবু বলিলেন, "তাঁহারাও এই গড় দেখিতে আসিয়াছেন,—অন্যদিকে আছেন।"

"তবে আপনি চীৎকার করিয়া তাঁহাদের ডাকিতেছিলেন কেন ?"

"এই—তা—তাদের এখানে আসিবার কথা ছিল,—দেখিতে না পাইয়া ডাকিতেছিলাম।"

"তাই যদি হয়,—তবে আমার আশ্রমে আসিয়া বিশ্রাম কর,—তাঁহারা এখনই আসিবেন।"

"আপনাকে কষ্ট দিব না ;—বোধ হয় তাঁহারা আর এদিকে আসিবেন না ; বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছে,—আমিই তাঁহাদের সন্ধানে যাইতেছি।"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বৎস্য সন্ন্যাসীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা কেন ?"

এই কথায় গুণেন বাবু অতি-বিস্ময়ে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিলেন। প্রবঞ্চনা,—প্রবঞ্চনা কিসের ? তবে কি এই সন্ন্যাসী যোগবলে বা অন্য কোন উপায়ে তাহাদের সকল

কথাই জানিতে পারিয়াছে? তিনি এতক্ষণ সন্ন্যাসীকে এত ভাল করিয়া দেখেন নাই,—তাই এখন তাঁহার শ্বেতশ্মশ্রু প্রায়-কোটীপর্য্যন্ত লম্বিত,—তাঁহার চক্ষে এক অভূতপূর্ব্ব তেজ,—মুখেও যেন কি এক ঐশিশক্তি বিরাজ করিতেছে! তাঁহার পরিধানে সুন্দর-গেরিকবস্ত্র,—মস্তকের জটা স্কন্ধে, বিলম্বিত। দেখিলে ভয় হয়,—ভক্তিও হয়। এরূপ যোগীপুরুষ যে সর্ব্বশক্তিতে শক্তিমান হইবেন,—তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ইনি যে যোগবলে তাঁহাদের সকল কথাই অবগত হইবেন,—তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি?

তাঁহার অতি-বিস্ময়াপন্নভাব দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস্য, তোমরা চার বন্ধুতে যে উদ্দেশে এ দুর্গমস্থানে আসিয়াছ,—তাহা আমি জানি!"

শুণেন বাবু আরও বিস্ময়ান্বিত হইয়া বিস্ফারিত নয়নে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমার আশ্রমে এস,—বোধ হয় কেবল তোমারই অদৃষ্টে সে মোহর আছে,—এস!"

শুণেন বাবু বলিয়া উঠিলেন, "কেন—কেন?——আমায়——"

সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি সবই জানি—এস আমার আশ্রমে, এখনই সকলই জানিতে পারিবে?"

শুণেন বাবু আর কোনকথা কলিলেন না,—সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহার কৌতুহল অতিশয় বৃদ্ধি

পাইয়াছিল,—সুতরাং তিনি সন্ন্যাসীর সহিত একটু সোৎসাহেই চলিলেন,—ভাবিলেন, "এখনও বেলা ঢের আছে,—তাহারাও এদিকে আসিয়া পড়িতে পারে,—আর যদি নিতান্ত না আসে,—আমার এ ভাঙ্গাবাড়ী হ'তে দিনে-দিনে ফিরে যাবার ঢের সময় হবে।

তিনি প্রথম ভাবিয়াছিলেন,—এই ভাঙ্গারাজবাড়ীটা খুব ভাঙ্গা,—বাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত আর তত বড় নহে,—কিন্তু সন্ন্যাসীর সহিত অর্দ্ধ-ভগ্ন,—প্রাচীর-বিশিষ্ট প্রাচীর-শূন্য,—ছাদযুক্ত বা ছাদশূন্য অসংখ্য প্রকোষ্ঠ উত্তীর্ণ হইয়া চলিলেন। বাড়ীটা যে এতবড় তাহা তিনি পূর্ব্বে মনে করেন নাই। তিনি কোথায় যাইতেছেন,—তাহারই স্থিরতা নাই,—বোধ হয় সন্ন্যাসী সঙ্গে করিয়া আবার এই বাড়ীর বাহিরে না আনিলে তিনি কখনই পথ চিনিয়া ফিরিতে পারিবেন না। অন্ততঃ তিনি যেখানে আসিয়া পড়িয়াছেন,—সেখানে তাঁহার বন্ধুগণ সন্ন্যাসী সঙ্গে না আনিলে কখনও উপস্থিত হইতে পারিবেন না।

তাঁহার দুই-একবার মনে হইল তাঁহার এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে আসা ভাল হয় নাই,—তবে দিনের বেলা,—পকেটে পিস্তল রহিয়াছে,—তাঁহার ভয় কি?

কিন্তু সহসা তাঁহার ভয়ের কারণ হইল,—তিনি দেখিলেন,—তিনি স্পষ্ট দেখিলেন ভয়াবহ দুই শাণিতখড়্গহস্তে দুই উলঙ্গ ভীম-মূর্ত্তি নিমেষে বায়ুবেগে এক গৃহ-মধ্যে লুক্কাইত

হইল। ভয়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল,—তবে কি এই সন্ন্যাসী একজন নরবলি-সাধক কাপালিক,—তাঁহাকে বলি দিবার জন্য তাঁহাকে ভুলাইয়া এই ভয়ানক জনশূন্য স্থানে আনিয়াছে। তাঁহার দেহের রক্ত জল হইয়া গেল,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম ছুটিল,—তিনি থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আশ্রমে

সম্মুখের একটী কথঞ্চিৎ পরিষ্কৃত প্রকোষ্ঠ দেখাইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস,—এই আমার আশ্রম,—এস!"

গুণেন বাবুর সর্ব্বাঙ্গ পাষাণে পরিণত হইয়াছিল,—তিনি কোনকথা কহিতে পারিলেন না! এখন কি করিবেন,—কি করা উচিত,—এই দুই প্রশ্ন তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি যদি ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাইতে চেষ্টা করেন,—তবে সহজে পথ চিনিয়া যাইতে পারিবেন না;—নিশ্চয়ই এই দুরাত্মাগণ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিবে,—কিন্তু তাঁহার পিস্তলে সাতটা গুলি আছে,—নিশ্চয় ইহাদের নিকট পিস্তল বা বন্দুক নাই,—সুতরাং তিনি সাত জনকে অনায়াসে ঘাল করিতে পারিবেন। পলায়ন অপেক্ষা দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করাই যুক্তিসঙ্গত,—এই ভাবিয়া তিনি সত্বর পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া দক্ষিণহস্তে তাহা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করিলেন। সন্ন্যাসীর মুখ অপর দিকে ছিল, তিনি ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই,—গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "বৎস,—এস!"

গুণেন বাবু বিকটস্বরে বলিলেন, "কিজন্য আমায় এখানে লইয়া আসিয়াছ,—না জানিলে একপাও অগ্রসর হইব না।" তাঁহার অস্পষ্ট-জড়িত-স্বরে বিস্মিত হইয়া সন্ন্যাসী তাঁহার দিকে ফিরিলেন। তাঁহার ভীতি-বিহ্বল মুখ দেখিয়া তাঁহার দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে ধীরে-ধীরে বলিলেন, "এরূপ আচরণের কারণ কি—হাতে পিস্তলই বা কেন?"

গুণেন বাবু সবেগে বলিলেন, "তুমি কাপালিক,—তুমি আমায় নরবলি দিতে এখানে আনিয়াছ। তোমার লোকে খাঁড়া হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—আমি দেখিয়াছি!"

সন্ন্যাসী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, কিন্তু গুণেন বাবু গর্জ্জিয়া বলিলেন, "দেখিতেছ, আমি নিরস্ত্র নই। এই পিস্তলে সাতটা গুলি আছে। সাত জনকে হত্যা না করিয়া প্রাণ দিব না।"

সন্ন্যাসী গম্ভীর হইলেন,—বলিলেন, "বৎস, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই তোমায় এখানে আনিয়াছি,—অনিষ্ট করিব কেন! তুমি যে দুইটী লোককে দেখিয়াছ,—তাহারা নাগাসন্ন্যাসী,—আমার চেলা!

গুণেন বাবু প্রায়-চীৎকার করিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসীর হাতে খাঁড়া কেন?"

স্বামিজী মৃদু-হাসিয়া বলিলেন, "তাহার কারণ আছে, যখন কারণ শুনিবে,—তখন আর তুমি বিস্মিত হইবে না। তোমার কোন ভয় নাই,—পিস্তল পকেটে রাখিয়া নির্ব্বিবাদে এই ঘরে আসিয়া বস!

গুণেন বাবু সন্ন্যাসীর সাম্যপূর্ণ মিষ্টকথায় ভুলিলেন না,—বলিলেন, "সকল কথা না শুনিলে আমি একপদও নড়িব না।"

স্বামিজী হত্যাশভাবে দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তবে শোন। একসময়ে এই বাড়ী এক বিস্তৃত রাজপ্রাসাদ ছিল।"

"তা জানি—তারপর।"

"অধীর হইও না। মুসলমানগণ এই গড় অধিকার করিতে আসিলে,—আমার পিতৃপুরুষ তখনকার মহারাজা——"

"আপনার পূর্ব্বপুরুষ?"

সন্ন্যাসী আবার দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন,—বলিলেন, "হায়,—যাঁহারা একসময়ে প্রবল-প্রতাপ স্বাধীন রাজা ছিলেন,—তাঁহাদের একমাত্র বংশধর আজ এই সন্ন্যাসী।

"তা হ'লে আপনি——"

"মোহরের কথা সব জানি। এস, এই দেখ,—আমার কাছেও মোহর যেখানে আছে সেইখানের নক্সা ও আমার পূর্ব্বপুরুষ মহারাজার স্বহস্তে লিখিত পত্র আছে।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী গৃহ-কোন হইতে একতাড়া পুঁথী খুলিয়া দুইখানি কাগজ বাহির করিলেন,—তৎপরে সেই দুই-খানি গুণেন বাবুর হস্তে দিয়া বলিলেন, "বৎস,—দেখ।"

গুণেন বাবু দেখিলেন,—তাঁহার ব্যাগে যে নক্সা আছে,—এ নক্সা ঠিক তাহার প্রতিলিপি। পত্রখানি মহারাজার বংশধরের জন্য লিখিত। পত্র এই:—

"আমার বংশধরের প্রতি :—

আমি বীরসিংহ রায় পাঠানের ভয়ে আমার রাজধানি ছাড়িয়া পালাইতেছি। পালাইবার সময় বিশলক্ষ আসরফি মোহর এই রাজ-বাড়ীর নিম্নে প্রোথিত করিলাম,—একথা আমার মন্ত্রী ব্যতীত আর কেহ জানে না। পাঠানেরা আমার রাজ্য লইল,—আমাদের আর কখনও এখানে আসিবার সম্ভাবনা নাই,—তবে কোন না কোন সময়ে পাঠানের রাজ্য যাইবে,—এই রাজধানী ভগ্নস্তূপ হইবে,—তখন আমার ও আমার বিশ্বস্ত মন্ত্রীর বংশধরের মধ্যে কেহ না কেহ এই পত্র ও নক্সা পাইয়া মোহর লাভ করিতে পারিবেন! মন্ত্রীর বংশধর দশ লক্ষ ও আমার বংশধর দশ লক্ষ লইবেন। তিনিও এক পত্র ও নক্সা রাখিয়া যাইতেছেন। অন্য যে কেহ লইবে,— সে নির্ব্বংশ হইবে।"

পত্রপাঠ করিয়া গুণেন বাবু একটু লজ্জিত, একটু অপ্রস্তুত হইলেন,—বলিলেন, "মাপ করিবেন,—আমি—আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম।"

সন্ন্যাসী মৃদু-হাসিয়া বলিলেন, "তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই হয় নাই,—এস,—এই আসন গ্রহণ করিয়া বসো।"

গুণেন বাবু ধীরে-ধীরে পকেটে পিস্তলটী রাখিয়া গৃহমধ্যে আসিয়া বসিলেন,—বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি এই মোহরের সন্ধানেই এখানে এসেছেন।"

স্বামিজী বলিলেন, "হাঁ,—তাহাই বটে।"

গুণেন বাবু বলিলেন, "আমাদের কথা জানিলেন কিরূপে?"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভিখারী হইয়াছিলাম বলিয়াই সন্ন্যাস লইয়া চলিয়া যাই। তাহার পর বিশ বৎসর যাবত যোগচর্চ্চা করিয়াছি,—তাহাতেই সামান্য একটু যোগশক্তি লাভ করিয়াছি। সেই শক্তির বলেই এই মোহরের কথা,—তোমাদের কথা সমস্তই অবগত হইয়াছি। এখন মোহর হস্তগত হইয়াছে—সেই মোহরই ঐ দুই নাগা সন্ন্যাসী পাহারা দিতেছে—এখন বুঝিলে বোধ হয়!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মোহর

সত্য কথা বলিতে কি গুণেন বাবুর মোহরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ ছিল,—তবে রমেশ তাঁহার প্রাণের বন্ধু,—তাহার উপর টাকার লোভ বড় লোভ,—তাহাই তিনি এই দুর্গমস্থানে আসিয়াছিলেন,—তবে মোহর যে কতদূর পাওয়া যাইবে,—সে সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ সন্দেহ ছিল,—এক্ষণে সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় অপার আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল,—তিনি আকর্ণ ওষ্ঠ বিস্তৃত করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। আড়াইলক্ষ সোণার মোহর পাওয়া সহজ কথা নহে? এ আনন্দে গুণেন বাবু কেন যে উন্মাদ হইয়া যাইতেছেন না,—তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার ভয় হইল,—এই সন্ন্যাসী মোহর-গুলা পাইয়াছে,—যে রকমস্থানে মোহর আছে বলিয়া বোধ হইতেছে,—তাহাতে তাঁহারা যে কোনকালে মোহর খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেন,—এরূপ তাঁহার মনে হয় না। সন্ন্যাসীটার যোগবল আছে,—তাহাই বাহির করিয়াছে,—অন্য কেহ পারিত না। গুণেন বাবু ভাবিলেন,—"কিন্তু এখন

দেখিতেছি দশলক্ষ নয়—বিশলক্ষ মোহর,—দশলক্ষ ইঁহার পাওয়া কর্ত্তব্য,—আমরাও তাহা চাহি না আর দশলক্ষ আমরা আমাদের কড়ার মত চার ভাগ করিয়া লইব;—তবে এই সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস কি! যদি আমাদের ফাঁকি দেয়। না,—তাহা হইলে আমার সম্মুখেই আসিত না,—গা ঢাকা দিত। এ কোটরমধ্যে আমরা কোনকালে তাঁহার সন্ধান পাইতাম না। আর দশলক্ষ মোহর কি কম। বোধ হয়, আমাদের সাহায্য ব্যতীত মোহর এখান হইতে লইয়াও যাইতে পারিত না,—তাহাই আমাদের চায়। সংসার স্বার্থময়!"

গুণেন বাবু বসিয়া মনে-মনে এই সকল চিন্তা করিতে-ছিলেন,—তিনি একবার সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার ওষ্ঠে ঈষৎ মৃদুহাস্য যেন খেলা করিতেছে। গুণেন বাবু মনে-মনে বলিলেন, "লোকটা আমায় দেখে হাস্‌ছে কেন? তবে কি মনে-মনে বদমাইশী আছে—না—এতটাকা পেলে কার না আমোদ হয়। আমার আহ্লাদে নাচ্‌তে ইচ্ছা কচ্চে।"

স্বামিজী বলিলেন, "বৎস,—তোমাদের চার বন্ধুতে যে বন্দোবস্ত হইয়াছে,—যোগবলে তাহাও আমি অবগত হইয়াছি। তোমরা ভালই বন্দোবস্ত করিয়াছ,—ইহা একজনের কাজ নয়। তোমাদের না পাইলে আমার পক্ষেও এত মোহর গোপনে এখান হইতে লইয়া যাওয়া কঠিন হইত।"

গুণেন বাবু মনে-মনে বলিলেন, "যা ভেবেছি তাই ;—সবই স্বার্থ।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "আসুন,—একবার তাঁহাদের সন্ধান করি।"

স্বামিজী বলিলেন, "এই বিস্তৃত গড়ের ভগ্নস্তূপের মধ্যে কাহাকেও খুজিয়া পাওয়া সম্ভবপর নহে গড়টা লম্বে ও দীর্ঘে প্রায় ৫।৬ ক্রোশ। যদি তাঁহারা অপরদিকে গিয়া থাকে,—তবে তাঁহাদের আমরা কোথায় পাইব।"

গুণেন বাবু বলিলেন, "তবে চলুন,—একটা কাজ করা যাক্। আমাদের কথা আছে,—আমরা সকলেই সন্ধ্যার সময় বাহিরের গাছতলায় গিয়া মিলিব। সেইখানেই আমরা আমাদের কোদাল, সাবল সব রাখিয়া আসিয়াছি। সকলেই সেইখানে যাবে,—আমরা সেখানে গেলেই সন্ধ্যার সময় দেখা পাব।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আর একটু দেখা যাক্,—এর মধ্যে যদি তাঁরা আসেন, ভালই,—না হলে আমরাই যাব। এখন বৎস,—তোমায় মোহরগুলা দেখাই—বোধ হয় এখনও তোমার অবিশ্বাস আছে!"

গুণেন বাবু মোহরগুলি দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন,—স্বচক্ষে দেখিলে আর কোনই সন্দেহ থাকিবে না,—কিন্তু তিনি কষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "সকলে একসঙ্গে দেখিলেই চলিবে।"

স্বামিজী বলিলেন, তাঁদের সকলেরই মোহরের উপর

অধিকার আছে,—যখন আসিবেন,—তখনই তাঁদের জিনিষ তাঁহারা দেখিতে পাইবেন,—এখন তুমি উপস্থিত আছ—এস, তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করি।”

গুণেন বাবু আর কোনকথা কহিলেন না,—ব্যাগ্রভাবে উঠিলেন,—সন্ন্যাসী অগ্রে-অগ্রে চলিলেন,—তিনি তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার অতি-নিকটে-নিকটে চলিলেন,—এখন এই সন্ন্যাসীটাকে তাঁহার একমুহূর্ত্ত চক্ষের আড়াল করিবার ইচ্ছা নাই।

আবার তাঁহারা অনেক দালান, প্রকোষ্ঠ ও বারান্দা উত্তীর্ণ হইয়া একটা ক্ষুদ্রগৃহে আসিলেন,—দ্বারে খড়্গাহস্তে সেই দুই উলঙ্গ নাগাসন্ন্যাসী! তাহাদের ভয়াবহ ভীমমূর্ত্তি দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু আর ভয় কি? সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল,—তাঁহারা দুইজনে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গুণেন বাবু দেখিলেন ঘরটা খোড়া হইয়াছে—নিম্নে কয়েকটা বড়-বড় পাথরের সিন্দুক,—সবগুলির ডালা খোলা,—সিন্দুকের মধ্যে সারি-সারি রৌপ্যঘড়া,—ঘড়া চকচকে উজ্জ্বল মোহরে পূর্ণ?

গুণেন বাবু জীবনে আর কখনও এ দৃশ্য দেখেন নাই,—এই সকল মোহর তাঁহার হইবে,—তিনি আজ একজন লক্ষের উপর লক্ষপতি—আনন্দে তাঁহার বোধ হইল যেন, তাঁহার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে! তিনি প্রাচীর না ধরিলে, বোধ হয় পড়িয়া যাইতেন।

স্বামিজী বলিলেন, "নামিয়া যাও,—কয়েকটা হাতে তুলিয়া লইয়া দেখ।"

গুণেন বাবু লম্ফ দিয়া নিম্নে পড়িলেন,—দুইহস্তে মুটো-মুটো মোহর তুলিয়া বালকের ন্যায় সেগুলি লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন—কতকক্ষণ তিনি কাজে নিযুক্ত ছিলেন,—তাহা তিনি জানেন না। সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমার সিকি আছে,—যত ইচ্ছা পকেটে লও।"

গুণেম বাবুর কেবলমাত্র তিনটা পকেট ছিল,—তাহারও মধ্যে একটায় পিস্তল,—তিনি তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া উন্মাদের ন্যায় তিন পকেট মোহরে পূর্ণ করিলেন,—তাহার পর চাদরে এক পোটলা বাঁধিলেন,—যত পারিলেন কোচড়েও লইলেন। ধন, ধন ধনের অতুল মহিমা!

এইসময়ে স্বামিজী বলিলেন, "বৎস, সন্ধ্যা হইল—আইস।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বকরা

বাহিরে আসিয়া গুণেন বাবু দেখিলেন,—রাত্রি হইয়াছে,—বেশ চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। কিরূপে এত শীঘ্র সময় কাটিয়া গেল, তাহা তিনি জানেন না। মোহর দেখিয়া তিনি জগৎসংসার বিস্মৃত হইয়াছিলেন,—তাঁহার কোন জ্ঞান-চৈতন্য ছিল না। এখন বন্ধুদিগের কথা স্মরণ হইল,—তিনি বলিলেন,—"এইবার তা হ'লে বন্ধুদের সন্ধানে যাওয়া যাক্! আপনি পথ না দেখাইয়া দিলে, আমি কিছুতেই এ ভগ্নস্তূপ হই'তে বাহির হইতে পারিব না।"

সন্ন্যাসী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তাই তো রাত হইয়া পড়িয়াছে,—বৎস,—তুমি মোহরের ঘরে অনেক রাত করিয়া ফেলিয়াছ,—আমিও এস্থানে নূতন আসিয়াছি,—আমার কাছেও সব অপরিচিত,—তাহার উপর, এই ভগ্নস্তূপ লক্ষ লক্ষ সর্পে পূর্ণ,—এ অন্ধকারে একপদ নড়িলে প্রাণের আশঙ্কা আছে।"

গুণেন বাবু এ কথার অনুমোদন করিতে বাধ্য হইলেন,—বলিলেন, "তাহা হইলে উপায়?"

স্বামিজী বলিলেন, "তাঁহারা যখন কেহই এদিকে আসিলেন না,—তখন নিশ্চয়ই অন্যদিকে গিয়া পড়িয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই বাহিরে গাছতলায় গিয়াছেন;—কাল ফর্সা হইলেই আমরা তাঁহাদের সন্ধানে যাইব। কাল নিশ্চয়ই দেখা হইবে। আজ বৎস,—এই আমার ক্ষুদ্র আশ্রমেই থাক,—যাহা কিছু আহারীয় সন্ন্যাসীর আছে,—তাহাই কয়-জনে ভাগ করিয়া খাইব। আর এ কষ্ট বেশীদিন নয়।"

এত টাকা পাইলে কি-কি বাবুগিরি করিবেন—গুণেন বাবু মনে-মনে তাহাই ভাবিতেছিলেন,—আনন্দে হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "তাতো বটেই—তাতো বটেই।"

উভয়ে সন্ন্যাসীগৃহে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। সন্ন্যাসী নিজ থলি হইতে একটা বাতি জ্বালিয়া বলিলেন, "আমার চেলারা যাহা পারে আহারাদির জোগাড় করিবে,—আর কষ্ট দুই-একদিনের জন্য?"

গুণেন বাবু আর বড় একটা সন্ন্যাসীর কথায় কান দিতে-ছিলেন না,—মনে-মনে শত-সহস্র আকাশ-কুসুম গড়িতে-ছিলেন, ভাঙ্গিতেছিলেন,—এত টাকা সহসা একদিনে লাভ হইলে, লোকে পাগল হইয়া যায়, গুণেন বাবু তাহা হন নাই,—ইহাই আশ্চর্য্য। তাঁহার উপর লোভ তাঁহার কানে কানে ধীরে-ধীরে বলিতেছিল, "এই সন্ন্যাসী তাঁহাদের মোহর না দেখাইলে,—তাঁহারা সহস্র চেষ্টায়ও মোহর পাইবে না! আমি গায়ে পড়িয়া কেন তাঁহাদিগকে বলিয়া দি! দুই-চারি

দিন চেষ্টা করিয়া নিশ্চয়ই তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে,—তখন আমি একলাই দশলক্ষ মোহর পাইব। তাহার পর কলিকাতায় গিয়া দেখা যাইবে,—কাহাকে কি দেওয়া উচিত বা অনুচিত। এই সন্ন্যাসী বেটাকে বলা যাবে—আমি কলিকাতায় গিয়ে তাঁদের বকরা বুঝিয়ে দেব।"

এইসময়ে সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস,—একটা কথা বলিব কি?"

গুণেন বাবু অন্যমনস্ক ছিলেন,—চমকিত হইয়া সন্ন্যাসীর দিকে চাহিলেন,—তৎপরে বলিলেন, "কি বলিতে চাহেন,—আজ্ঞা করুন।"

স্বামিজী বলিলেন, "মোহর যোগবলে আমি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি,—আমি না দিলে এ মোহর কেহই পাইবে না,—তাই বলি আর দশজনকে ইহার মধ্যে আনিয়া ফল কি?"

গুণেন বাবু অতি-বিস্ময়ে আকর্ণ-বিস্ফারিত নয়নে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কথাটা বুঝ্‌তে পাচ্ছ না।"

গুণেন বাবু বলিলেন, "না—আপনি কি বলিতেছেন,—বুঝিতে পারিতেছি না।"

"তবে স্পষ্ট করেই বলি। তোমার বন্ধুরা কোন জন্মে মোহর খুঁজিয়া পাইবে না,—সুতরাং তাঁহাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে। তোমাকেও আমি মোহর না দিলে পাইবে না—নয় কি?"

গুণেন বাবু মস্তক কণ্ডুয়নপর হইয়া বলিলেন, "আপনি সাধু লোক, এ অন্যায় করিবেন না।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "টাকা-কড়ি সম্বন্ধে ন্যায় অন্যায় নাই;— তবে তাঁহারা কিছুই করিলেন না,—তাঁহারা মোহর পাইবেন কেন?"

গুণেন বাবু সোৎসাহে বলিলেন, "এ কথা আপনি বলিতে পারেন। হয় তো ভাঙ্গাবাড়ী, জঙ্গল, পড়োঘর,—আর তার মধ্যে শত-শত কাল সাপ,—এ ভয়ে তাঁরা কেউই সাহস করে এ গড়ে এক পা'ও আসেন নি,—ফিরে গেছেন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "নিশ্চয়ই তাই,—যদি তাঁরা ভয়ে না পালাইতেন,—তাহা হইলে নিশ্চয়ই এখানে আসিতেন। তাঁহাদের কাহারই এ মোহর পাওয়া উচিত নয়।"

গুণেন বাবু অনুনয় স্বরে বলিলেন, "দেখুন আমি প্রাণের মায়া ছেড়ে কত কষ্টে এই গড়ে এসেছি। আপনার সঙ্গে দেখা না হ'লেও আমি মোহর পেতাম।

"কতকটা ঠিক,—এস বকরা করা যাক। তুমি আড়াই লাক মোহর পেতে,—পাঁচ-লাক নিয়ে চলে যাও,—বন্ধুদের কিছু বল না,—আমি পনর-লাক পেলেই সন্তুষ্ট থাকিব।"

সন্ন্যাসী কি তাঁহার মন পরীক্ষা করিতেছেন,—তিনি দুই-তিনবার সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিলেন,—কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তবে এই সন্ন্যাসী যে ভাল লোক নয়,—তাহা তাঁহার এই প্রস্তাবেই বেশ

বুঝিতে পারা যাইতেছে! লোকটা সবই লইতে পারে,—পাঁচ লাকই বা আমাকে দিতেছে কেন?

স্বামিজী বোধ হয় তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন,—তাহাই বলিলেন, "তোমার যে পাঁচ-লাক অর্থাৎ মন্ত্রীর অংশের অর্দ্ধেক দিতে চাহিতেছি তাহারও একটা কারণ আছে,—আমার পূর্ব্বপুরুষ মহারাজারই সব টাকা,—তবে তিনি অর্দ্ধেক তাঁহার মন্ত্রীর বংশধরকে দিয়া গিয়াছেন,—সঙ্গে-সঙ্গে শাঁপও আছে,—এই শাপের ভয়ে তোমায় পাঁচ-লাক দিতে ইচ্ছা করিতেছি।"

গুণেন বাবু বলিলেন, "আমায় কেন, আমি মন্ত্রীর বংশধর নই।"

স্বামিজী বলিলেন, "যোগবলে জানিয়াছি,—তুমিই আমাদের বংশের মন্ত্রীর বংশধর,—রমেশ নয়। সে তোমার কাগজ নক্সা চুরি করিয়া তোমায় ঠকাইতেছে!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুইজনে।

গুণেন বাবু সন্ন্যাসীর এই কথা শুনিয়া যেরূপ বিস্মিত হইলেন,—জীবনে বোধ হয়, তিনি তেমন আর কখন হন নাই। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি—কি?"

সন্ন্যাসী অতি-গম্ভীরে বলিলেন, "আমি যাহা বলিতেছি তাহাই ঠিক। যোগবলে আমি সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। রমেশ ও ভবেশ দুইজনে ভিতরে-ভিতরে পরামর্শ করিয়া তোমায় এই রকমে ঠকাইতেছে। তোমার নিকটে তোমার পূর্ব্ব পুরুষের কথা গোপন করিয়া তোমায় সামান্য সিকি দিয়া বাকি সবই নিজেরা লইতেছে। অভিসম্পাতের ভয় না থাকিলে তাহাও দিত না।"

গুণেন বন্ধুদিগের অংশ বন্ধুদিগকে দিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। তাঁহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিবার তাঁহার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না,—কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে এই সমস্ত মোহরই তাঁহার,—রমেশ ও ভবেশ ভিতরে-ভিতরে সমস্ত জানিয়া তাঁহাকে ঠকাইতেছে,—তখন তিনি ক্রোধে উন্মত্তপ্রায়

হইলেন,—মনে-মনে বলিলেন, "ভগবান তো আছেন,—তাহাই তিনি এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়াছেন,—আমি তাঁহাদিগকে একপয়সাও দিতেছি না। তবে এই সন্ন্যাসীটাও ভাল নয়,—আমায় সমস্তই ফাঁকি দিত ;—রমেশ ও ভবেশ যেমন অভিসম্পাতের ভয়ে সিকি দিতেছিল,—এত সেই অভিসম্পাতের ভয়ে অর্দ্ধেক দিতেছে,—নতুবা একপয়সাও দিত না। এখন কি করা উচিত ?"

"কি করা উচিত,—গুণেন বাবু কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। ইহারা তিনজন আছে,—তিনি একলা,—সহসা তাঁহার পিস্তলটার কথা স্মরণ হইল,—তিনি সত্বর পকেটে হাত দিলেন,—পকেটে পিস্তল নাই। তখন তাঁহার মনে হইল,—পকেটে মোহর বোঝাই করিবার আনন্দে তিনি পিস্তলের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন,—কোথায় সেইখানে ফেলিয়া দিয়াছিলেন,—তাহা তাঁহার মনে নাই। এই তিন বদমাইসকে শাসনে রাখিতে হইলে সেই পিস্তলই একমাত্র ভরসা,—কিন্তু এখন নিশ্চয়ই সে পিস্তল তিনি আর পাইবেন না। তাহার কথা তুলিলে এই ভণ্ড সন্ন্যাসীর মনে কেবল সন্দেহ জাগরুক করা হইবে মাত্র! এই জনশূন্যস্থানে ইহারা তাঁহাকে হত্যা করিয়া পুঁতিয়া ফেলিলে তাঁহার মৃত্যুরহস্য এ জগতে কেহই জানিতে পারিবে না। এখন কোন কৌশলে ইহাদের নিকট হইতে মোহরগুলি লইয়া সরিয়া পড়িতে পারিলেই যথেষ্ট।"

তিনি বহুক্ষণ কোনকথা কহিলেন না দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস! কি স্থির করিলে? আমার কথায় সম্মত আছ কি?"

গুণেন বাবু যথাসাধ্য গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আপনিই বলিতেছেন যে দশ-লক্ষমোহর আপনার পূর্ব্বপুরুষ মহারাজা আমার পূর্ব্বপুরুষ মন্ত্রীকে দিয়া গিয়াছিলেন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

গুণেন বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "তা যদি হয়,—তাহা হইলে দশ-লক্ষমোহরই আমার।"

"নিশ্চয়ই——এর একটাও তোমার বন্ধুদের পাইবার অধিকার নাই।"

"এস্থলে আপনার কি ইহার অর্দ্ধেক লওয়া উচিত হইতেছে?"

"আমি অনেক কষ্টে মোহর খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি,—আমি এত কষ্ট না করিলে, তুমি ইহার একটাও পাইতে না,—এইজন্য অর্দ্ধেক লইতেছি। ইহা কি ন্যায়সঙ্গত নয়?"

"আপনার পরিশ্রমের জন্য এক-লক্ষমোহর দিতেছি।"

"অর্দ্ধেকের একপয়সা কমে রাজি নই।"

"যদি আমি আপনাকে না দি।"

"আমি তোমায় একপয়সা না দিয়া, এখান হইতে দূর করিয়া দিতে পারিতাম,—কিন্তু তাহা হইলে আমি জানি তুমি প্রথমেই পুলিশে গিয়া সংবাদ দিবে। এইজন্য

তোমায় বলি দিয়া, তোমার দেহ এইখানে পুতিয়া রাখিব।”

গুণের বাবুর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তিনি মনে-মনে যাহা ভাবিয়াছিলেন,—এই দুর্ব্বৃত্ত তাহা স্পষ্টই প্রকাশ্যে বলিল? সে, যে তাঁহাকে অনায়াসে হত্যা করিতে পারে,—সে বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ইহার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ব্যতীত আর তাঁহার দ্বি-উপায় ছিল না। তিনি বিষন্নস্বরে বলিলেন, “এ অবস্থায় আপনার প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই আমার কর্ত্তব্য।”

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “অনেক পরিশ্রম ও অনেক কষ্ট করিয়াছি,—তাহাই অর্দ্ধেক লইতেছি,—নতুবা কিছুই লইতাম না।”

গুণেন বাবু বলিলেন, “আপনার সাহায্য ব্যতীত যখন আমি একপয়সাও পাইতাম না—তখন আপনাকে অর্দ্ধেক দিতে আমার কোন আপত্তি নাই। যদি আমরা নিজেরা কোন-রূপে মোহর বাহির করিতে পারিতাম,—তাহা হইলেও আমি সিকির অধিক পাইতাম না। এখন তো অর্দ্ধেক পাইতেছি?”

স্বামিজী হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, “অনেক লাভ। তুমি আজ ক্রোড়পতি হইলে?—এখন এস একটু আমোদ করা যাক্!”

“ক্রোড়পতি” এই ধ্বনি অজস্র আনন্দ বৃদ্ধি করিয়া চারিদিক হইতে তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল। ক্রোড়পতি,—

ইহাও কি সম্ভব? একবার কোন গতিকে মোহরগুলি কলিকাতায় লইয়া ফেলিতে পারিলে,—তখন দেখা যাইবে বাবুগিরি কাকে বলে—গোলাপ জলে স্নান,—মুক্তা দিয়া পান প্রভৃতি। এইরূপ চিন্তায় গুণেন বাবু আনন্দে বিভোর হইয়াছিলেন,—অর্দ্ধেক গেল ইহাতে মনে একটু দুখের সঞ্চার হইতেছিল,—কিন্তু সে নিমিষের জন্য,—তিনি আজ সম্পূর্ণ মাতুয়ারা হইয়া গিয়াছেন।

সন্ন্যাসী আবার বলিলেন, "আহারের এখনও অনেক বিলম্ব আছে,—এস একটু খেলা করে সময়টা কাটিয়ে দেওয়া যাক্!"

এতক্ষণ সন্ন্যাসীর কথা তাঁহার কর্ণে যায় নাই;—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ছিল না;—এক্ষণে তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "কি খেলা।"

স্বামিজী বলিলেন, "প্রমারা!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রেমারা।

গুণেন বাবু প্রেমারায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে প্রেমারা খেলায় তাঁহার জুড়িদার কলিকাতায় কেহ ছিল না। নানা দেশ দেশান্তর হইতে অনেক বড়-বড় খেলোয়াড় আসিয়াছে,—কিন্তু কেহ কখন গুণেন বাবুকে হারাইতে পারে নাই। বলিতে কি এই প্রেমারাই কলিকাতা সহরে তাঁহাকে সম্ভ্রান্তভাবে রাখিতেছে,—প্রেমারা না থাকিলে গুণেন বাবু পথের ভিক্ষারি হইতেন।—সুতরাং প্রেমারার কথা সন্ন্যাসী বলিবামাত্র বিদ্যুতবেগে তাঁহার মনে একটী কথা উদিত হইল। প্রেমারায় তাঁহাকে হারাইবার সাধ্য কাহারও নাই। তাঁহার ন্যায্য মোহর তিনি কেন না খেলায় জিতিয়া এই সন্ন্যাসীর নিকট হইতে লইবেন? তিনি সোৎসাহে বলিলেন, "আপনি প্রেমারা খেলিতে জানেন?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "সামান্য,—ভাল জানি না। কখনও খেলাধুলা করি নাই,—কেবলই যোগচর্চ্চা করিয়াছি,—তবে একসময়ে কাশীতে প্রেমারা খেলাটা শিখিয়াছিলাম,—তাই একটু একটু জানি, আর কোন খেলাই জানি না।"

গুণেন বাবু মনে-মনে মহা সন্তুষ্ট হইলেন,—তবে আর ভয় কি? বেটার কাছ থেকে সব মোহর জিতে নেব,—এই ভাবিয়া তিনি মনের প্রবল-বেগ সমিত করিয়া বলিলেন, "তা আমার আপত্তি নাই—বলিতেছেন আহারের এখনও বিলম্ব আছে।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "হাঁ বিলম্ব আছে।" তাহার পর তাঁহার থলি হইতে এক জোড়া তাস বাহির করিয়া হাসিতে-হাসিতে উপহাস-স্বরে বলিলেন, "আমি ভাল খেলিতে জানি না,—দেখিবেন আমার সব মোহর যেন জিতিয়া লইবেন না।"

গুণেন বাবুও হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "কাঁচা খেলোয়াড়ের মুখে এ সকল কথা বাহির হয় না। আমিও ভাল খেলিতে জানি না!"

গুণেন বাবুর মস্তিষ্ক-মধ্যে অগ্নি যেন ঘূর্ণিপাকে ঘুরিতেছিল,—তিনি মনে-মনে সহস্র মতলব আঁটিতেছিলেন। স্বামিজী তাঁহার হাতে তাস দিয়া বলিলেন, "ভাল করে দেখ,—জাল জুয়াচুরি কিছু নাই।"

গুণেন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার কাছে তাহার সম্ভাবনা কোথায়।" তিনি যেন অযত্নভাবে তাস জোড়া দেখিলেন,—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে,—তিনি এ খেলায় অদ্বিতীয় ছিলেন, একদৃষ্টিতেই তিনি বুঝিলেন যে, সে তাসে কোনরূপ কারচুপী নাই!

তাস ফিরাইয়া দিয়া গুণেন বাবু বলিলেন, "খেলা আরম্ভের পূর্ব্বে আমার দুই-একটা কথা বলিবার আছে।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বল শুনি।"

গুণেন বাবু বলিলেন, "খেলা কতদূর হইবে?"

তাঁহার কথায় প্রতিবন্ধক দিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "যতক্ষণ আমাদের দুইজনের মধ্যে একজনের আর একপয়সাও থাকিবে না।"

"তাহা হইলে আপনার পনর-লক্ষ ও আমার পাঁচ-লক্ষ লইয়া খেলা?"

"হাঁ,—তাহাই। কিছুতেই আপত্তি নাই। যদি সব হারিয়া যাই,—তবে যে সন্ন্যাসী ছিলাম, সেই সন্ন্যাসীই থাকিব।"

গুণেন বাবু মনে-মনে বলিলেন, "দেখিতেছি বেটা আমার চেয়েও জুয়াড়ী। খুব সাবধানে খেলিতে হইবে। মনে করিয়াছে আমার পাঁচ-লাকও জিতিয়া লইবে,—তাহা হইলে আর অভিসম্পাতের ভয় থাকিবে না—এখনও গুণেন মেয়াকে চিনেন নাই।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমিও শূন্যহাতে আসিয়াছিলাম,—না হয় শূন্যহাতে যাইব। কিন্তু আমার একটা কথা আছে।"

"পিস্তলটা আমার আছে,—না আপনার হইয়াছে?"

"তুমি ফেলিয়া দিয়াছিলে,—আমার লোকে কুড়াইয়া পাইয়াছে,—সে এখন আমার।"

"বেশ,—সেই পিস্তলটা আপনাকে প্রথম ধরিতে হইবে। আমি জিতি পিস্তল আমার হইবে,—আর হারি এক-হাজার মোহর আপনার হইবে।"

"বেশ সম্মত।"

"তাহার পর আপনাকে আপনার দুইচেলা ধরিতে হইবে। যদি আমি হারি দুইজনের জন্য দুই-হাজার মোহর দিব,—আর যদি জিতি তবে ঐ দুইচেলা আমার গোলাম হইবে। আমি একলা এখান হইতে লইয়া যাইতে পারিব না।"

"যদিও এটা ভাল কাজ নয়,—তবুও খেলার খাতিরে ইহাও স্বীকার করিলাম।"

পিস্তল ও লোক দুইটাকে গুণেন বাবুর প্রথম হস্তগত করিবার মতলব সন্ন্যাসী যে বুঝিলেন না তাহা নহে। তবে তিনি মনের ভাব বিন্দুমাত্র প্রকাশ করিলেন না। খেলা আরম্ভ করিলেন।

গুণেন বাবু জিতিলেন। মনে-মনে বলিলেন, "বেটার বিশ্বাস যে নিজে খুব খেলোয়াড়! তবে মন্দ খেলে না,—তাহাও ঠিক,—কিন্তু প্রেমারায় গুণেন মিঞার সমকক্ষ কেউ যে আর কোথায়ও নাই,—তা কর্ত্তা জানেন না।"

সন্ন্যাসী তাহার চেলাকে ডাকিয়া গুণেন বাবুকে পিস্তল দিতে বলিলেন,—গুণেন পিস্তল পাইয়া তাহা অতি-সাবধানে পকেটে রাখিলেন। তখন সন্ন্যাসী চেলা দুইজনকে ডাকিয়া

বলিলেন, "দেখ ইহার অনুরোধে আমি তোমাদের দুইজনকে বাজি ধরিতেছি। তোমাদের কোন আপত্তি আছে?"

তাহারা জোড়হস্তে বলিল, "এ অধীনদের প্রভুই সব,—আপনি যাহা হুকুম করিবেন, আমরা তাহাই করিব।"

"যাও বসো ঐ পাশে।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী খেলা আরম্ভ করিলেন। এবারও গুণেন বাবু জিতিলেন;—সন্ন্যাসী তাহাদিগের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদের হারিয়াছি,—আজ হইতে ইনি তোমাদের প্রভু,—তোমরা ইঁহার গোলাম।"

তাহারা জোড়হস্তে কাতরে বলিল, "প্রভুর যাহা ইচ্ছা। আমরা ইঁহার গোলাম।"

গুণেন বাবু তাহাদের হুকুম করিলেন, "যা ঐ দিকে গিয়ে চুপ করে বসে থাক্,—যখন যা হুকুম কর্ব্বো করিস।"

তাহারা বিনয়পূর্ণ স্বরে বলিল, "তাহাই কর্ব্বো হুজুর।"

গুণেন বাবু সন্ন্যাসীকে বলিলেন, "খুচরা কম মোহর ধরে কোন লাভ নাই,—কত কালে খেলা শেষ হবে। এক লাক করে ধরা যাক।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, আমার আপত্তি নাই। না হয় যে ভিখারী ছিলাম,—সেই ভিখারীই হইব। টাকার উপর আমার বিন্দুমাত্র মমতা নাই!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কৰ্ম্ম-বিপাক

গুণেন বাবু ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাকে জন্ম-জুয়াড়ী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,—জুয়ার নামে তাঁহার অন্য-জ্ঞান থাকিত না,—আজ তো এ খেলা ভয়াবহ খেলা! কোটী টাকা লইয়া খেলা। এক ভয়ানক বদমাইসের সঙ্গে যুদ্ধ,—আজ তিনি উত্তেজিত,—কিন্তু উত্তেজনায় মন বিচলিত হইলে তিনি হারিতে পারেন,—এইজন্য তিনি অতি-কষ্টে আত্মসংযম করিয়া রহিলেন। খেলা চলিল। তিনি সন্ন্যাসীর খেলা এখন দেখিয়াছেন,—মনে-মনে বলিলেন, "না,—তেমন খেলোয়াড় নয়। ইহার সাধ্য নাই যে এ আমায় হারায়,—দেখিতেছি অতি-সহজেই ইহার পনর-লাকমোহর ত জিতিয়া লইতে পারিব। আর ভয় কি? পিস্তলটাও পকেটে আছে,—আর এই যমদূত দু'শালা আমার চাকর হ'য়েছে!"

খেলা চলিল। আবার গুণেন বাবু জিতিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "মোহর তুমি সচক্ষে দেখিয়াছ,—সুতরাং আর এখানে টানিয়া আনিবার আবশ্যক নাই। আমার পনর-লাক হইতে তোমার এক লাক হইল।"

গুণেন বাবু কথা কহিলেন না। খেলা চলিল, চারিবারে গুণেন বাবু চারলাক জিতিয়া লইলেন। তাঁহার দশলক্ষ পূর্ণ হইল, বলিলেন, "আর খেলিতে ইচ্ছা করেন কি?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "পূর্ব্বেই কথা হইয়াছে শেষপর্য্যন্ত খেলা চলিবে!"

"তবে আর লাক-লাক ধরিয়া সময় নষ্ট করিয়া লাভ কি? একেবারে পাঁচলাক ধরিলাম।"

"বেশ তাহাই—খেলা চলুক!"

এবারও গুণেন বাবুর জিত হইল। তিনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুইজানুতে দুইহস্তে সবলে চপেটাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সাবাস্—গুণেনচন্দ্র কখন হারেন না। বাবাজীর আরও কি খেলবার ইচ্ছে আছে?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "শেষপর্য্যন্ত খেলা হবে।"

"তবে এই আবার পাঁচলাক! এটা গেলেই তো মিটে যায়।" এই বলিয়া গুণেন বাবু সগর্ব্বে খেলা আরম্ভ করিলেন তাঁহার উৎসাহ, তেজ ও আনন্দের বর্ণনা হয় না।

এ কি হইল? এবার তিনি হারিলেন! গুণেন বাবুর মুখ শুখাইয়া গেল,—কিন্তু সে নিমিষের জন্য,—মনে-মনে বলিলেন, "কেমন আনন্দে অসাবধান হইয়া পড়িয়াছিলাম,—আর এ রকম হইতেছে না! এই একবারেই সব জিতে নিচ্চি।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি ভিখিরীমানুষ—না হয় ভিখিরীই থাকিব। এই দশলাকই একেবারে ধরিলাম।"

গুণেন বাবু কোনকথা কহিলেন না,—দন্তে দন্ত পেষিত করিয়া খেলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার চক্ষুদুইটা যেন ঠিকরিয়া তাসে আসিয়া পড়িয়াছে,—তাঁহার নিশ্বাস আর বহিতেছে না—তাঁহার প্রাণ-মন তাসে নিমগ্ন,—তিনি অতি-সাবধানে তাঁহার সর্ব্বশক্তিসহকারে খেলিতেছেন,—কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী চিরকাল সুপ্রসন্ন থাকেন না,—গুণেন বাবু হারিলেন। তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিলেন,—তাঁহার বোধ হইল, সহসা তাঁহার মস্তকে কে সবলে লগুড়াঘাত করিল।

সন্ন্যাসী তাস ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "যেমন শূন্যহস্তে আসিয়াছিলে,—তেমনই শূন্যহস্তে দেশে যাও,—আমার অপরাধ নাই। ভাগ্যলক্ষ্মী তোমার উপর বিরূপ আমি করিব কি ?"

গুণেন বাবু উন্মাদ হইয়াছিলেন,—সকলেই তাঁহার অবস্থায় পড়িলে উন্মাদ হইত। এই অগণিত মোহর হাতে পাইয়া তাহা গেল,—এই বড়লোক হইয়াও আবার একমুহূর্ত্তে যে দরিদ্র সেই দরিদ্র! গুণেন বাবুর মস্তিষ্কে আগুণ ধু-ধু করিয়া জ্বলিতেছে! তাঁহার শিরায়-শিরায় বিদ্যুত ছুটিয়াছে,—তিনি আত্মহারা হইয়াছেন। তিনি সন্ন্যাসীর হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া গর্জ্জিয়া বলিলেন, "না—খেলা চলিবে। এবার আমি আমাকে ধরিব। একদিকে আমি আর অপরদিকে তোমার বিশলাক মোহর।"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "তোমার দাম কি বিশলক্ষ মোহর ?"

গুণেন বাবুর দুইচক্ষু লাল,—তাহা হইতে অগ্নি উদ্গিরীত হইতেছে,—তিনি গর্জ্জিয়া বলিলেন, "খেল—খেল !"

সন্ন্যাসী ধীরে-ধীরে বলিলেন, "ভাগ্যলক্ষ্মী তোমার দিকে আর নাই—আর খেলিও না।"

তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া গুণেন বাবু গর্জ্জিলেন, "খেল—খেল !" সন্ন্যাসী নীরবে খেলা আরম্ভ করিলেন।

গুণেন বাবু হারিলেন। তাঁহার দেহ, মন, মস্তিষ্ক সকলই সহসা পাষাণে পরিণত হইল,—তিনি স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার চেলাদিগের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমাদের মেথরের অভাবে বড়ই কষ্ট হইতেছিল,—ভালই হইল। এই লোকটাকে সেই কাজে নিযুক্ত কর। বেটা ভারি জুয়াড়ী,—দেখ যেন কোনমতে পালাতে না পারে। পায় বেড়ি ও গলায় মোটা লোহার শিকল লাগাইয়া দেও,—কাজ না করিলেই কোড়া,—কোড়া—কেবলই কোড়া !"

এই ভয়াবহ কথা শুনিয়া গুণেন বাবু ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন,—কাতরে বলিলেন, "হা ভগবান,—আমার অদৃষ্টে এই লিখেছিলে,—কেন মর্ত্তে টাকার লোভে এ দুর্গম জায়গায় এসেছিলাম !" তিনি কপালে করাঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "হায়,—এ আমার কি হোল ?"

সন্ন্যাসী হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "বাপু কর্ত্তে এসেছিলে এক—হোল এক,—একেই বলে **কর্ম্ম-বিপাক**। টাকার বড় লোভ না,—বেটা জুয়াড়ী—নে যা বেটাকে গলাধাক্কা দিতে দিতে!"

দুই ভীমমূর্ত্তি পদাঘাত করিতে-করিতে তাঁহাকে লইয়া চলিল,—হতভাগ্য শুণেন বাবু ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

তৃতীয় খণ্ড

রমেশ বাবু ও ভবেশ বাবু

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুইবন্ধু

গাছতলায় প্রথম রমেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি গড়ের ভিতর অনেকস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু কোন্‌টী রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ তাহা তিনি স্থির করিতে পারেন নাই। কোনবাড়ীই নকসার সহিত মিলে না—সন্ধ্যাপর্য্যন্ত ঘুরিয়া-ঘুরিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তিনি সে দিনের মত হতাশ হইয়া বৃক্ষতলে প্রত্যাগমন করিলেন। তখনও তাঁহার কোনবন্ধুও প্রত্যাবৃত্ত হন নাই।—গাছের নিচে তাঁহাদের সাবল কোদাল পড়িয়া আছে, জনপ্রাণীর চিহ্নও কোথায়ও নাই। গড়ের মধ্যেও তিনি জনমানবের চিহ্ন দেখিতে পান নাই। তিনি গড়ের মধ্যে অনেকদূর ঘুরিয়াছিলেন,—তাঁহার বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায়, তিনি একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভাবিলেন গড়টা ছোট নহে, বোধ হয় তাঁহারা অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার সঙ্গে

দেখা হয় নাই। তবে হয়তো তাঁহাদের মধ্যে কেহ না কেহ যায়গাটা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিয়াছে,—যে হয় কেহ বাহির করিলেই হইল। কাজ লইয়া কথা। এই সকল ভাবিতে-ভাবিতে রমেশ বাবু গাছতলায় আসিয়া বসিলেন, তিনি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঘুরিয়া-ঘুরিয়া পায়ও নিদারুন বেদনা হইয়াছিল। ঘাসের উপর শুইয়া পড়িলেন।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক আবরিত হইতে লাগিল, প্রায়-অর্দ্ধঘটিকা হইল তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুদিগের কোন সংবাদ নাই। তিনি একটু চিন্তিত হইলেন, মনে-মনে বলিলেন, "অন্ধকার হয়ে গেল, এখনও ফিরিতেছে না কেন? গড়টায় নিশ্চয়ই অনেক সাপ আছে, হিংস্রজন্তু থাকাও বিচিত্র নয়;—চিরকালই গাধা!

তিনি আরও অর্দ্ধঘণ্টা অপেক্ষা করিলেন। ক্রমে চারিদিক সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া গেল! এই জন-শূন্যস্থানে অন্ধকারে একাকী থাকা বড় সুখকর নহে;—তিনি প্রকৃতই অস্থির হইয়া উঠিলেন,—উঠিয়া পদচারণ করিতে লাগিলেন। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি এখনও গ্রামে ফিরিয়া যাইতে পারেন,—কিন্তু বন্ধুদিগকে ফেলিয়া যাইতে তিনি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক, অথচ এখানে একাকী থাকা নিরাপদ নহে,—সাপ আছে, বাঘভাল্লুকও থাকিতে পারে,—ভূত! ভূতপ্রেত রমেশ বাবু মানিতেন না,—কিন্তু এ প্রদেশের সকলেই বলে এই ভগ্নাবশেষ গড়ে ভূতের দৌরাত্ম্য আছে,—

রমেশ বাবুর গাটা যেন কেমন ঝম্-ঝম করিয়া উঠিল! তিনি একবার পকেটের পিস্তলটা হাত দিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। এইসময় সহসা নিকটে কাহার পদশব্দ হইল,—প্রকৃতই রমেশ বাবু ভয় পাইলেন,—কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে—কে আসে?"

অন্ধকার হইতে উত্তর হইল, "ভয় নাই,—আমি!" গলার স্বরে বুঝিলেন ভবেশ, তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন,—যাহা হউক, একজনও তো এসেছে! আর দুজনও এখনই আস্‌বে। সেই দুই অভাগার অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছে, তাহা তিনি স্বপ্নেও একবার ভাবিলেন না।

ভবেশ নিকটে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত্রি! ব্যাপার কি?"

ভবেশ বলিলেন, "পথভুলে অন্যদিকে গিয়ে পড়েছিলাম। তারা কই?"

"কই এখনও তো ফেরে নি?"

"ফেরে নি? সে কি! এই অন্ধকারে সেখানে যদি থাকে তবে সাপে খেয়েছে!"

"বোধ হয় তাঁদেরও তোমার দশা হয়েছে—পথ ভুলে কোনদিকে চলে গেছে।"

"তেবান্তর মাঠ—পথ চেনা ভার, আমি অনেককষ্টে গাছটা খুঁজে পেয়েছি।"

"তারাও নিশ্চয় এখনই ফির্‌বে।"

"না ফিল্লে আর কর্ব্বে কি ? আঃ। কি ক্লান্তই হয়েছি ?

এই বলিয়া ভবেশ বাবু বসিয়া পড়িলেন। রমেশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাজ কিছু কর্ত্তে পার্ল্লে ?"

ভবেশ হতাশ বিষণ্ণস্বরে বলিলেন, "কিছু না,—অনেক ঘুরলেম,—কিন্তু আমাদের নক্সার সঙ্গে মেলে, এমন বাড়ী তো একটাও দেখ্‌তে পেলেম না। তুমি কতদূর কর্ল্লে ?"

"কিছু না,—তোমারও যে দশা, আমারও ঠিক তাই,—নক্সার মত বাড়ী তো পাই না,—তবে তারা যদি পেয়ে থাকে।"

"হতে পারে,—তবে আমাদের সব দেখা হয় নি। গড়টাকে যত ছোট মনে করেছিলাম, তা—নয়,—মস্ত বড় !"

"হাঁ—খুব বড়। তারা যদি কিছু কর্ত্তে না পেরে থাকে, কাল দেখা যাবে।"

"কিন্তু রাত হয়ে গেল,—তারা কই ?"

"তাইতো ভাব্‌চি।"

"এখনও এল না,—এখনও এলে গ্রামে যাওয়া যেত। আর রাত হলে এই মাঠের পথে অন্ধকারে গেলে নিশ্চিত কেউটে সাপে খাবে !"

"উপায় ?"

"উপায় গাধাদের জন্যে এই গাছতলায় দেখ্‌চি রাত কাটাতে হবে।"

কিন্তু একঘণ্টা কাটিয়া গেল,—তবুও গাধাদের কেহ আসিল না। তখন দুইবন্ধু প্রকৃতই গবিন ও গুণেনের জন্য ভাবিত হইয়া পড়িলেন,—কিন্তু উপায় নাই,—এরূপস্থানে তাঁহাদের অনুসন্ধান করা অসম্ভব।

ভবেশ বলিলেন, "নিশ্চয়ই অন্ধকারে গাছটা খুঁজে পায় নি। বোধ হয় দুজনে দেখা হয়েছে,—কোনখানে আছে,—কাল ভোর হলেই পৌঁছে যাবে।"

রমেশ বাবু বলিলেন, "তাই হবে,—আর উপায় কি আছে বল। ব্যাগে যা আছে, তাই খেয়েই আজ রাত্রিটা কাটাইয়া দেওয়া যাক্।"

"কাজেই" বলিয়া ভবেশ বাবু ব্যাগ হইতে রুটী, বিস্কুট প্রভৃতি বাহির করিয়া সত্বর আহার করিয়া শুইয়া পড়িলেন,—বলিলেন, "সাপেই থাক্ আর বাঘেই থাক্,—আমি বাবা ঘুমুলুম।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন

রমেশ বাবু এতশীঘ্র এতনিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রিত হইতে পারিলেন না। নানাচিন্তায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইতেছিল,—নিতান্ত ক্লান্তি বোধ হওয়া সত্বেও তিনি নিদ্রিত হইতে পারিলেন না,—সেই বৃক্ষতলে অন্ধকারে বসিয়া রহিলেন। দূরে-দূরে দুই-একটা নিশাচর পক্ষী বিকট-স্বরে ডাকিয়া উঠিল,—মধ্যে-মধ্যে দূরে গড়ের মধ্যে কোন অজ্ঞাত-হিংস্রজন্তু ডাকিতে লাগিল। সহসা চারিদিক আলোড়িত করিয়া এক-দল শৃগাল হুয়া-হুয়া শব্দ করিল!

ক্রমে আবার সকলই ঘোর নিস্তব্ধতায় নিমগ্ন হইল,—সে নিস্তব্ধতার বর্ণনা হয় না,—রমেশ বাবুর গা ঝম্-ঝম্ করিতে লাগিল;—কি এক অব্যক্ত-ভয়ে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল;—তিনি ভবেশকে জাগরিত করিতে প্রলুব্ধ হইলেন,—কিন্তু সে হাসির ভয়ে তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। জীবনে এ অবস্থা তাঁহার আর কখনও হয় নাই। তিনি মনে-মনে বলিলেন, "এত টাকা কষ্ট ভিন্ন লাভ কেমন করিয়া হইবে।"

সহসা তিনি কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন,—তাঁহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল,—তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। তিনি ভয়ে একরূপ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন যে গড়ের মধ্যে যেন কোনস্থানে কোথায় কোন রমণী নৃত্য-গীত করিতেছে,—তাঁহার কণ্ঠের সুমধুরস্বর বাতাসে-বাতাসে সেইদিকে মধে-মধ্যে ভাসিয়া আসিতেছে!

এই জনশূন্য স্থানে এই অন্ধকার রাত্রে এ শব্দ কোথা হইতে আসিতেছে? তিনি সত্বর ভবেশকে ঠেলিয়া তুলিলেন, ভবেশ বাবু চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

রমেশ বাবু বলিলেন, "ঐ শোন।"

কিন্তু শব্দ আর শোনা যায় না,—সুমধুর নারী-কণ্ঠ-স্বর বাতাসে মধ্যে-মধ্যে সেইদিকে ভাসিয়া আসিতেছিল,—একটু অপেক্ষা করিয়া ভবেশ বাবু বলিলেন, "স্বপ্ন দেখেছ—শুয়ে পড়।" এই বলিয়া তিনি আবার শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন। রমেশ বাবু শয়ন করিলেন না,—তিনি জানিতেন তিনি নিদ্রিত হয়েন নাই,—সুতরাং স্বপ্ন অসম্ভব,—আর তিনি যে নিজ কর্ণে মধুর নারী-কণ্ঠ-স্বরে সুললিত-সঙ্গীত-শব্দ শুনিয়াছেন,—তাহাতেও তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই! নিশিথ-নিস্তব্ধ রাত্রে সময়-সময় বহুদূরের শব্দও শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, অন্ততঃ তিনক্রোশের মধ্যে জন-

মানবের বসতি নাই। তিনি বহুক্ষণ কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন,—কিন্তু আর সে শব্দ শুনিতে পাইলেন না,—কাজেই শুনিবার ভুল হইয়াছে ভাবিয়া তিনি শয়ন করিলেন,—এতই ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে চক্ষু বুজিয়া আসিতেছিল। বোধ হয় তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল,—এইসময়ে তিনি আবার লম্ফ দিয়া উঠিয়া বসিলেন ;—তিনি স্পষ্ট শুনিলেন কে যেন অতিশয় কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতেছে,—আরও তাঁহার বোধ হইল সে ক্রন্দনধ্বনি শুণেনের! তিনি আবার ভবেশকে তুলিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু একবার অপ্রস্তুত হইয়াছেন,—সুতরাং এবার ভাল করিয়া স্থির-নিশ্চিত হইয়া তাঁহাকে ডাকিবেন ভাবিয়া—তিনি অতি-সন্তর্পণের সহিত শুনিতে লাগিলেন,—কিন্তু আর সে কাতর-ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন না। চারিদিক আবার ঘোর-নিস্তব্ধতা-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। রমেশ বাবু বলিলেন, "দেখিতেছি শুনিবার ভুল হইয়াছে,—আজ নানাকারণে মাথাটা স্থির নাই। দূর হোকগে ছাই!" এই বলিয়া তিনি হতাশভাবে শুইয়া পড়িলেম,—নিতান্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন,—কখন ঘুমাইয়া পরিয়াছিলেন,—তাহা তিনি জানেন না।

মুখে রৌদ্রের উত্তাপ লাগায় তিনি সত্বর উঠিয়া বসিলেন,—দেখিলেন বেশ বেলা হইয়াছে,—ভবেশ তাঁহার পার্শ্বে তখনও নিদ্রা যাইতেছে। তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিলেন,—তাঁহারা সেই বৃহৎ-অশ্বত্থবৃক্ষের নিম্নেই রহিয়াছেন,—যতদুর

দৃষ্টি যায়,—কাহাকেই দৃষ্টিগোচর হয় না! ভবেশ চক্ষু রগ-ড়াইতে-রগড়াইতে বলিলেন, "সেই গাধা দুটো এখনও ফেরে নি। এস হাতমুখ ধুয়ে তাদের সন্ধান করা যাক্—অন্ধকারে পথ ভুলে অন্যদিকে চলে গিয়েছে! গাধা হলেই এই রকম হয়?"

নিকটে একটা বহু পুরাতন প্রায়-অর্দ্ধশুষ্ক দামপূর্ণ পুষ্করিণী ছিল,—উভয়বন্ধু তথায় গিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন করিলেন। ফিরিয়া আসিয়া রমেশ বলিলেন, "আর একটু অপেক্ষা কর্ব্বে না—এখনই বেরুবে! এখনও তারা ফির্ত্তে পারে।"

ভবেশ বলিলেন, "সময় নষ্ট করা হ'তে পারে না। আমরা যে কাজে এসেছি,—তাই কর্ব্বো,—না এই দুটো আকাট মূর্খকে খুঁজে বেড়াব। এই এখানে লিখে রেখে যাচ্চি,—তারা এখানে ফিরে এলেই তাদের কি করা উচিত বুঝতে পার্ব্বে।"

এই বলিয়া ভবেশ বাবু ব্যাগ হইতে কাগজ ও পেনসিল বাহির করিয়া লিখিলেন, "গণ্ডমূর্খ, গুণেন ও গোবিন,—এখানে ফিরে এসে এখান থেকে একপাও নড়ো না। আমরা যেখানে থাকি সন্ধ্যার সময় এখানে ফিরে আসব,—দেখ—আর গাধা হও না।"

ভবেশ বাবু এক ইষ্টকখণ্ড আনিয়া কাগজখানার এক পার্শ্বে চাপা দিয়া বলিলেন, "এখানে এসে এখানা যদি না

দেখ্‌তে পায়,—তবে বলব গাড়োল,—এখন চল,—শীঘ্র-শীঘ্র ফিরে এসে গ্রামে যেতে হবে। আজ দুটো ভাত পেটে পড়া চাই—না হলে বেঘোরে প্রাণটা যাবে।”

রমেশ কথা কহিলেন না,—তাঁহার মনের অবস্থা ভাল ছিল না,—তাঁহার যেন সবই কেমন-কেমন বোধ হইতেছিল, —কি যেন হইয়াছে,—কি যেন হইবে,—তিনি কিছুই ভাল বুঝিতে পারিতেছিলেন না,—কিন্তু তিনি মনভাব প্রকাশ করিলেন না। নীরবে বন্ধুর অনুসরণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বনফুল

গোবিন বাবু সম্মুখ দিয়াই গড়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন,—সুতরাং সেইদিকেই তাঁহার অনুসন্ধান করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া, তাঁহারা দুইজনে সেইদিকেই চলিলেন। ভাবিয়াছিলেন, ভাঙ্গা-গড়টা গাছতলা হইতে বেশীদূর নয়, কিন্তু এখন দেখিলেন বড় নিকট নয়,—এই বিস্তৃতমাঠের মধ্যে দূরত্ব স্থির করা বড় কঠিন। প্রায়-আধক্রোশ আসিয়া তাঁহারা পরিখা পাইলেন,—তখন একস্থানে কতকটা ঢালু আছে দেখিয়া তাঁহারা দুইবন্ধুতে সেই পরিখার মধ্যে নামিয়া চলিলেন,—"পরিখাটা তিনতলা সমান নীচু?"

ভবেশ বলিলেন, কত টাকাই না জানি এই গড়টা নির্ম্মাণ কর্ত্তে খরচ হয়েছে! কি কাণ্ডই করেছিল!"

রমেশ বাবু সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আমি যে দিকটা দিয়ে গড়ে কাল গিয়েছিলাম,—সে দিককার গড়টা এত নীচু নয়!"

ভবেশ বলিলেন, "আমিও যেখান দিয়ে গিয়েছিলাম,—

সেখানটাও এত নীচু নয়। কতদিনের গড়,—যায়গায়-যায়গায় ঠিক আছে,—আর যায়গায় যায়গায় মাটি পড়ে বুঁজে গেছে।"

রমেশ বাবু অন্যমনস্কভাবে বলিলেন,—"তাই হবে।"

তাঁহারা যেখানে নাবিয়াছিলেন,—তাহার অপরদিক ঢালু নয়, সম্পূর্ণ খাড়া, সেখানে অপরদিকে উঠিয়া গড়ে প্রবেশের উপায় নাই,—সুতরাং তাঁহারা উভয়ে গড়ের ভিতর দিয়া চলিলেন। তাঁহারা যে ক্রমে উপরে উঠিতেছেন, গাড়াটা যে মাটিতে ক্রমে এদিকে বুঁজিয়া গিয়াছে, তাহাও তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিলেন। সহসা তাঁহারা দেখিলেন এই গড়ের একস্থানে জল রহিয়াছে, সেস্থানটা একটা পুষ্করিণীতে পরিণত হইয়াছে।

রমেশ বাবু বলিলেন, "এদিকটা যেন নূতন নূতন বলে বোধ হচ্চে?"

ভবেশ বাবু বলিলেন, "কাল আমরা এদিকে একেবারেই আসিনি,—তাই নূতন বলে বোধ হচ্চে। এতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি দেখ্‌চ?"

রমেশ বাবু কেবলমাত্র বলিলেন, "না—তাই বলছিলাম।"

পুষ্করিণীটীর জল বেশ সুপরিষ্কৃত,—কোনখানে একটু দাম নাই। পাড়ের উপর কয়েকটা তালগাছ আছে,—এক পার্শ্বের একটা ঘাটে যে লোকজন আসা যাওয়া করে, তাহা বুঝিতে আর অধিক বিলম্ব হয় না। রমেশ বাবু পাড়ের উপর উঠিয়া বলিলেন, "দেখিতেছ,—এই ঘাটে

লোকজন আসে,—এখনও ঐ দেখ মানুষের পায়ের দাগ রয়েছে !”

ভবেশ বাবু বলিলেন, “সেটা আর আশ্চর্য্য কি ! দেখ্‌চ না গরুর পায়ের দাগ রয়েছে ? কোন চাষা তার গরুকে জল খাওয়াতে এসেছিল।

রমেশ বাবু বলিলেন, “তাই হবে। চল।” উভয়ে উপরে আসিয়া দেখিলেন,—পড়ো গড়টা যেন অনেকটা দূরে গিয়া পড়িয়াছে,—আরও দেখিলেন অনতিদূরে একটা ক্ষুদ্র বাগান,—আম, জাম, কাঁটালের বন। সেই ক্ষুদ্র বাগানের মধ্যে কোন গৃহস্থের কয়েকখানি চালাঘর উঁকি মারিতেছে !”

ভবেশ বাবু হাসিয়া বলিলেন, “আমরা যেরকম ভেবেছিলাম এদিকে একেবারে লোকজন নাই—তা নয়। এই যে দেখ্‌ছি কাছেই কার বাড়ী আছে,—ভাবটা দেখে বর্দ্ধিষ্ঠ চাষা বলে বোধ হচ্চে। ভালই হোল,—আর তিনক্রোশ রাস্তা হেঁটে গ্রামে গিয়ে উদরের ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে না। আমরা দুজনেই ব্রাহ্মণ,—এই চাষার বাড়ী অতিথ হওয়া যাবে,—খুব-আদর-যত্ন কর্ব্বে।”

রমেশ বাবু বলিলেন, “আমরা এতদূর এলেম,—কিন্তু তাদের দুজনের একজনকেও দেখ্‌তে পেলেম না।”

ভবেশ বাবু বলিলেন, “গড়টা তো ছোটখাট নয়,—এখানে সহজে কাকেও খুঁজে পাবার আশা করা ভুল ! তারা নিশ্চয়ই গাছতলায় ফিরে যাবে,—হয়তো এতক্ষণ গেছে,—

আমার চিঠিও পাবে,—গাছের নীচে বসেও থাক্‌বে। এখন এস আমরা এই চাষার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে কিঞ্চিৎ আহারাদি করে,—মোহরের সন্ধান করি। সন্ধ্যার আগে সেই গাছতলায় ফিরে যাওয়া যাবে!"

কিন্তু রমেশ বন্ধুর একটী কথাও শুনিতে পাইলেন না,—তিনি স্তম্ভিতপ্রায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন,—তিনি একদৃষ্টে একদিকে চাহিয়া আছেন,—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে! তাঁহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া, ভবেশ তাঁহার দিকে চাহিলেন,—তাঁহার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে কি বলিতে যাইতেছিলেন,—কিন্তু রমেশ যেদিকে চাহিয়াছিলেন,—সেইদিকে চাহিয়া অতি-বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "এ কে? কি সুন্দর!" তিনিও রমেশের ন্যায় কাষ্ঠপুত্তলিকা হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

তাঁহারা যাহাকে দেখিলেন, "সে একটী পঞ্চদশবর্ষিয়া বালিকা! দূরস্থ বৃক্ষের ছায়ায় বৃক্ষে পৃষ্ঠ-সংলগ্ন করিয়া পা ছড়াইয়া ঘাসের উপর বসিয়া আছে,—তাহার ক্রোড়ে একখানি পুস্তক,—সে অনন্যমনে তাহাই পাঠ করিতেছে। নিকটে একটী সুডোল সুলক্ষণাক্রান্ত গাভী ঘাস খাইতেছে।

ইহাতে দুইবন্ধুর এ ভাব হইবার কারণ কি? কারণ ছিল,—এই বালিকার ন্যায় অপরূপ সুন্দরী তাঁহারা আর কখনও দেখেন—নাই। ছবিতেও নয়! তপ্তকাঞ্চনবর্ণ,—

জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য ও লালিত্য লইয়া ভগবান যেন অতি-যত্নে এই বালিকামূর্ত্তি গঠিত করিয়াছেন,—তাহার উপর যৌবনের প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য্য সেই অপরূপ-রূপ সহস্রগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে,—সে রূপের বর্ণনা হয় না,—বর্ণনা নাই!

দুইজনেই স্তম্ভিত, মুগ্ধ,—আত্মবিস্মৃত,—প্রথম দৃষ্টিতেই যেন এই বালিকার নিকট চিরবিক্রীত! দুইজনে অনন্যমনে একদৃষ্টে বালিকাকে দেখিতেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মণ-কন্যা

কতক্ষণ তাঁহারা এরূপভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহা তাঁহারা জানেন না,—ভবেশ বাবু প্রথমে কথা কহিলেন,—মৃদু-স্বরে বন্ধুর কানে-কানে বলিলেন, "চাষার ঘরে এমন জন্মায় কখনও শুনেছ—কি সুন্দর! কেবল একখানা লাল কস্তা-পেড়ে সাড়ী আর দু-গাছা শাঁখায় কি শোভা হ'য়েছে। কি চমৎকার চুল,—দেখ সমস্ত পিট থেকে মাটিতে গড়াচ্চে! ভাই—এমন আর কখন দেখেছ! কি বলব চাষার মেয়ে,—না হ'লে কোন শালা না একে বে কর্ত্তো! এখনও বে হয় নি দেখেছ,—বে হ'লে সিঁতেয় সিন্দূর থাকৃতো! পঞ্চাশ লাক টাকায় কি না হয়,—যখন মোহর গুল হাত হবে,—তখন একটা চাষা হাত কর্ত্তে বেশীক্ষণ লাগ্‌বে না। বে আর নাই হবে,—আমি একে না নিয়ে এক পাও নড়চি নে!"

রমেশ বাবু বন্ধুর এই দীর্ঘ-বক্তৃতায় কান দিতেছিলেন না,—বরং তাঁহার কথায় অতিশয় রাগত হইলেন। "ভবেশ এতই নীচাশয় যে এই পল্লীগ্রামের সরলা বালিকাকে টাকার বলে নষ্ট করিতে চায়! দরিদ্রের গৃহে সুন্দরী কন্যা! জন্মিলে

তাহার সতীত্ব কি বাজারের কলা, কুমড়া ও কচুর মত বিক্রয় হয়? যে সকল দুরাত্মা এ কাজ করে তাহাদের শত নরক দণ্ড হওয়া উচিত নয় কি? ভবেশকে ভাল বলিয়া জানিতাম, তাহার এইরূপ পাপ মতি! যদি সে এ কাজ করিতে চেষ্টা পায়,—তাহা হইলে তাহাকে একটা মোহরও দিব না,—দেখি সে কি করে? আমি প্রাণ দিয়া এই বালিকাকে রক্ষা করিব,—ইহাতে আমায় সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়,—তাহাও স্বীকার।” রমেশ বাবু মনে-মনে এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করিলেন; কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না।

ভবেশ বাবু বলিলেন, “চুপ করে দাঁড়িয়ে হা করে কি দেখ্‌চ? ওদিকে নজর দিও না, বন্ধুবিচ্ছেদ ঘট্‌বে! তুমি এইখানে থাক,—আমি আলাপ করি।”

রমেশ বাবু অতিশয় রাগত হইয়া বলিলেন, “কর কি! ভদ্রলোকের মেয়ে! একেবারে ভদ্রতা জ্ঞান নেই?”

ভবেশ বাবু বিদ্রূপ-স্বরে বলিলেন, “চাষার মেয়ে, ভদ্র-লোকের মেয়েই বটে! ওদের বাড়ীতেই আজ অতিথি হব,—দাঁড়াও,—আলাপ করি।”

রমেশ বাবু বন্ধুর উপর এতই রাগত হইলেন যে তাঁহার কণ্ঠ হইতে কোনকথাই নির্গত হইল না,—প্রকৃতই রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

তাঁহাদের বাগবিতণ্ডা বালিকার কর্ণে প্রবেশ করিল,—সে তাঁহাদিগের দিকে চাহিল,—তাহার পর পুস্তক বন্ধ

করিয়া দণ্ডায়মানা হইল, আর একবার বঙ্কিমদৃষ্টিতে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া গাভিটীকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। ভবেশ বাবু প্রায় দৌড়াইয়া নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "দাঁড়াও,—ঐ বাড়ী কি তোমাদের?"

রমেশ বাবুও তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ আসিয়াছিলেন,—যদি দুর্ব্বৃত্ত ভবেশ কোনরূপে এই অসহায়া বালিকাকে অপমানিত করিতে চেষ্টা করে,—তবে মুষ্ট্যাঘাতে তিনি তাঁহার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবেন,—ইহাতে কেহই তাঁহাকে প্রতিবন্ধক দিতে পারিবে না।

রমেশের হৃদয়ে ভবেশ বাবু কি ভয়াবহ আগুন জ্বালিয়াছেন,—তাহা তিনি বিন্দু-বিসর্গ জানিতে পারিলেন না,—তিনি বালিকাতে তন্ময় হইয়াছিলেন,—তাহার জন্য উন্মত্ত হইয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,—তাঁহার বন্ধু কি করিতেছেন, কি ভাবিতেছেন,—তাহার বিন্দু-বিসর্গ তিনি দেখিতেছিলেন না।

বালিকা দাঁড়াইল,—তাহার কুরঙ্গ বিনিন্দিত নয়নদ্বয় একটু বিস্ফারিত করিয়া, একবার ভবেশের দিকে চাহিয়া মৃদু-মধুরস্বরে বলিল, "হাঁ।"

রমেশ ও ভবেশ এমন মধু-মাখা কণ্ঠস্বর আর কখনও শুনেন নাই। রমেশ কি ভাবিলেন বলা যায় না;—ভবেশ মনে-মনে বলিলেন, "মধু—মধু! কি চমৎকার!" প্রকাশ্যে বলিলেন, "তুমি চাষার মেয়ে?"

বালিকা মৃদু-মধুর হাসিয়া বলিল, "এটা কিসে সিদ্ধান্ত করিলেন ?—উভয়েরই মনে উদিত হইল, "এতো চাষার মেয়ের ভাব নহে।" ভবেশ বাবুও একটু থত-মত থাইলেন,—বলিলেন, "না—তা—এথানে—ঐ বাড়ীটা কোন চাষার বাড়ী বলে মনে হয়েছিল। আমরা বিদেশী লোক,—এথানকার কাকেও জানি না।"

বালিকা তাহার অতুলনীয় মধুর-স্বরে বলিল, "না—উটি চাষার বাড়ী নয়,—ব্রাহ্মণের বাড়ী।"

ভবেশ সবেগে বলিলেন, "তা হলে—তা হলে তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে—গোত্র,—গাঁই ?"

বালিকা মৃদু-হাসিয়া বলিল, "সে সকল বাবাকে জিজ্ঞাসা করিবেন।"

ভবেশ বাবু বলিলেন, "তোমার এথনও বিবাহ হয় নাই দেথিতেছি – কেন ?"

বালিকা পূর্ব্বরূপ মৃদু-হাসিয়া বলিল, "সেটাও বাবাকে জিজ্ঞাসা করিবেন ?"

ভবেশের মস্তকে এথনও মুষ্ট্যাঘাত করিতেছেন না কেন রমেশ বাবু তাহা জানেন না! কোন্ সাহসে, কোন্ আক্কেলে সে এই অসহয়া বালিকাকে এই সকল অসভ্য প্রশ্ন করিয়া তাহাকে অপমানিত করিতেছে! তিনি তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, নিঃশব্দে দন্ত-কড়মড় করিতেছিলেন।

ভবেশ বলিলেন, "আমরা বিদেশী,—আমরাও ব্রাহ্মণ,—

তোমাদের বাড়ী এ বেলা আহারাদির বন্দোবস্ত হইতে পারে ?"

বালিকা তাহার কথার উত্তর না দিয়া রমেশ বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখিতেছি আপনার অসুখ করেছে,—আসুন আমি আপনার হাত ধরে নিয়ে যাচ্চি—আর আপনি—"

বালিকা ভবেশের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার গরুটী তাড়াইয়া লইয়া আসুন !"

ভবেশ বাবু যেরূপভাবে রমেশের দিকে চাহিলেন,—তাহাতে তাঁহার চক্ষে প্রাচীনকালের ব্রহ্মণ্য-তেজ থাকিলে রমেশ বাবু ভস্মীভূত হইতেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মণ-গৃহ

বালিকা আসিয়া রমেশ বাবুর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। তাহার কোমল হস্ত স্পর্শে রমেশ বাবুর সর্ব্বাঙ্গে কি ভাব হইল, তাহা তিনি জানেন না, বোধ হইল যে কি অমিয়মাখা বিদ্যুৎপ্রবাহ তাঁহার শিরায়-শিরায় প্রবাহিত হইল, তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত তিনি কিছুই দেখিতে পাইলেন না,—এইপর্য্যন্ত বুঝিলেন যে তিনি অপার আনন্দসাগরে ডুবিয়া যাইতেছেন।

আর ভবেশ বাবু? তিনি প্রায় উন্মত্ত! একদিনে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে মানুষের এরূপ ঘোর-পরিবর্ত্তন হয়, যে তাহার বর্ণনা করিতে পারা যায় না। যিনি সংসার একটু ভাল করিয়া দেখিয়াছেন,—তিনি প্রতিনিয়তই এ দৃশ্য দেখিতেছেন। যাঁহারা একরূপ প্রাণের বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা একমুহূর্ত্তে এক নিমিষে ঘোর-শত্রু হইয়া উঠিলেন! কেন তাহা তাঁহরাই জানেন না। একটা সামান্যা বালিকা যে এতদূর করিতে পারে, এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কেহ তাঁহাদিগকে এ কথা বলিলে তাঁহারা তাহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, তাহার কথা বিশ্বাস করিতেন না।

বালিকা রমেশের হাত ধরায়, ভবেশ বাবুর মনে হইল তাঁহার দেহের মধ্যে কে শত-সহস্র বিষাক্ত বৃশ্চিক ছাড়িয়া দিল,—সহসা যেন লক্ষ-লক্ষ চিতা তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল, তিনি ক্রোধান্ধ হইলেন, কিয়ৎক্ষণ তথায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। একবার ইচ্ছা হইল,—রমেশের পৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়া তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, তিনি বালিকাকে বুকে লইবেন, কিন্তু অতি-কষ্টে আত্মসংযম করিলেন। মনে-মনে বলিলেন, "বন্ধুই হোক আর যেই হোক,—যে আমার কাছ থেকে একে নিতে চেষ্টা কর্ব্বে, তার প্রাণ থাক্‌বে না।—আমি এই মেয়ে বে কর্ব্বো—তবে আমার নাম ভবেশ। দেখি কোন্ শালা প্রতিবন্ধক হয়। তবে এখন রাগ কর্লে চল্‌বে না,—যদি মেয়েটা বিগড়ে বসে, তবে তাকে পাওয়া কষ্টকর হবে? এখন একে ঠাণ্ডা রাখা আবশ্যক,—নিতান্ত কচি মেয়ে নয়।"

এইরূপ ভাবিয়া ভবেশ বাবু গরুর দিকে চাহিলেন,—তৎপরে বালিকার দিকে চাহিলেন,—দেখিলেন,—রমেশ ও বালিকা অনেকদূর অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে। নিশ্চয়ই তাহারা খুব আমোদ করিতে-করিতে যাইতেছে, কারণ ভবেশ বাবুর কর্ণে বালিকার মধুর হাস্যধ্বনি প্রবেশ করিল, তিনি রাগে মরিয়া হইয়া উঠিলেন। দন্তে দন্ত পেষিত করিয়া সত্বর গরু তাড়াইয়া লইয়া সেইদিকে ছুটিলেন। গাভী প্রিয় নবদূর্ব্বাদল বিস্মৃত হইয়া গৃহ গমনে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, ভবেশ বাবু

সবলে তাহার লেজ নির্ম্মমভাবে মলিয়া দিতেও ত্রুটী করিলেন না। গাভী ব্যাকুলভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ধীর গমনে বাড়ীর দিকে চলিল।

বহুক্ষণ বালিকার সহিত রমেশ বাবু নীরবে আসিলেন,—তাঁহার কথা কহিবার শক্তি ছিল না। সহসা বালিকা বলিল, "ওটি কি আপনার বন্ধু?"

রমেশ বাবু প্রায়-অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "হাঁ কেন?"

বালিকা হাসিতে-হাসিতে বলিল, "বোধ হয় মাথা খারাপ—নয়?"

রমেশ বাবু বিস্ময়ে বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেন পাগ৷চ স্থির করিতেছেন কেন?"

বালিকা আরও হাসিয়া উঠিলেন বলিল, "দেখলেন না—আমায় বে কর্ব্বার জন্য খেপে উঠেছে!"

এবার রমেশ বাবু হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "তোমায় দেখিলে কার না বে করিতে ইচ্ছা যায়?"

বালিকা দাঁড়াইল, নিজ অপরূপ রূপের দিকে একবার চাহিয়া বলিল, "আমি কি এত সুন্দর?"

রমেশ বাবু সবেগে বলিলেন, "তোমার মত সুন্দরী জগতে কেউ কি আছে?"

বালিকা রমেশ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে-ধীরে বলিল, "আপনারও কি আমায় বে কর্ত্তে ইচ্ছে হয়েছে?"

রমেশ বাবু এ কথায় কি উত্তর দিবেন,—তাহা তিনি

ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল,—তিনি প্রায় অস্পষ্ট-স্বরে বলিলেন, "এ ইচ্ছা কার না হয়?"

বালিকা আর কোন কথা কহিল না,—নীরবে তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল,—তাহার কোমল-মধুময়-স্পর্শে রমেশ বাবু হৃদয়ে-হৃদয়ে বুঝিলেন তিনি বিবাহ করিতে চাহিলে, বালিকা অসম্মত হইবে না। তিনি আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। যদি তাহাই হয়,—তবে তাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যবান এ ত্রিসংসারে কে আছে? তিনি আদর-পূর্ণ-স্বরে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ মিশাইয়া বলিলেন, "তোমার নামটী কি বলিবে না?"

বালিকা বলিল, "আমার নাম রাণী,—বাবা ও ঠাকুর-মা আমায় রানু বলে ডাকেন।"

রমেশ বাবু শত-বার এই নাম মনে-মনে আবৃত্তি করিলেন,—এ নাম তাঁহার নিকট এত মধুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল যে সেরূপ মধুরতা তিনি আর কখনও উপলব্ধি করেন নাই!

রানুদিগের বাড়ী সামান্য মধ্যবৃত্ত গৃহস্থদিগের বাড়ীর ন্যায়, —বাহিরে একখানি চণ্ডিমণ্ডব,—পশ্চাতে দুইখানি বড় ঘর, —তৎপশ্চাতে রান্নাঘর; ঢেঁকিশালা,—গোয়াল,—সমস্ত বাড়ীটীর চারিদিকেই আম, জাম ও কাঁটালের বাগান,—সবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,—ছবির মত।

ভবেশ বাবু ছুটিতেছিলেন,—এইজন্য তিন-জনে প্রায়
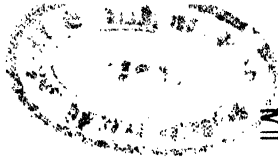
একত্রে বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার দিকে না চাহিয়াই রাণী বলিল, "যাও,—ঐ দিকে গোয়াল-ঘর আছে,—গরুটাকে বেঁধে রেখে জাবনা দিয়ে এস। এঁর অসুখ করেছে ;— আমি এঁর জন্য বিছানা করে দি?"

রাগে ভবেশ বাবু কাঁপিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন-কথা না বলিয়া গরু লইয়া গোয়াল ঘরের দিকে প্রস্থান করিলেন। রমেশ বাবু তাঁহার অসুখ সম্বন্ধে আপত্তি করিতে যাইতেছিলেন,—কিন্তু বালিকা তাঁহার সুকোমল হস্তে তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিল, আদরে বলিল, "কোন কথা কবেন না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রিষের বিষ

এই অপরূপ বালিকাকে দেখিয়া দুই-বন্ধু এক-মুহূর্ত্তে মোহরের কথা বিস্মৃত হইলেন। তাঁহারা কিজন্য এই দুর্গম-স্থানে আসিয়াছেন,—তাঁহাদের বন্ধু-দ্বয় কোথায় গিয়াছেন,—তাঁহাদের কি হইয়াছে,—এ সকল কথা নিমিষে তাঁহাদের মন হইতে অন্তর্দ্ধ্যত হইল। মানুষ সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে প্রেমের তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ঠিক এইরূপই করিতেছে?

রমেশ বাবু আদৌ পীড়িত বা অসুস্থ হন নাই,—কিন্তু রাণুর কথায় ক্রমে তিনি মনে করিলেন যে তিনি নিশ্চয়ই সত্য-সত্য পীড়িত হইয়াছেন,—তিনি শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। "আপনি একটু ঘুমুন,—ঘুমুলে আপনার অসুখ সেরে যাবে,—আমি আপনার জন্য দুধ গরম করে আনি।" এই বলিয়া রাণু তথা হইতে সত্বর প্রস্থান করিল,—রমেশ বাবু ভাবিলেন পৃথিবী যেন সহসা কি এক গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন হইল! জীবনে আর তাঁহার এরূপভাব কখনও হয় নাই!

তিনি শয়ন করিয়া কত-কি ভাবিতে লাগিলেন,—তাহার স্থিরতা

নাই! এই বালিকাকে তিনি যদি লাভ করিতে না পারেন,—তবে কোটী মোহর লাভ করিয়াও তাঁহার কোন লাভ নাই; কিন্তু মোহর চাই,—মোহর লাভ হইলে তখন এই রাণুকে লাভ করাও কঠিন হইবে না। টাকায় কি না হয়? কিন্তু ভবেশটাকে কোনরকমে এখান থেকে তাড়ান নিতান্ত আবশ্যক হচ্ছে,—এই মূর্খ এখানে থাকিতে কোন কাজই হইবে না। সে দূর হোক, তখন মোহরের সন্ধান করা যাবে।" রমেশ বাবু মনে-মনে এইরূপ স্থির করিয়া উঠিয়া বসিলেন,—উদ্‌গ্রীব-হৃদয়ে বহুক্ষণ রাণুর প্রতীক্ষা করিলেন,—কিন্তু সে ফিরিয়া না আসায়, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—বাহিরের দিকে চলিলেন।

রাণু তাঁহার নিকট হইতে গোশালায় আসিল,—তখনও হতভাগ্য ভবেশ গাভিটীকে খোঁটায় বাঁধিতে পারেন নাই,—গরু পশ্চাৎ দিকের পদদ্বয় ব্যবহার করিতে ক্রটী করিতেছিল না। ইহা দেখিয়া রাণু হাসিয়া বলিল, "তোমার মত গাধা পৃথিবীতে আর কটা আছে? সরে দাঁড়াও, আমায় গরু বাঁধিতে দেও।"

অপ্রস্তুত ও অতি-রাগত হইয়া ভবেশ বাবু সরিয়া দাঁড়াইলেন। রাণু আদর করিয়া গাভীর গায় তাহার সুকোমল হস্ত স্থাপন করিল,—গাভী আর নড়িল না,—তখন রাণু তাহাকে খোঁটায় বাঁধিয়া দিল। ভবেশ বাবু তাহার ব্যবহারে অতিশয় রাগত হইয়াছিলেন—কিন্তু এক্ষণে আবার তাহার

মুখ দেখিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাহার উপর যে রাগ হইয়াছিল,—তাহা মুহূর্ত্তে কোথায় ভাসিয়া গেল,—তিনি বিমুগ্ধনয়নে, প্রেমপূর্ণহৃদয়ে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন! কিন্তু সে রমেশকে অধিক যত্ন-আদর করিতেছে,—আর তাঁহার সহিত প্রভুভৃত্যের ব্যবহার করিতেছে,—ইহাতে তাঁহার হৃদয় রিষের বিষে পূর্ণ হইয়া গেল,—এক অভূতপূর্ব্ব অগ্নি তাঁহার মস্তিষ্কমধ্যে জ্বলিয়া উঠিল!

রাণু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "তুমি হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছ কেন?"

ভবেশ বাবু কাতরে বলিলেন, "তুমি ছেলেমানুষ,—তাহা বুঝিবে না।"

রাণু আবার হাসিতে-হাসিতে বলিল, "আমি কি এতই ছেলেমানুষ? অন্ততঃ তোমার চেয়ে আমার বুদ্ধি আছে।"

"তোমার নামটী কি আমায় বল্‌বে?"

"কেন বল্‌ব না! আমার নাম রাণু।"

"তোমার কে কে আছেন?"

"বাবা আছেন,—ঠাকুরমা আছেন, আর কেউ নাই।"

"তাঁদের কাকেই যে দেখিতে পাইতেছি না?"

"বাবা কথক,—কথকতা কর্ত্তে বিদেশে গেছেন। এই রকম তিনি মধ্যে-মধ্যে যান।"

"আর ঠাকুর-মা ?"

"তিনি বুড়ো হয়েছেন,—আর বার হতে পারেন না।"

"তোমার বে হয়নি কেন ?"

"মনের মত বর মেলেনি।"

"রাণু,—রাণু,—তুমি আমায় বে কর্ব্বে ?"

রাণু কিয়ৎক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভবেশ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে-ধীরে বলিল, "আমার এতদিন বে হয়নি কেন জান,—আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, যে আমায় বে কর্ব্বে, তাকে আমার গোলামের গোলাম হতে হবে,—আমি যা হুকুম কর্ব্বো তাকে ভালমন্দ বিবেচনা না করে তা-ই কত্তে হবে। রাজি আছ ?"

ভবেশ বাবু অতি-উদ্‌গ্রীবভাবে বলিলেন, "আমি তোমার দেখে পর্য্যন্ত তোমার গোলামের গোলাম হয়েছি,—আমি তোমায় দেখে পাগল হয়েছি! যদি তুমি আমায় বে না কর,—তবে আমি আত্মহত্যা কর্ব্বো।"

রাণু আবার ভবেশ বাবুর মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "পার্ব্বে ?"

ভবেশ বাবু উন্মত্তের ন্যায় ব্যাকুলে রাণুর হাত তাঁহার দুইহস্তে ধারণ করিলেন; তাহার পদনিম্নে জানু পাতিয়া বসিয়া বলিলেন, "আমি তোমার জন্য সব কর্ব্বো,—বল তুমি আমায় বে কর্ব্বে ?"

রাণু বলিল, "তোমার বন্ধুকে এখান থেকে তাড়াবে

কি রকমে,—সে থাকিলে বাবা তাহার সঙ্গেই আমার বে দেবার ইচ্ছা কর্ব্বেন,—সে তোমার চেয়ে বড়লোক।"

ভবেশ বাবু সবেগে বলিলেন, "সে যদি আজই এখান থেকে সহজে না যায়,—আমি তাকে খুন কর্ব্বো!"

রাণু ভবেশ বাবুর মনপ্রাণ মাতুয়ারা করিয়া বলিল, "পার্ব্বে ?"

উত্তরে ভবেশ উষ্ণচুম্বনে রাণুর হস্ত সিক্ত করিয়া দিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দুর্ভেদ্য প্রেম

দূর হইতে আর একজন এ দৃশ্য দেখিয়া উন্মত্ত হইলেন। রমেশ বাবু রাণুর অনুসন্ধানে গোশালার দিকে আসিতে-ছিলেন,—তিনি এই ব্রাহ্মণের গৃহ দেখিয়া প্রতিপদেই বিস্মিত হইতেছিলেন। মনুষ্যের বসতিস্থান যে এত নির্জ্জন হইতে পারে,—তাহা তাঁহার জ্ঞান ছিল না। তিনি রাণুর সন্ধানে প্রত্যেক ঘরেই গেলেন,—কিন্তু কোনগৃহেই জনমানবের চিহ্ন দেখিলেন না। তবে কি এই নির্জ্জন স্থানে, এই নির্জ্জন বাড়ীতে, এই অপরূপ রূপলাবণ্যবতী বালিকা একাকিনী বাস করিতেছে? ইহা কি সম্ভব! তাহাদের কি একজন ভৃত্যও নাই? এরূপ বালিকার এরূপ অবস্থায় এরূপ স্থানে বাস করা কি নিরাপদ,—অথবা সে কুলটা,—কুলটার ভয় কোথায়?

কিন্তু সহসা রমেশ বাবুর হৃদয়ে বালিকার চিরহাস্যময়ী অপরূপ মুখ উদিত হইল;—তিনি নিজের নীচ সন্দেহের জন্য লজ্জিত হইলেন,—বলিয়া উঠিলেন, "যদি এই বালিকা

কুলটা, অসচ্চরিত্রা হয়, তবে পৃথিবীতে ধর্ম্ম বলিয়া কিছু নাই।”

তিনি সকল ঘর দেখিয়া পাকশালায় আসিলেন,—দেখিলেন তথায়ও কেহ নাই,—রন্ধনের কোন চিহ্ন নাই,—বেলা যথেষ্ট হইয়াছে,—আর কখন রন্ধন হইবে। এত বেলায়ও যখন কোন আয়োজন নাই,—তখন তাঁহাদের উপায় কি হইবে? বালিকাই বা কি আহার করিবে। এই বালিকা ও বালিকাদিগের বাড়ীর সকল বিষয়ই কি এক অভেদ্য রহস্যে জড়িত বলিয়া তাঁহার বোধ হইতে লাগিল—কিন্তু প্রেমের রহস্য সহস্র রহস্য, হইতে দুর্ভেদ্য,—অপরিমেয় ভালবাসা ব্যতীত রমেশ বাবুর হৃদয়ে আর কিছুমাত্র স্থান পাইল না। যে সন্দেহ, যে দ্বিধা, যে ভাব তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল,—তিনি তাহাই দূরে দূরীকৃত করিয়া দিলেন।

কোথায়ও কাহাকে না পাইয়া রমেশ বাবু অবশেষে গোশালার দিকে যাইতেছিলেন,—সহসা সম্মুখে তিনি যে দৃশ্য দেখিলেন,—তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন;—তাঁহার মস্তকে সহসা যেন বজ্রাঘাত হইল,—তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন,—নিকটস্থ এক বৃক্ষ না ধরিলে, তিনি নিশ্চয়ই ভূপতিত হইতেন! তিনি যে দৃশ্য দেখিলেন,—তাহা তিনি দেখিবার প্রত্যাশা করেন নাই! ভবেশ রাণুর হস্ত পুনঃ-পুনঃ চুম্বন করিতেছে,—তাহাতে সে বিন্দু-বিন্দু মৃদু-মধুর হাসি হাসিতেছে।

একটু পূর্ব্বে সে তাঁহাকেই অধিক আদর-যত্ন করিয়াছে,—কত আদরে তাঁহাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে,—বরং ভবেশকে প্রকাশ্যভাবে হতশ্রদ্ধা দেখাইয়াছে,—আর এই পাঁচমিনিট যাইতে না যাইতে এই কাজ? ঘোর কুলটা? এরূপ জঘন্য স্ত্রীলোকের নিকট আর একমুহূর্ত্তও থাকা উচিত নয়! কে ভাবিতে পারে, যে এমন সৌন্দর্য্যের অন্তরালে এমন কালকুট বিষ প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কাইত আছে? ছি, ছি, ছি! জগতে সকলই মাকাল ফল?

রমেশ বাবু উন্মত্তের ন্যায় সেইস্থান হইতে ছুটিলেন। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে এখানে আর তিলার্দ্ধও থাকিবেন না। ভবেশ এই মায়াবিনীর হাতে পড়িয়া মারা যায় যাউক, তাহার ন্যায় অপদার্থ গাধার এইরূপ হওয়াই উচিত। তিনি গুণেন ও গোবিনের সন্ধানে যাইবেন,—খুব সম্ভব তাঁহারা এতক্ষণে গাছতলায় উপস্থিত হইয়াছে! ভবেশ মরুক,—তাঁহারা তিনজনে চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই মোহর পাইবেন। একটা সামান্য বালিকার সুন্দর মুখ দেখিয়া ভোলা উচিত নয়।

এই সকল ভাবিতে-ভাবিতে রমেশ বাবু প্রায় ছুটিতে-ছুটিতে পুষ্করিণীর তীরে আসিলেন। তিনি গাছতলার দিকে যাইতেছিলেন,—কিন্তু সহসা অতি-বিস্ময়সূচক শব্দ করিয়া উঠিলেন,—স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন,—অতি-বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন,—দেখিলেন পুষ্করিণী হইতে রাণু স্নান

করিয়া তাঁহার দিকে আসিতেছে। আর এইমাত্র গোশালায় তিনি তাহাকে ভবেশের সহিত দেখিয়াছেন! সে কিছুতেই এত শীঘ্র এরূপ স্নান করিয়া এই পুষ্করিণী হইতে আসিতে পারে না। তবে এ কে? সেই মুখ, সেই চোক,—সেই চুল,—সেই সব—দিনের বেলা,—তাঁহার এ ভুল কখনই হইতে পারে না! রাণুর মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল প্রদেশে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে,—তিনি তাহাকে চিনিতে পারিবেন না। এ যে রাণু তাহাতে কোন সন্দেহ নাই,—অথচ সে কিছুতেই এখানে আসিতে পারে না। এখনও পাঁচমিনিট হয় নাই, তিনি তাহাকে গোশালায় দেখিয়াছেন,—তবে কি তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন—না কোন কারণে হঠাৎ তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে? দুই-ই অসম্ভব,—রাণুর স্নান করিতে আসাও অসম্ভব!

সহসা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল,—শিরার রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া আসিল,—তবে কি লোকে যাহা বলে,—তাহাই ঠিক,—এ সকল ভৌতিক কাণ্ড? কিন্তু এই স্পষ্ট দিনের আলোকে রক্তমাংস দেহবিশিষ্ট মানুষ কখনই ভূতপ্রেত হইতে পারে না,—তিনি রাণুর হাত ধরিয়াছেন,—রাণু আদর করিয়া তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে,—এ রাণুকে যে ভূত ভাবিবে, সে পাগল ভিন্ন আর কিছু নহে;—অথচ সকলই ঘোর

রহস্যময়; রমেশ বাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বিস্ফারিত-নয়নে রাণুর দিকে চাহিয়া রহিলেন,—সে তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল না,—ধীরে-ধীরে তাঁহার দিকে আসিতে লাগিল! রমেশ বাবু মনে-মনে বলিলেন, "এ যদি রাণু না হয়,—তবে আমি পাগল হইয়াছি!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জমজ ভগিনী

বালিকা রমেশ বাবুর নিকটে আসিয়া, মৃদুমধুর হাসিয়া বলিল, "আপনি কোথায় যাচ্চেন? আপনাদের খাবার হ'তে একটু বেলা হয়েছে—চলুন,—এখনই রাধা হয়ে যাবে!"

রমেশ বাবু প্রকৃতই হাঁ করিয়া চাহিয়াছিলেন;—তিনি রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি রাণু নও? ঠিক একরকম চেহারা! অথচ—"

বালিকা হাসিয়া বলিল, "অথচ কি?"

রমেশ বাবু বলিলেন, "অথচ,—অথচ,—আমি তাহাকে একটু আগে—"

"একটু আগে কি?"

"একটু আগে গোয়াল ঘরের দিকে দেখেছিলাম।"

ওঃ! তাতে আশ্চর্য্য হবার কারণটা কি? আপনার মুখ দেখ্‌লে মনে হয় যে আপনি যেন জ্যান্ত ভূত দেখেছেন!"

"না—তা নয়। তবে—তবে তুমি কি রাণু নয়? অথচ ঠিক এক চেহারা!"

বালিকা আরও হাসিয়া উঠিল,—হাসিতে হাসিতে বলিল,

"আপনি জমজ বোনের কথা কখনও কি শুনেন নাই? আমি রাণীর যমজ বোন! আমার নাম বাণী!"

রমেশ বাবু প্রকৃতই দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন,—তাঁহার হৃদয় হইতে এক গুরুভার কে যেন অপসারিত করিয়া লইল, এ কথাটা কিজন্য তাঁহার মনে একবারও উদিত হয় নাই! জমজ হইলে দুইজনের চেহারা প্রায় একই হয়! তবে রাণীর জমজ ভগিনী বাণীর চেহারা যে ঠিক তাহার মত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

তিনি অপ্রস্তুত ভাবে বলিলেন, "তা—তা—আমি জানিতাম না যে রাণীর আর এক ভগিনী আছে,—সে আমায় এ কথা বলে নাই?"

বাণী হাসিতে-হাসিতে বলিল, "কখন এত কথা বলিবে? এইযে একটু আগে আপনারা আমাদের বাড়ী এসেছেন? আপনি কি আমাদের কোন কথা শুনেছেন,—আপনি কি আমাদের কোন কথা তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন?"

রমেশ বাবু আরও অপ্রস্তুত হইলেন,—মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে-করিতে বলিলেন, "তা,—তা,—আমার ভুল হয়েছিল।"

"তবে আসুন,—এখনই সব রাঁধা হয়ে যাবে। "এই বলিয়া সে তাঁহার হাত ধরিল, রমেশ বাবুর সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল,—তাঁহার শিরায় রক্ত প্রবলবেগে ছুটিল,—তিনি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। মনে-মনে বলিলেন, "রাণী ও এই বাণীর চেহারা ঠিক এক বটে,—

কিন্তু গুণে ইহাকেই ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে ; সে নিতান্ত মুখরা ও চঞ্চলা এ তাহা নহে ! ভবেশ তাহাকে বিবাহ করে করুক,—তাহাতে আপত্তি নাই।—আমি ইহাকেই বিবাহ করিব !"

বাণী বলিল, "দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছেন,—চলুন !"

রমেশ বাবু সবেগে বলিলেন, "তুমি আমায় বিবাহ করিবে ?"

বাণী মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, তৎপরে অবনতমস্তকে সলজ্জভাবে ধীরে-ধীরে বলিল, আপনার ন্যায় স্বামি পাইতে কাহার না ইচ্ছা ?"

রমেশ বাবু উন্মত্ত হইলেন,—জ্ঞানশূন্য হইলেন, তিনি কি করিতেছেন, তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। সেই জনশূন্য স্থানে তিনি সেই সিক্তবস্ত্রা, সিক্তকেশা বাণীকে হৃদয়ে টানিয়া লইয়া তাহার গোলাপবিনিন্দ ওষ্ঠে পুনঃ-পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন,—বাণী আবেশে চক্ষু মুদ্রিত করিল,—তাহার অপরূপ সুন্দর মুখ লাল হইয়া গেল,—সেই অতুলনীয় রূপ শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

কিয়ৎক্ষণ সে নিশ্চল নিস্পদ ভাবে তাঁহার হৃদয়ে আলুলায়িতভাবে রহিল, তৎপরে সহসা তাঁহার হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া গৃহের দিকে অন্তর্দ্ধ্যত হইল। রমেশ বাবু জ্ঞানশূন্য,—তাঁহার কি হইয়াছে,—তাহা তিনি জানেন না।

তিনি কতক্ষণ তথায় স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন,—তাহা তিনি জানেন না। সহসা কে তাঁহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করায় তিনি লম্ফ দিয়া ফিরিলেন,—দেখিলেন ভবেশ!

তাঁহার মুখ রাগে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে,—তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে, প্রকৃতই ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে। রমেশ বাবু তাঁহার এ ভাব আর কখনও দেখেন নাই!

ভবেশ দন্তে দন্ত পেশিত করিয়া বলিলেন, "তুমি এখান থেকে এখনই যাবে কিনা,—আমি শুন্‌তে চাই?"

ভবেশের এই উদ্ধত কথায় রমেশ বাবুরও হৃদয়ে ক্রোধ উদ্দীপিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি কষ্টে আত্ম-সংযম করিয়া বলিলেন, "ভবেশ তুমি ভুল বুঝিতেছ?"

ভবেশ গর্জ্জিয়া বলিলেন, "আমি তোমার কোন কথা শুন্‌তে চাই না, তুমি এখনই এই মুহূর্ত্তে এখান হতে যাবে কিনা,—আমি তাই শুন্‌তে চাই?"

এবার রমেশ বাবু আর রাগ সামলাইতে পারিলেন না,—বলিলেন, "তুমি কে যে তোমার হুকুম শুন্‌তে হবে?"

"তোর আর আমার একসঙ্গে এ পৃথিবীতে স্থান নাই। হয় তুই মর্ব্বি, কি আমি মর্ব্ব!" এই বলিয়া ভবেশ উন্মত্ত রাক্ষসের ন্যায় রমেশ বাবুকে আক্রমন করিলেন! কি করিতে আসিয়া কি হইল,—রমেশ বাবুও দুর্ব্বল ছিলেন না,—সেই জনশূন্য স্থানে দুইজনে ঘোর-মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল,—নখাঘাতে

দন্তাঘাতে উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া রক্ত ছুটিল,—উভয়েই উন্মত্ত !

সহসা নারী-কণ্ঠ নিঃসৃত বিদ্রূপ হাস্যধ্বনি উভয়ের কর্ণেই প্রবেশ করিল, কে যেন দূরে কাহাকে হাঁসিতে-হাঁসিতে তাঁহাদের বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে, "কর্ম্ম-বিপাক যদি না দেখিয়া থাক,—তো দেখ কর্ম্ম-বিপাক !"
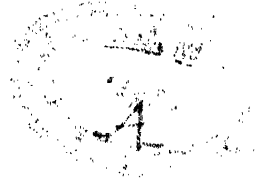
নবম পরিচ্ছেদ।

সত্য না মায়া ?

উভয়ে উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া একসঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন,—উভয়েই অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে,—তাঁহারা দুইবন্ধু হইয়া সহসা কেন উভয়ে উভয়ের এরূপ পরম শত্রু হইলেন,—তাহা তাঁহারা জানেন না! সহসা বিদ্রূপপূর্ণ হাসি কর্ণে প্রবেশ না করিলে এই মল্লযুদ্ধের উপসংহারে কি ভয়াবহ কাণ্ড সংঘটিত হইত, তাহাও তাঁহারা জানেন না! কর্ম্ম-বিপাক কি তাহা তাঁহারা জানিতেন না,—আজ সহসা কে যেন তাঁহাদিগকে এ কথার অর্থ বোধ করাইয়া দিল! যথার্থই তো তাঁহাদের অদৃষ্টে কর্ম্ম-বিপাক ঘটিয়াছে! তাঁহারা কি করিতে এই জনশূন্য ভগ্নদুর্গে আসিয়াছিলেন, আর এখন কি ভয়াবহ কাণ্ড করিতেছেন! কোথায় একসঙ্গে মোহর অনুসন্ধান করিবেন, না দুইজনে একটা সামান্য বালিকার জন্য হাতাহাতি করিয়া রক্তাক্ত কলেবর হইয়াছেন।

দুইজনেরই কথা কহিবার শক্তি ছিল না। উভয়েই পরস্পরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতেছিলেন,—ভবেশ বাবু

তখনও রাগ উপশমিত করিতে পারেন নাই, তখনও কাঁপিতে ছিলেন। রমেশ বাবু বরাবরই শান্তপ্রকৃতির লোক,—তিনি এ অবস্থায়ও ক্রোধকে উপশমিত করিলেন,—বলিলেন, "ভবেশ আমরা পাগল হইয়াছি, নতুবা এমন কাজ করিব কেন? দেখ ইহারাও আমাদের ব্যাপার দেখিয়া হাসিতেছে!"

ভবেশ বলিলেন, "তোমার আমার একসঙ্গে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব।"

রমেশ বাবু ধীর-স্বরে বলিলেন, "কেন, তুমি রাণীকে ভাল বাসিয়াছ বলিয়া?"

ভবেশ গর্জ্জিয়া বলিলেন, "ভালবাসি আর নাই বাসি তোর বাবার কি? তুই এত বড় বদলোক,—যে তাকে একলা জনশূন্য যায়গায় পেয়ে জোর করে চুমো খাস্,—জানিস্ আমি প্রাণ দিয়ে তাকে এ অপমান হতে রক্ষা কর্ব্বো! সে আমায় বে কর্ত্তে সম্মত হয়েছে!"

রমেশ বাবু পূর্ব্বরূপ ধীর-স্বরে বলিলেন, ভুল বুঝিয়াছ,—সে রাণী নয়!

এবার ভবেশ বাবু অতিরাগত হইয়া বলিলেন, "রাণী নয়!—আবার মিথ্যা কথা!—আমায় কি তুই কানা স্থির করেছিস্?"

রমেশ বাবু বন্ধুর অসদ্ব্যবহারে রাগত ও মর্ম্মাহত হইতে ছিলেন সত্য, কিন্তু সে অজ্ঞানতা বশতঃ এরূপ করিতেছে, ভাবিয়া—তিনি আত্মসংযম করিতেছিলেন,—ধীরে-ধীরে বলিলেন,

"তুমি ভুল বুঝেছ।—সে রাণী নয়,—সে তাহার জমজ বোন, তার নাম বাণী!"

এবার ভবেশ বিস্মিত হইলেন,—বিস্ফারিতনয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তার জমজ বোন!"

রমেশ বলিলেন,—"হাঁ—আমি অনর্থক তোমায় মিথ্যাকথা বলিব কেন? সত্যকথা বলিতে কি আমিও তাহাকে প্রথমে রাণীই ভেবেছিলাম।"

ভবেশ বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক,—এক রকম চেহারা?"

রমেশ বাবু বলিলেন, "হাঁ,—তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হবার কোন কারণ নাই,—জমজেরা ঠিক এইরকম হয়! আর তুমি জান যে, তুমি এখানে যাকে দেখেছ,—সে কখনই রাণী হতে পারে না।"

ভবেশ বলিয়া উঠিলেন, "কেন?"

রমেশ বাবু বলিলেন, "পাঁচমিনিটও হয়নি, রাণী গোয়ালঘরের কাছে তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছিল,—সে এখানে এত শীঘ্র কেমন করে আসবে?"

এ কথায় ভবেশ একেবারে বিস্মিত হইলেন,—চিন্তিতভাবে বলিলেন, "সে কথা ঠিক,—সে এখানে কেমন করে আসবে?" তৎপরে একটু নীরব থাকিয়া অতি-গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তুমি লুকিয়ে আমাদের দেখেছিলে?"

রমেশ বলিলেন, "তোমার কাছে লুকাব না—আমি দেখেছিলাম। যখন আমি বাণীকে দেখিনি,—তখন সত্যকথা

বল্‌তে কি, আমার প্রাণ রাণীর জন্যে ব্যাকুল হয়েছিল,—আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বল্‌ছি,—আমি তাকে একেবারেই চাই না,—তোমার ইচ্ছা হয়,—তুমি এখন তাকে বে কর।”

ভবেশ বাবু বলিলেন, “সে আমায় বে কর্ত্তে রাজি হয়েছে ?”

রমেশ বলিলেন, “ভালই, আমার তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই; বরং আমি সর্ব্বান্তঃকরণে খুসি হব!”

ভবেশ বলিলেন, “তার বোনকে কি তুমি বিবাহ করিবে!”

রমেশ বাবু বলিলেন, “বোধ হয়,—কারণ ইহাতে তার আপত্তি নাই,—তবে——”

“তবে কি ?”

“তবে আমি প্রথমে মোহরের সন্ধান না করে কিছুই কর্ব্বো না। দেখিতেছি ইহাদের বাপ বাড়ী নাই।”

“কথকতা করিতে বিদেশে গিয়াছেন,—শীঘ্রই ফিরিবেন।”

“দেখিতেছি তুমি অনেক কথা শুনিয়াছ,—আমি জানিতাম না,—যাহা হউক,—জোর করিয়া বিবাহ চলে না,—তিনি সম্মত না হলে কিছুই হবে না! আর সম্মতি ঐ টাকার উপর নির্ভর কর্ব্বে,—সুতরাং আমায় প্রথম মোহর অনুন্ধান কর্ত্তে হবে।”

“মোহর আমিও যে চাই না তা নয়,—তবে রাণী যদি ভালবাসার জন্য আমায় বে না করে,—কেবল টাকাই চায়,—তা হলে আমি এখন তাকে চাই না ?”

"হতে পারে সে তোমায় খুব ভালবাসিয়াছে,—টাকার কথা ভাবিবে না——"

"নিশ্চই নয়——"

"সে ভালই কথা। আমাদের সে কথা লইয়া বাদানুবাদ করিয়া লাভ কি,—আমি যাহা করিব,—তাহা তোমায় বলিলাম।"

"না—আমার রাগ করা অন্যায় হয়েছে,—রাগের মুখে যা হয়ে গেছে,—কিছু মনে কর না।"

এই বলিয়া ভবেশ বাবু হাত বাড়াইয়া দিলেন, রমেশ তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আমাদের মারামারি করা লজ্জার বিষয়। যা হবার হয়ে গেছে,—এখন এস,—স্নান করে গায়ের রক্ত ধুয়ে ফেলি।"

দশম পরিচ্ছেদ

কি করা উচিত ?

ভবেশ নিজ ব্যবহারে লজ্জিত হইয়াছিলেন, কোন কথা কহিলেন না,—বহুক্ষণ নীরবে গাত্র প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন,—নানা-চিন্তায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল,— তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল;—তিনি কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না,—কিন্তু এটা স্থির,—তিনি রাণীর জন্য উন্মাদ হইয়াছেন,—তাহাকে না পাইলে তিনি আত্মহত্যা করিবেন। তাহার অভাবে তাঁহার প্রাণ শ্মশানে পরিণত হইবে,—তিনি যে কি হইবেন তাহার স্থিরতা নাই! সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন, "রাণীর যদি কোন জমজ বোন থাকিত,—তাহা হইলে সে কি আমায় প্রথমেই সে কথা বলিত না! অথচ যাহাকে তোমার কাছে দেখিলাম, সে ঠিক রাণীর মত দেখ্‌তে হলেও কিছুতেই রাণী হতে পারে না,—সে কেমন করে এতশীঘ্র পুকুর ধারে আস্‌বে ?"

রমেশ বাবু বলিলেন,—"আমারও তাকে রাণী বলে মনে হয়েছিল,—কিন্তু সে যখন বল্লে যে, সে রাণী নয়,—তাহার

ভমজ বোন,—তখন বুঝিতে পারিলাম, যে তা হলে তার পুকুরে স্নান কর্ত্তে আসা আশ্চর্য্য নয়?"

ভবেশ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "রমেশ যা হয়ে গেছে,—কিছু মনে কর না। তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব।"

"কি বল?"

"আমাদের মারামারি দেখে অমন করে ঠাট্টার ছলে হাস্‌ছিল কে?"

"কেমন করে বল্‌ব—হয় রাণী, না হয় বাণী—এখানে আর কে আছে?"

"কর্ম্ম-বিপাক বল্লে কে?"

"তা ভাই বল্‌তে পারিনে—বোধ হয় তারাই!"

"কর্ম্ম-বিপাক মানে কি?"

"যা আমাদের হয়েছে,—আর হচ্চে।"

"আমাদের কি হয়েছে,—আর হচ্চে?"

"এই চারবন্ধুতে এখানে এই দুর্গমস্থানে বড়লোক হব বলে, মোহর খুঁজতে এলাম,—হলো কি? দুজন কোথায় গেল,—তাদের কি হলো তা আমরা জানি না,—তারপর আমরা দুজন এখানে এসে, মারামারি রক্তারক্তি কচ্চি, এর চেয়ে আর কর্ম্ম-বিপাক কি হতে পারে?"

ভবেশ বাবু আবার চিন্তিতমনে কিয়ৎক্ষণ অঙ্গ প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন,—তৎপরে বলিলেন, "এরা আমাদের নিয়ে মজা কর্ব্বে,—তা কি তোমার মনে হয়?"

রমেশ বলিলেন, "ভাই,—সত্যকথা বলিতে কি,—আরও গুরুতর সন্দেহ আমার হয়।"

ভবেশ রমেশ বাবুর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "গুরুতর সন্দেহ—সে কি?"

রমেশ বলিলেন, "বোধ হয় তোমার তা শুনে কাজ নেই—তুমি বিশ্বাস করিবে না?"

ভবেশ বলিলেন, "তোমার সঙ্গে মারামারি হয়েছে সত্য,—আমি ভুল বুঝে পাগল হয়ে অন্যায় করেছি সত্য,—তাতে আশা করি আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয় নি!"

রমেশ বলিলেন, "নিশ্চয়ই নয়,—আমি তাতে কিছু মনে করি নাই।"

"তবে তুমি কি সন্দেহ করেছ,—আমায় বল।"

"ভাই আমার মনে——"

"আবার থাম্‌লে কেন,—বল।"

"আমার মনে হয় যেন এ সব মায়া,—কিছুই সত্য নয়?"

ভবেশ বাবু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ সব মায়া! সে কি—খুলে বল?"

রমেশ বাবু ধীরে-ধীরে বলিলেন, "আমরা এই দুর্গম স্থানে ভুতের দৌরাত্ম্য আছে,—তাহা শুনিয়াছি,—বোধ হয় তুমি এ গল্পও শুনিয়া থাকিবে যে এই রকম যেখানে টাকা পোঁতা থাকে,—সে টাকা যক্ষিতে রক্ষা করে——"

ভবেশ বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তা হলে তুমি বলিতে চাও,—ঐ ব্রাহ্মণের বাগান ও বাড়ী,—তার দুই মেয়ে,—তার গরু-বাছুর ঘর ঢেকশালা—সব মিথ্যা! যক্ষিতে এই সব কচ্চে!"

রমেশ বাবু ধীরে-ধীরে বলিলেন, "সত্যকথা বলিতে কি—আমার সময়-সময় তাই যেন মনে হয়।"

ভবেশ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "এ দিনের বেলা,—এই দুপুর রৌদ্রে, এই ঘর, বাড়ী, বাগান, গরু-বাছুর, ছাগল, মেয়ে সব মিথ্যা,—সব মায়া! রমেশচন্দ্র তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!"

রমেশ বাবু বলিলেন, "আমি জানি তুমি এ কথা শুনে হাস্‌বে! আমার মনে কখনও-কখনও এ সন্দেহ আস্‌চে বলে আমিও লজ্জিত—কিন্তু নানা-কারণে আমার সন্দেহ হচ্চে!"

"আমিতো সন্দেহের কোন কারণ দেখ্‌ছি না—তুমি কি দেখেছ বল?"

"এই প্রথম গুণেন ও গোবিনের কোন সন্ধান নেই!"

"সে দুই গাধাই গাছতলায় এতক্ষণে এসে বসে আছে।"

"তারপর এখানে যে এমন বাড়ী, ঘর, লোকজনের বসতি আছে,—তাহা আমাদের কেহ বলে নি! যদি ইহারা এখানে বাস করে,—তবে কি দূরের গ্রামের লোকে তাহার কিছুই জানিত না।

ভবেশ বাবু হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "বাবু হে চক্ষু কর্ণের অপেক্ষা সাক্ষী কেউ নেই। দিন-দুপুরে আমরা যা দেখ্‌ছি,—তা এ সব যদি মায়া, ভৌতিককাণ্ড হয়, তবে তাকে যে গাধা মনে কর্ব্বো—তাহার মাথা যে সম্পূর্ণ খারাপ হয়ে গেছে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমায় যা বল্লে, বল্লে,—এ কথা আর কাকেও বল না। আর যদি প্রাণে ভয় পেয়ে থাক,—সরে পড়ো,—এখানকার যা কর্ব্বার তা আমি কর্ব্ব। যদি মোহর পাই,—ধর্ম্মসাক্ষী করে বল্‌ছি,—ফাঁকি দিব না,—ন্যায্য বখ্‌রা পাবে?"

রমেশ বাবু বন্ধুর কথায় উত্তর দিলেন না,—নীরবে স্নান করিতে লাগিলেন, এইসময়ে পুষ্করিণীর তীর হইতে কে বলিল, "তোমাদের কি আজ স্নান শেষ হইবে না? ভাত নিয়ে কতক্ষণ বসে থাক্‌ব?"

একাদশ পরিচ্ছেদ

মুস্কিলে

উভয়েই স্তম্ভিত হইয়া উপরে পুষ্করিণীর পাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন,—দেখিলেন রূপে চারিদিক বিভাবিত করিয়া দণ্ডায়মানা—সেই বালিকা,—রাণী বা বাণী চিনিবার উপায় নাই! এক চেহারা,—এক গলার স্বর, এক ভাবভঙ্গি,—জমজেরা ঠিক এইরূপই হয়, কিন্তু বন্ধুদ্বয় মহা-মুস্কিলে পড়িলেন,—তাঁহারা এই বালিকা রাণী না তাহার ভগিনী বাণী, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না,—উভয়েই নীরবে অনিমিষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, কে হাসিয়া বলিল, "শীঘ্র করে উঠে এস,—ভাত হয়ে গেছে,—আমি ভাত বাড়তে যাই।" এই বলিয়া পুষ্করিণীর তীর হইতে চলিয়া গেল,—রমেশ ও ভবেশ সত্বর জল হইতে উঠিয়া উপরে আসিলেন, কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। তখন ভবেশ বলিলেন, "রমেশ, এ রাণী না বাণী?"

রমেশ বাবু বলিলেন, কি রকমে বল্‌ব,—দুজনের চেহারা ঠিক এক রকম।"

ভবেশ বলিলেন, "তা হলে তুমি তোমার বাণীকে চিনিবে কিরূপে ?"

রমেশ বলিলেন, "যদি আমি এখানে দু-দশদিন থাকি, আর যথার্থ তাকে বে করার ইচ্ছা করি,—তা হলে একটু ঘনিষ্ঠতা হলে, তখন কে রাণী ও কে বাণী তা চেনা কষ্টকর হবে না !"

ভবেশ বলিলেন, "ঠিক বলেছ চল। কয়েকপদ গিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি বিবাহ করিবে কিনা, এখানে দিনকত থাকিবে কিনা, ইহা কিছুই স্থির কর নি !"

রমেশ বলিলেন, "না ভাই,—এখনও কিছু স্থির করি নি !"

ভবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কচি খোকাটী নও,—এখনও ঠিক কর নি কেন ?"

রমেশ বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তুমি যতই কেন হাস,—আমার মন বল্‌ছে, এখানে থাকৃলে আমাদের কষ্ট পেতে হবে ?"

ভবেশ বিদ্রূপস্বরে বলিলেন, "তা হলে সরে পড় না কেন !"

রমেশ দুঃখিতান্তঃকরণে বলিলেন, "এখনও স্থির কর্ত্তে পারি নি !"

উভয়ে আর কথা কহিলেন না, নীরবে ব্রাহ্মণ গৃহে আসিলেন,—ভবেশ মহা-উৎফুল্ল, কিন্তু রমেশ অতি-বিষন্ন !

চণ্ডিমণ্ডপে ব্যাগ ছিল,—উভয়ে ব্যাগ খুলিয়া কাপড় বাহির করিয়া কাপড় পরিবর্ত্তন করিলেন,—নীরবে উভয়ে কাপড় বাহিরে শুখাইতে দিয়া ফিরিলেন,—এই সময়ে বালিকা আসিয়া বলিল, "এস,—ভাত দেওয়া হয়েছে!"

ভবেশ মৃদুস্বরে বলিলেন, "এ তো রাণী,—তোমার বাণী কই?" রমেশ বাবুও মৃদুস্বরে বলিলেন, "তাই হবে,—সে নিশ্চয়ই ভিতরে আছে।"

উভয়ে ভিতরে আসিয়া দেখিলেন দুইখানি কাল পাথরে ভাত ও বিভিন্ন পাত্রে নানা ব্যঞ্জন দেওয়া হইয়াছে,—কিন্তু বালিকা একটী, দুইটী কই? যদি ইহারা দুই ভগিনী হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অপর ভগিনীও আহারের সময় উপস্থিত হইত;—তাহারা উভয়েই উদ্‌গ্রীব-ভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন,—কিন্তু কোনদিকে আর কাহাকেও দেখিতে পাই-লেন না, বাড়ীতে যে আর কেহ আছে, তাহা বোধ হইল না।—চারিদিক এমনই নীরব, নিস্তব্ধ!

ভবেশ বাবু আহারে বসিয়া বলিলেন, "রাণু—তোমার বোন্ কই?"

রাণী বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমার বোন্—সে আবার কে?"

"কেন তোমার জমজ বোন্?"

"আমার কোন জন্মে কোন বোন নেই!"

ভবেশ বঙ্কিম-নয়নে রমেশ বাবুর দিকে চাহিলেন, মনে-মনে

বলিলেন, "আমার সঙ্গে এ রকম বদমাইশী!" রমেশ বাবুও নিতান্ত বিস্ময়ে বালিকার দিকে চাহিতেছিলেন,—কেমন তাঁহার হৃদয় এক অভাবনীয় ভয়ে পূর্ণ হইয়া যাইতেছিল,—তাঁহার মনের কি ভাব হইতেছে,—তাহা তিনি জানেন না।

ভবেশ অতি-ভয়াবহ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "একটু আগে পুকুরের কাছে রমেশ কার সঙ্গে কথা কচ্ছিল?

"আমার সঙ্গে?"

"একটু আগে তুমি গোয়ালঘরের কাছে আমার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে,—কেমন করে সেখানে গেলে?"

"অনেক সোজা পথ সেখানে যাবার আছে, মশায়কে কি সে সব জবাবদিহি কর্ত্তে আমি বাধ্য? ভদ্রতা করে অতিথ বলে খাবারদাবার দিচ্চি—তাই বুঝি তার প্রতিফল হচ্চে?"

"তা—তা নয় রাণী,—রাগ কর না,—এই লোকটা আগাগোড়া আমার সঙ্গে কারচুপি খেল্‌ছে।"

"সে তোমরা দুজনে বোঝগে।"

ভবেশ প্রায়-আর্দ্ধ-উত্থিত হইয়া অতি-সবেগে বলিলেন, "এই বদমাইশ তোমার,—তোমার চুমো খেয়েছে,—তুমি কি তাকে বলেছিলে?"

রাণী সকরুণস্বরে বলিল, "তোমরা যে এ রকম লোক তা জানতেম না। একলা পেয়ে জোর করে আমায় চুমো খেলে?"

"তবে রে শালা!" বলিয়া ভবেশ উন্মাদের ন্যায় লম্ফ দিয়া উঠিলেন,—পদাঘাতে ভাত-ব্যঞ্জন দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন, "জমজ বোন,—তার নাম রাণী,—এত মিথ্যেকথা! অসহায় পেয়ে ছেলেমানুষের ওপর অত্যাচার!"

ভাত-ব্যঞ্জন দূরে গেল,—আহার জাহান্নবস্থ হইল,—ভবেশ বাবু আবার ভীমবীর্য্যে রমেশকে আক্রমণ করিলেন। রাণীর কথায় রমেশ বাবু বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন,—কি হইল, সহসা তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না—ভূমে পতিত হইয়া ভাত-ব্যঞ্জনে আবরিত হইলেন। ভবেশ পাগল হইয়া তাঁহার গলা টিপিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতেছে,—তাঁহার বুকে দুইহাঁটু দিয়া বসিয়াছে! প্রাণ যায়,—তখন আর অন্য চিন্তা করিবার সময় নাই,—প্রাণরক্ষা করিতেই হইবে। রমেশ শান্তপ্রকৃতি ছিলেন,—সহসা তাঁহার শোণিত উত্তপ্ত হইত না,—কিন্তু তাঁহার দেহে ভবেশ অপেক্ষা অসীম বল ছিল,—তিনি অতি-সহজে ভবেশকে দুইহস্তে তুলিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন,—তিনি মহাশব্দে আঙ্গিনার মধ্যে পতিত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দুর্দ্দশায়

ভবেশ বাবু উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার আর কোন জ্ঞান নাই,—তিনি চাল হইতে একটা বাঁশ টানিয়া লইয়া—রমেশ বাবুকে আক্রমণ করিতে ছুটিলেন,—রমেশ বাবুও নিরু-পায় দেখিয়া একটা বাঁশ তুলিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এইসময়ে এক ভীমকায় পুরুষ আসিয়া সবলে তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল,—তিনি দেখিলেন বালিকা আসিয়া ভবেশকে ও ধরিয়াছে,—ভবেশ তাহার হাত ছাড়াইতে পারিতেছে না,—ক্ষিপ্তসিংহের ন্যায় গর্জ্জিতেছে! কিন্তু তাহার আর কিছু দেখিবার অবসর হইল না। সেই ভীমমূর্ত্তি তাঁহার গলা ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল,—বাগানের প্রান্তভাগে আনিয়া তাঁহার পশ্চাতে দারুণ পদাঘাত করিয়া তাঁহাকে দূর করিল,—রমেশ বাবু বুঝিলেন তিনি গড়ের পরিখার নিম্নে পতিত হইতেছেন। কাঁটা, জঙ্গল, পাথর, ইটের মধ্য দিয়া গড়াইতে গড়াইতে শেষ তিনি পরিখায় নির্জ্জন স্থানে আসিয়া পতিত হইলেন। বোধ হয় অজ্ঞান হইয়াছিলেন,—যখন তাঁহার জ্ঞান হইল,—তখন প্রায়-সন্ধ্যা হইয়াছে তিনি

দেখিলেন তিনি ক্ষত-বিক্ষতদেহে সেই পরিখার মধ্যে পতিত রহিয়াছেন।

কি হইয়াছে,—তিনি কোথায় রহিয়াছেন,—কিয়ৎক্ষণ তিনি তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে ধীরে-ধীরে তাঁহার সকল কথাই মনে হইতে লাগিল,—সেই বন্ধুদিগের সহিত এই দুর্গম স্থানে আগমন,—সেই মোহরের সন্ধানে সকলের প্রস্থান,—তাহার পর এ সকল কি,—

সত্য না মায়া?

যাহা দিনের বেলা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন,—তাহা মিথ্যা বলিবেন কিরূপে? রাণী মিথ্যা নহে,—মূর্খ ভবেশের মিথ্যা হিংসা, বিদ্বেষ, রিষ, মারামারি কখনই মিথ্যা নহে।—তিনি এ জীবনে আর কি কখনও রাণীর সেই চাঁদপানা অপরূপ মুখ দেখিতে পাইবেন,—সে মুখ যে তাহার প্রাণে-প্রাণে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু সুন্দর মুখ হইলে কি হয়? যে এ বয়সেই এত প্রবঞ্চনা, মিথ্যা কথা শিখিয়াছে, তাহাকে কি বিবাহ করা সম্ভব? এরূপ সুন্দরী-স্ত্রী লইয়া, ঘর-সংসার করা চলে না। যে একবার তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহে, আবার পরক্ষণেই ভবেশকে আদর করে, সেতো কুলটা মাত্র,—ভদ্রবরের ঘরণী হইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত,—তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া তাঁহার উপকার ভিন্ন অনুপকার হয় নাই! এত অল্পবয়সে এই ক্ষুদ্র বালিকা এত প্রবঞ্চনা শিখিল কোথা হইতে?

এত মুখরা, এত প্রবঞ্চনা,—ছি, ছি!—স্ত্রীলোকমাত্রেই কি এইরূপ?

এ রকম স্ত্রী লইয়া লক্ষ-লক্ষ টাকা আনিলেও তো সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই! সংসারে টাকায় সুখ নাই,—সুন্দরী স্ত্রীতে সুখ নাই,—ভালবাসায় সুখ নাই,—কেবলই যন্ত্রণা—কেবলই যন্ত্রণা,—ছি, ছি! ইহাপেক্ষা সংসার ত্যাগ করিয়া বনে-জঙ্গলে গিয়া সন্ন্যাসী হইয়া থাকা, সহস্রগুণ শ্রেয়। ছি, ছি!

রমেশ বাবু বহুক্ষণ সেই নির্জ্জন, জনশূন্য স্থানে বসিয়া রহিলেন,—ক্রমে চারিদিক ধীরে-ধীরে অন্ধকার হইয়া আসিল,—তাহার ভয় হইল,—আবার সেই কথা মনে হইল,—সন্দেহে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। এ সকল কি ভৌতিক কাণ্ড বিশ্বাস হয় না,—আমার সন্দেহ হয়। যাহা হউক,—এখানে রাত্রিযাপনও সম্পূর্ণ অসম্ভব। অধিক অন্ধকার হইলে, তিনি বোধ হয়, আর এখান হইতে যাইতে পারিবেন না। তাঁহার হৃদয়ে এক মহা ঝটিকা উত্থিত হইতেছিল,—সংসারের উপর, আহারের উপর,—সমস্ত স্ত্রীজাতির উপর এক বিসদৃশ ঘৃণা জন্মিয়াছিল,—সংসারবিরাগে তাহার হৃদয় ওতোপ্রোত হইতেছিল,—তাঁহার আর মোহর লাভ করিয়া বড় লোক হইবার ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার হৃদয় সহস্রবার বলিতেছিল,—সংসারে থাকিলে কেবলই দুঃখ,—সংসারে আসিয়া লাভ কি?

সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা,—তিনি উঠিলেন,—এখন কোন গতিকে এস্থান পরিত্যাগ করিতে পারিলেই হয়। কি করিতে আসিয়া কি হইল? গোবিন ও গুণেন কোথায় গেল? হতভাগা ভবেশকে কি এখানে এইভাবে ফেলিয়া যাওয়া উচিত? আর তাঁহার কাছে,—উচিত, অনুচিত কিছুই নাই। তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হইয়াছে! তিনি গৃহ-সংসারে সুখে-স্বচ্ছন্দে ছিলেন,—কোথা হইতে ভবেশ এই মোহরের কাগজ আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিল,—টাকার লোভ জন্মাইয়া দিল,—তাঁহার বড়লোক হইবার ইচ্ছা বলবতী হইল,—নতুবা তিনি কখনই এ দুর্গমস্থানে আসিতেন না,—তাঁহার এ দুর্দ্দশাও হইত না? ছি, ছি,—টাকার লোভ এতই খারাপ।

রমেশ বাবু কাতরচিত্তে এইসকল চিন্তা করিতে-করিতে অতি-কষ্টে ভাঙ্গা পরিত্যক্ত দুর্গের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন,—তখন তিনি অতি-দ্রুতপদে তাঁহাদের পূর্ব্ব গাছতলার দিকে চলিলেন। কিয়দ্দূর গেলে,—তিনি পশ্চাতে কাহার পদশব্দ পাইলেন,—ভবেশ ভাবিয়া তিনি দাঁড়াইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাস।

যিনি আসিলেন, তিনি ভবেশ নহেন। তিনি এক মুণ্ডিত মস্তক গেরুয়াধারী জ্যোতির্ম্ময়মূর্ত্তি সন্ন্যাসী,—তখন বেশ একটু অন্ধকার হইয়াছে,—তাহাই বোধ হয় তিনি রমেশ বাবুকে লক্ষ্য করিলেন না,—দ্রুতপদে তাহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন,—এস্থানে এসময়ে একসঙ্গী পাইয়া রমেশ বাবু অতিশয় আশ্বস্ত হইলেন, সবেগে উদ্‌গ্রীবভাবে বলিলেন, মহাশয়,—একটু অপেক্ষা করুন,—আমায় সঙ্গে লউন।"

সন্ন্যাসী দাঁড়াইলেন,—তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কে? এ দুর্গমস্থানে কেন?"

রমেশ বাবু বিনীতস্বরে বলিলেন, "আমি বিদেশী,—কোন কারণে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি,—রাত্রি হইয়াছে,—একলা যাইতে ভয় হইতেছে!"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "সঙ্গে আসিতে পার—কিন্তু——" এই বলিয়া অতি-তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—তৎপরে ধীরে-ধীরে বলিলেন, "এখানে যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলে, তাহা ত্যাগ করিতেছ কেন? "সন্ন্যাসীর—

প্রকৃতযোগীপুরুষের পক্ষে তাঁহার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির মনোভাব অবগত হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে,—তাহাই রমেশ বাবু ভক্তিপূর্ণস্বরে বলিলেন, "সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছি।"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন?"

রমেশ বাবু বলিলেন, "অনেক কারণে,—আপনাকে সকল কথা বলিয়া বিরক্ত করিব না।"

সন্ন্যাসী গম্ভীর হইলেন,—বলিলেন, "এইখানে ভগ্নদুর্গে যে দশলক্ষ মোহর আছে,—তাহা জানি,—কিন্তু তাহা লইতে গেলে যে অনেক বিপদাপদ আছে, তাহাও আমি জানি,—টাকার জন্য সকলে পাগল,—সেই টাকা তুমি হাতে পাইয়া পরিত্যাগ করিতেছ কেন?"

রমেশ বাবু বিষণ্নস্বরে বলিলেন, "আমার আর টাকার লোভ নাই!"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বোধ হয় এখানে টাকা পোঁতা আছে,—তাহা সকলেই জানে,—কিন্তু এখানে আরও যে কি আছে, তাহা কেহ জানে না।"

রমেশ বাবু অতি-ব্যাগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি?"

"শুনিয়া লাভ আছে কি?"

"অনুগ্রহ করিয়া বলুন।"

"তবে শোন,—যাহা কেহ জানে না,—তাহাই তোমায় বলিতেছি। এখানে যথেষ্ট স্ফূর্ত্তির জিনিস আছে,—কেহ

জানে না, কিন্তু আমি জানি এখানে পরমাসুন্দরী নর্ত্তকী আছে,—তাহার গৃহে সর্ব্বদা সুরার স্রোত ছুটিতেছে—ইচ্ছা করিলে তুমি মোহর পাইতে পার,—তাহার সঙ্গে-সঙ্গে এই সুন্দরীযুবতীর সঙ্গে পরম-আনন্দে জীবনাতীত করিতেও পার—এমন সুখ ত্যাগ করিতেছ কেন?"

"মহাশয়,—আমি মদ্যপ বা লম্পট নই!"

"ভাল কথা,—এখানে এক সুন্দর জুয়ার আড্ডা আছে,—ইচ্ছা করিলে,—তুমি তোমার লক্ষ-লক্ষ মোহর শতলক্ষ করিতে পার।"

রমেশ বাবু সবেগে বলিলেন, "আমি জুয়া হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করি।"

সন্ন্যাসী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "ভাল,—যদি পরমাসুন্দরী স্ত্রী ইচ্ছা কর,—তবে তাহাও এখানে আছে, তর্কভূষণের কন্যা পরমাসুন্দরী।"

রমেশ বাবু বলিলেন, "আমি তাহাকে দেখিয়াছি?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "যদি রূপে-গুণে-ধন্যা স্ত্রীলাভ করিতে চাও,—তবে তেমন আর কোথায় পাইবে?"

রমেশ বাবু বলিয়া উঠিলেন, "জাল,—জাল—মশায় সবই জাল?"

"কেন,—কিসে বুঝিলে?"

"আমি তাহাকে ভাল রকম দেখিয়াছি। সে আমাদের মধ্যে বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে,—তাহাকে কুলটা ভিন্ন আর

কিছুই বলা যায় না। এমন সুন্দর দেহের ভিতর এমন কালকূটভরা বিষ যে থাকিতে পারে তাহা জানিতাম না। মহাশয়,—আমার সংসারের উপর সম্পূর্ণ বীতরাগ জন্মিয়াছে;—কিছুতেই এ সংসারে সুখ নাই,—তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি,—আমায় দীক্ষা দিন,—আমি ভগবানের নামে জীবন কাটাই।"

সন্ন্যাসী কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "যথার্থই কি তোমার মনের এই অবস্থা হইয়াছে,—এত টাকা,—এমন সুন্দরী স্ত্রী,—অথবা সুন্দরী নর্ত্তকী পাইয়াও, তুমি তাহা পরিত্যাগ করিতেছ?"

রমেশ বাবু সবেগে বলিলেন, "আমার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে,—সমস্ত পৃথিবীর উপর ঘৃণা জন্মিয়াছে,—এখানে জাল, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই নাই। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমায় দীক্ষা দিন।"

সন্ন্যাসী ধীরে-ধীরে বলিলেন, "তবে সঙ্গে এস,—কিয়দ্দিন সঙ্গে থাক,—যদি প্রকৃতই তোমার মনে এইরূপ বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে,—তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি তোমায় দীক্ষিত করিব,——এস।"

সন্ন্যাসী দ্রুতপদে চলিলেন,—রমেশ বাবু টাকার কথা,—বন্ধুদিগের কথা,—সকল কথা বিস্মৃত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ছুটিলেন। সংসারের **কর্ম্ম-বিপাক**,—তাঁহাকে লইয়া চলিল!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

প্রেমের পরিণাম

রমেশকে দূর করিয়া দিয়া, ভীমমূর্ত্তি-পুরুষ ভবেশের দিকে ফিরিলেন। রাণী পরমাসুন্দরী বটে,—তবে সে, যে নিতান্ত চঞ্চলা, মুখরা তাহাতে সন্দেহ কি? সে, যে তাহার জমজ-ভগিনী আছে বলিয়া, হতভাগ্য রমেশ ও ভবেশের সহিত মজা করিতেছিল,—তাহাতেই বা সন্দেহ কি? রমেশ ও ভবেশ তাহার সুন্দর মুখ দেখিয়া, একেবারে আত্মহারা হইয়াছিলেন,—কিন্তু রমেশের প্রেম ভাসা-ভাসা ছিল,—তখনও তাহা পূর্ণগাঢ়ত্বে পরিণত হয় নাই,—তাহাই তিনি তাহার মায়া,—এই প্রেমের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পালাইতে সক্ষম হইলেন,—কিন্তু তিনি এই অপরূপ বালিকাকে দেখিয়াই ভাল বাসিয়াছিলেন,—তাহাই তাহার চঞ্চলপ্রকৃতি, তাহার প্রবঞ্চনা, জাল দেখিয়া তাঁহার সংসারের উপর,—সমস্ত স্ত্রী-জাতির উপর,—বিষদৃশ ঘৃণা জন্মিয়াছিল,—সমস্ত পৃথিবীর উপর বীতরাগ ঘটিয়াছিল,—তিনি তাহাই সংসার ত্যাগ করিয়া পালাইলেন,—কিন্তু হতভাগ্য ভবেশ তাহা পারিল না,—তাঁহার প্রেমে লালসা জড়িত থাকায়,—তাহা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির

ন্যায় ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল,—তাহা দমিত করিবার ক্ষমতা ভবেশের ছিল না। তিনি টাকা চাহেন না,—পিতা-মাতা, ঘর-সংসার, ধন-দৌলত, কিছুই চাহেন না,—তিনি এই বালিকাকে চাহেন,—তাহার জন্য তিনি উন্মত্ত হইয়াছেন,—তাহাকে না পাইলে, তিনি উন্মাদ হইয়া যাইবেন,—তাঁহার জন্য তিনি করিতে পারেন না,—এমন কাজই নাই! যে রমেশকে তিনি একদিন প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন,—ভক্তিমান্য করিতেন,—আজ তাহারই উপর তাঁহার মর্ম্মান্তিক আক্রোশ;—ভীমমূর্ত্তি তাঁহাকে এরূপ নির্ম্মম পদাঘাতে দূর করিয়া দেওয়ায়, তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল! সংসার কি অদ্ভুত স্থান।

রাণী ভবেশের হাত ধরিয়াছিল,—মৃদু-স্বরে বলিল, "ইনিই আমার বাবা!"

ভবেশ অতি-বিস্ময়ে লোকটীর দিকে চাহিলেন। পিতা ও কন্যার কি প্রভেদ! কন্যা দেবী-মূর্ত্তি,—আর পিতাকে দানব-মূর্ত্তি বলিলেও ক্ষতি হয় না! ভবেশ বাবু প্রকৃতই অতিশয় বিস্মিত হইলেন! তাঁহার প্রাণে একটু ভয়ও হইল;—তাঁহার কেমন সন্দেহ-সন্দেহ ভাব হইতে লাগিল। রমেশ বাবুর কথা স্মরণ হইল,—যথার্থই কি এই সকল

ভৌতিক ব্যাপার?

কিন্তু বালিকার সুন্দর মুখ তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে অঙ্কিত হইয়াছিল,—তিনি একরূপ বল সহকারে নিজ মন হইতে

এইসকল চিন্তা দূর করিলেন। মনে-মনে হাসিয়া বলিলেন, পাগল না হইলে, এ সন্দেহ হয় না। রমেশ পাগল,—তাহাই এই সকলকে ভূতের খেলা মনে করিয়াছে?"

এইসময়ে রাণীর পিতা বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তুমি আমার মেয়েকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছ?

ভবেশ বাবু সহসা এ প্রশ্নে স্তম্ভিত হইলেন,—তবে রাণী ইহারই মধ্যে সকল কথা তাহার পিতাকে বলিয়াছে,—তাঁহার প্রতি তাহার প্রণয় না জন্মিলে,—আর সেই কথা পিতাকে না বলিলে,—তিনি রমেশকে কখনই এরূপভাবে দূর করিতেন না। তবে রাণী তাঁহাকে একটু ভালবাসিয়াছে? কথা মনে হওয়ায় ভবেশ বাবু আনন্দে বিভোর হইলেন,—মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে-করিতে বলিলেন, "আজ্ঞে—আপনি অনুমতি করিলে,—আমি সদ্বংশজাত,—আর আমি—শীঘ্রই বড়লোক হইব।"

বালিকার পিতা সেইরূপ বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কিসে?"

ভবেশ বাবু মোহরের কথা বলিলেন, শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমিও এ কথা শুনিয়াছি বটে,—তবে সত্য-মিথ্যা জানি না।"

চণ্ডিমণ্ডপে ব্যাগ ছিল,—ভবেশ বাবু ছুটিয়া গিয়া ব্যাগ আনিলেন,—তৎপরে ব্যাগ খুলিয়া তাঁহার হস্তে নক্সা ও কাগজ দিয়া বলিলেন, "দেখুন।"

ব্রাহ্মণ অতি-সন্তর্পণের সহিত নক্সা দেখিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ দেখিয়া ধীরে-ধীরে বলিলেন, "মোহর পাইবার সম্ভাবনা আছে,—কিন্তু দেখিতেছি তুমি কেবল সিকিমাত্র পাইবে?"

ভবেশ বাবু সবেগে বলিয়া উঠিলেন, "আর তিনজন নিশ্চয়ই চলে গেছে,---এখন মোহর সব আমার!"

বালিকার পিতা বিকট-মৃদুহাস্য করিলেন, সেই হাসিতে ভবেশ বাবুর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি রাণীর জন্য পাগল হইয়াছেন বটে কিন্তু এমন শ্বশুর লাভের প্রত্যাশা করেন নাই।

ভাবি শ্বশুরমহাশয় বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দিতে আপত্তি নাই। তবে আমার এক প্রতিজ্ঞা আছে।"

ভবেশ বাবু মস্তক কণ্ডুয়নপরায়ণ হইয়া বলিলেন, "কি আজ্ঞা করুন!"

তিনি বলিলেন, "যে আমার রাণীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিবে,—আমি কেবল তাহার সহিত আমার মেয়ের বিবাহ দিব।"

ভবেশ বাবু মহোৎসাহে অতি-উদগ্রীবভাবে বলিলেন, "আমি রাণীর জন্য পাগল,—আমি তাহাকে প্রাণমন দিয়া ভালবাসিয়াছি।"

"প্রমাণ?"

"কি রকমে প্রমাণ করিব,—আমায় বিশ্বাস করুন,—আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলিতেছি——"

"যে নিজের বন্ধুদিগকে ফাঁকি দিতে পারে, তাহার শপথের কোন আস্থা নাই।"

"কিসে আপনার বিশ্বাস হয়,—বলুন। আপনি যাহা বলিবেন,—তাহাই করিব। আমি তাহাকে যত ভালবাসি,—তত আর এ জগতে কেহ বাসিতে পারিবে না।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বিপাকে।

রাণীর পিতা কিয়ৎক্ষণ অতি-ভয়াবহদৃষ্টিতে হতভাগ্য ভবেশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বালিকার জন্য নিতান্ত উন্মত্ত না হইলে ভবেশ বাবু এরূপ লোকের কন্যাকে বিবাহ করিতেন কিনা সন্দেহ। তিনি মনে-মনে বলিলেন, লোকটা যে ভয়ানক তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই,—কিন্তু ইহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? একবার বিবাহ হইলে,—আমি মোহরগুলি লইয়া স্ত্রীর সহিত কলিকাতায় চলিয়া যাইব,—তখন আর ইহার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রাখিলেই চলিবে! মোহর কিছু চায় না হয় দেওয়া যাইবে।"

কিয়ৎক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, বালিকার পিতা বলিলেন, "তুমি আমার কন্যাকে যথার্থ ভালবাস কিনা,—তাহা আমি জানি না। অন্ততঃ একমাস আমি তোমায় দেখিতে চাহি, এই একমাস আমি তোমাকে যাহা হুকুম করিব,—তাহাই তোমায় করিতে হইবে। ইহাতে সম্মত হও,—আমি তোমার সহিত মেয়ের বিবাহ দিব।"

এইবার ভবেশ বাবুর হৃদয় কাঁপিল,—তিনি রাণুর দিকে

চাহিলেন,—দেখিলেন, তাহার সুন্দর মুখ মধুমাখা হাসিতে বিভাসিত হইতেছে! সে তাহার বিলোলচক্ষে তাঁহাকে ইঙ্গিত করিল,—তিনি সবেগে বলিলেন, "আমি সম্মত আছি,—আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বেশ ভাল, আমি গড় হইতে ইট আনিয়া একটা কোটাঘর করিবার ইচ্ছা করিয়াছি,—এখানে আর কোন লোক্ নাই;—তোমার ইট আনিতে হইবে,—এখন যাও, গরু চরাইয়া আন।"

ভবেশ বাবু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন,—তিনি বুঝিলেন যে এই ভয়ানকলোক এই একমাসকাল তাহার জীবন নরকময় করিয়া তুলিবে,—কিন্তু উপায় নাই,—তিনি রাণুকে না পাইলে পাগল হইবেন। তাহার জন্য সহস্র কষ্ট তাঁহার কষ্ট বলিয়া বোধ হইবে না। তিনি নীরবে গরু চরাইতে চলিলেন।

সেইদিন হইতে রাণুরও ঘোর পরিবর্ত্তন হইল, সে আর তাঁহার সহিত বড় একটা কথা কহে না,—তবে প্রত্যহ তিনি তাহাকে দেখিতে পান, সময় সময় সে তাহার মধুর হাসিতে তাহার দগ্ধপ্রাণ সুশীতল করে,—তাঁহার প্রেমাবেগ সহস্রগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়,—তিনি তাঁহার সকল দুঃখকষ্ট নিমিষ মধ্যে বিস্মৃত হয়েন।

দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে গাধার খাটুনি খাটাইতেছে! গরু চরান,—ইট বহন,—ইট ভাঙ্গা প্রভৃতি এমন কাজ নাই,

যাহা তাঁহাকে করিতে হইতেছে না,—দিনরাত্রের মধ্যে তাঁহার একমুহূর্ত্ত বিশ্রাম নাই,—তাহার উপর বড়বড় কাঁকরযুক্ত চালের ভাত ও কচুশাকের ঘণ্ট ব্যতীত আর কিছুই আহার তাঁহার মিলিতেছে না,—কেবল ইহাই নহে, ক্রমে তাঁহার পরিধানবস্ত্র চিটকাল হইয়া গিয়াছে—ব্রাহ্মণ ভাবি জামাতাকে একখানি পরিষ্কার বস্ত্র পর্য্যন্ত দিতেছে না। ইহার উপর সর্ব্বদা ভৎ র্সনা, গালাগালি, কঠোর-বাক্য-প্রয়োগ, হতভাগ্য ভবেশ বাবু নীরবে নরকাপেক্ষাও নরকে দগ্ধীভূত হইতেছেন,—কিন্তু তিনি এ সমস্তই জীবনে সহ্য করিতেছেন। আর একমাসের বিলম্ব নাই,—একমাস অতীত হইলেই তিনি রাণুকে পাইবেন,—তখন আর তাঁহার ন্যায় সুখী জগতে আর কে থাকিবে? তিনি তো রাণুর কাছে আছেন, রাণুকে প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছেন,—তবে তাঁহার আবার কষ্ট কি?

কিন্তু তাঁহার জীবনের অন্ধকার মধ্যে রাণুর ভালবাসা রূপ ক্ষুদ্র-আলোটুকু যাহা ছিল,—তাহাও দিন-দিন লোপ পাইতে লাগিল। আগে রাণু মধুরহাসি হাসিয়া, তাঁহার প্রতি ভালবাসা দেখাইত, কিন্তু এখন তাহার সেই মধুর হাসি এক ভয়াবহ পৈশাচিক হাসিতে পরিণত হইয়াছে। সে যেন এখন তাঁহার ছিন্ন, মলিন বসন,—তৈলবিহীন কেশ,—তাঁহার দুর্দ্দশার একশেষ দেখিয়া, সর্ব্বদাই বিদ্রূপ করিয়া হাসে। প্রথম-প্রথম তিনি ইহা বিশ্বাস করেন নাই,

কত প্রকারে মনকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন,—কিন্তু এখন রাণু স্পষ্টতঃ তাঁহাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে,—তাঁহাকে দেখিলেই বিদ্রূপ করিয়া হাসে,—তাহাতে ভবেশের মস্তিষ্কের ভিতর সহস্র বিদ্যুৎ ছুটিতে থাকে,—তিনি সম্পূর্ণ উন্মত্ত হইয়া যান। কি করিতে আসিয়া কি হইল,—যখনই তাঁহার মনে এ কথা উদিত হয়,—তখনই তাঁহার কর্ণে কে যেন বজ্রগম্ভীর-স্বরে বলে, "বাপু,—ইহাকেই বলে কর্ম্ম-বিপাক।"

ভবেশ এখনও সম্পূর্ণ পাগল হয়েন নাই,—এই আশ্চর্য্য ? তাঁহার পাগল হইবার আর বিলম্ব নাই! তিনি মনে-মনে শতবার বলিতেছেন, "রমেশের কথা শোনা উচিত ছিল,—এখন দেখিতেছি,—ইহারা রাক্ষস-রাক্ষসী,—আগা-গোড়া আমার সঙ্গে বদমাইসি করিয়া, আমার এ দশা করিয়াছে,—আচ্ছা, আমিও ইহার প্রতিফল দিতে জানি!" তিনি উভয়কেই হত্যা করিবার জন্য অবসর খুঁজিতে লাগিলেন,—কিন্তু সহজে সুবিধা মিলিল না;—বরং হিতে বিপরীত ঘটিল। সহসা ব্রাহ্মণ একদিন ভীম-বলে তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিয়া বিনা-কারণে তাঁহাকে জুতা প্রহার আরম্ভ করিল,—ভবেশ কাতরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। এই ভীমমূর্ত্তির সহিত তাঁহার বলে পারিবার সম্ভাবনা ছিল না;—তিনি বালকের ন্যায় কাঁদিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন,—দেখিলেন, রাক্ষসী রাণু দূরে দাঁড়াইয়া হাসিয়া আকুল হইতেছে,—ভবেশ উন্মাদ হইলেন,—বিকট চীৎকার করিলেন,—তাঁহার পর কি হইল, তাঁহার জ্ঞান নাই।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শেষ-কথা

যখন ভবেশের জ্ঞান হইল,—তখন তিনি কোথায় আছেন,—তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না,—তাঁহার মস্তিষ্ক হইতে যেন তাঁহার জীবনের সকল কথায়ই মুছিয়া গিয়াছে! তিনি উঠিয়া বসিয়া, কিয়ৎক্ষণ দুইহস্তে মস্তক ধরিয়া বসিয়া রহিলেন,—ক্রমে ধীরে-ধীরে তাঁহার সকল কথাই মনে হইল। তিনি চমকিত হইয়া, ব্যাকুল-ভাবে চারিদিকে চাহিলেন,—কিন্তু ব্রাহ্মণের বাড়ী ও বাগানের চিহ্ন কোথায়ও নাই। তিনি কোথায় আসিয়াছেন,—কোথায় পড়িয়াছিলেন,—তখন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিশ্চয়ই তাহাদের বাড়ীর বহু-দূরে কোন স্থানে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সহসা তাঁহার দৃষ্টি কোদাল ও সাবলের প্রতি পতিত হইল,—তিনি ভীত ও চমকিত হইয়া উপরের দিকে চাহিলেন,—হাঁ,—এ তো সেই গাছতলা? তবে কি তিনি গাছতলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন,—ঘুমাইয়া এই ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিয়াছেন? সহসা তাঁহার দৃষ্টি তাঁহার নিজের দেহ ও বস্ত্রের প্রতি পতিত হইল,—তিনি বলিয়া

উঠিলেন, "না—এ তো স্বপ্ন নয়? স্বপ্ন হইলে আমার এ দশা হইবে কেন!"

তাঁহার গলার শব্দ শুনিয়া বৃক্ষের অন্যপার্শ্ব হইতে কে বলিল, "কে ভবেশ?"

ভবেশ বাবু লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—প্রায়চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তুমি কে—তুমি কে?"

এক মস্তকমুণ্ডিত ব্যক্তি ধীরে-ধীরে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন,—উভয়ে উভয়ের দিকে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে উভয়ে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "রমেশ—ভবেশ!"

রমেশ বাবু বলিলেন, "তোমার এ দশা কেন?"

ভবেশ বাবু তাহার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "তোমার মাথা মুড়ান এ বেশ কেন?"

তাঁহাদের উভয়ের প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই এক প্রান্ত হইতে অর্দ্ধ-উলঙ্গ-ব্যক্তি ঊর্দ্ধশ্বাসে সেইখানে ছুটিয়া আসিয়া কাতরে বলিল, "আমায় রক্ষা কর,—আমায় রক্ষা কর,—দোহাই তোমাদের আমায় রক্ষা কর!"

উভয়ে অতি-বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কে গুণেন!"

গুণেন বাবু ভীত,—তাঁহার শরীর থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে? তাঁহার মুখ রক্ত-শূন্য,—চক্ষু বিস্ফারিত,—বোধ হয় তাঁহার কোন বাহ্যজ্ঞান নাই!

রমেশ বাবু তাহাকে যত্নে বসাইলেন,—বলিলেন, "ভয় নাই,—বসো—স্থির হও!"

গুণেন বাবু হতাশভাবে বসিয়া পড়িলেন। এখন ভবেশ বলিলেন, "ভাই,—এ গড় ভয়ানক স্থান,—দেখ কেবল আমারই এ দুর্দ্দশা হয় নাই!"

গুণেন বাবু বলিলেন, "দুর্দ্দশা,—সে দুর্দ্দশা,—সে কষ্টের বর্ণনা হয় না!"

রমেশ বাবু বিষণ্ণ-স্বরে বলিলেন, "আমিও সুখী নই— আমরা সকলেই কি স্বপ্ন দেখেছি।

ভবেশ বলিলেন, "স্বপ্ন কি করে বল্‌ব। এই দেখ আমাদের কোদাল সাবলে মরচে পড়ে গেছে,—স্পষ্টই অনেকদিন কেটে গেছে?"

রমেশ বাবু বলিলেন, "তাহা হইলে এ সকল ভূতের-কাণ্ড বলিতে হয়! এ আবার কে?"

এইসময়ে কে একব্যক্তি বিকট-স্বরে গান গাইতে-গাইতে টলিতে-টলিতে সেইদিকে আসিতে লাগিল,—তাহার পরিধান মলিন শত-ছিন্নবস্ত্র,—সুরায় নয়নদ্বয় আরক্তিম,—নাসিকা—লাল, —লোকটার দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই;—দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় মানুষের যতদূর অধঃপতন হইতে হয়, তাহা ইহার হইয়াছে! সে নিকটে আসিলে তিনজনে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "গোবিন যে? কি ভয়ানক?"

"গোবিন বাবু আড়ষ্ট-স্বরে বলিলেন, "না বাবা,—এ গোবিন টোবিন নয়,—এ **কর্ম্ম-বিপাক**।"

সেই গাছতলায় আবার চার-বন্ধুতে মিলিত হইলেন। চারিজন চারিজনের জীবনে যাহা-যাহা ঘটিয়াছিল,—তাহা পরস্পরকে বলিলেন। ঝোপের ভিতর গোবিন বাবুর ব্যাগ পাওয়া গেল,—সেই ব্যাগে কিছু টাকা ছিল, তাঁহারা তাহাতে বিষ্ণুপুর আসিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া কলিকাতায় পালাইলেন। কাহারও ভাগ্যে মোহরলাভ ঘটিল না।

* * * *

আমরা কি দেখিলাম? যক্ষি-রক্ষিত ধন দেখিলাম! আর যক্ষ কর্ত্তৃক অসম্ভব **ভৌতিক-ব্যাপার** দেখিলাম! না ইহার কিছুই নহে। সংসারে প্রতি-নিয়ত আমরা আমাদের চক্ষের উপর যাহা দেখিতেছি,—তাহাই দেখিলাম,—তদ্ব্যতীত আর নূতন কিছুই দেখিলাম না।

এ সংসারে বন্ধু-চতুষ্টয়ের অভিপ্সিত দশলক্ষ কেন,—কোটী কোটী মোহর পড়িয়া আছে,—সকলেই এই মোহর লাভ করিবার জন্য উন্মত্ত। সংসারে মানুষ টাকা-টাকা করিয়া পাগল। কিন্তু এই টাকা লাভ করিবার ইচ্ছায় ব্যগ্র হইয়া কেহ-কেহ গোবিন বাবুর ন্যায় মদ-মেয়েমানুষে উন্মত্ত হইয়া অধঃপাতের শেষ-সীমায় নীত হইয়া থাকেন। আবার কেহবা গুণেন বাবুর ন্যায় অর্থ উপার্জ্জন করিয়া জুয়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দুর্দ্দশার নিম্নস্তরে নিক্ষিপ্ত হয়েন। কেহ আবার ভবেশের ন্যায় প্রেমে পতিত হইয়া সকল বিস্মৃত হইয়া অসহনীয় কষ্ট সহ্য করিতে থাকেন,—আর জনকয়েকমাত্র রমেশ বাবুর ন্যায় সংসারে

বীতশ্রদ্ধা হইয়া সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যান,—আসল অর্থ কাহারই মেলে না। আসল সুখ অতি-অল্পেরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। এ সংসারে প্রতি-নিয়ত আমরা যাহা দেখিতেছি,—তাহাই এই ক্ষুদ্রপুস্তকে আমরা দেখাইলাম। সংসারের বিস্তৃত চিত্রের ইহা ক্ষুদ্র-রূপকমাত্র। আমরা প্রত্যহ আমাদের চারি-পার্শ্বে যে অভুতপূর্ব্ব **ভৌতিক-কাণ্ড** দেখিতেছি,—তাহাপেক্ষা অধিকতর **ভৌতিক-কাণ্ড** আর কোথায়!

সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

পঞ্চ রত্ন

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

(পাঁচটী মনোমুগ্ধকর পবিত্র রত্নময় গল্পে এই পঞ্চ রত্ন গ্রথিত।)

যদি প্রকৃত ভ্রাতৃস্নেহের জ্বলন্ত ছবি দেখিতে চান,—যদি পতি-পত্নীর প্রেম-প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়া মোহিত হইতে চান,—যদি ত্যাগের, ধর্ম্মের ও কর্ম্মের মর্ম্মকথা শুনিয়া প্রাণে অপার আনন্দলাভ করিতে বাসনা থাকে,—তাহা হইলে আপনি পড়ুন এবং ভ্রাতা, ভগ্নী, কন্যা, পত্নী, বধূ ও ভ্রাতৃবধূকে পড়িতে দিয়া যথার্থ শিক্ষার স্রোত,—পবিত্র সংসার পরিচালনে শান্তির সুখময় পথ বিস্তারিত করুন। হিন্দু-সংসারের ভীষণ কলহ দাবানল প্রশমন করিয়া সুখ-সাগরে অবগাহন করিতে হইলে ইহা পাঠ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। চারিখানি সুন্দর চিত্র আছে। সিল্কের বাঁধাই।

Amritabazar Patrika says—

Pancharatna.—We have gone through this book containing five stories with interest. The author is the well-known Bengalee writer, Babu Jogindra Nath Chattopadhya of "Alochana" office, Howrah. The language is lucid aud dignified and the portraiture of domestic characters is good The interest of the stories has been enhanced by suitable pictures. The get up of the book is commendable. It has been priced at Re. 1-8 only. May 20, 1918.

দার্শনিক পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত

সচিত্র সেনাপতির গুপ্ত-রহস্য

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

বৃহৎ চারিখণ্ডে প্রায় ৪০৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা, মাশুল ৵০ তিন আনা।

বঙ্গ সাহিত্য জগতে সেনাপতির গুপ্ত-রহস্য পুস্তকখানি বাস্তবিকই সম্পূর্ণ নূতন ধরণের নূতন কল্পনা কৌশলে মনমজান বিষয় সমষ্টিতে পরিপূর্ণ। এই পুস্তকখানি উপন্যাস আকারে লিখিত।

ইহার ভাষা প্রাঞ্জল, ভাব গবেষণাপূর্ণ ও চরিত্র চিত্রন অতি উত্তম উপমারহিত। উপন্যাস, নবন্যাস, গুপ্তকথা, গুপ্ত-রহস্য, ডিটেক্‌টিভের গল্প প্রভৃতির সারভাগ লইয়া সেনাপতির গুপ্ত-রহস্য লিখিত হইয়াছে।

ইহার ঘটনাবলী এতদূর বিস্ময়কর নূতন আশ্চর্য্যজনক যে, পাঠ করিতে করিতে চমকিবেন, শিহরিবেন, হাসিবেন এবং স্তম্ভিত হইয়া ইহার পর কি আছে, তাহাই কেবল জানিবার জন্য তন্ময় হইয়া পাঠ করিতে থাকিবেন। এই পুস্তকখানি মোগলসম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বঙ্গের মুসলমান রাজধানী ভূষণানগরীর গুপ্ত ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

জাল, জুয়াচুরি, অদ্ভুত ডাকাতি, ভয়ানক গুপ্তহত্যা, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, খালিঘর বা গুপ্তগৃহ, বড়লোকের গুপ্তগৃহে গুপ্তক্রীড়া রহস্য, দস্যুতা ও প্রণয়, ধর্ম্মশালা রহস্য, ধর্ম্মের নামে ব্যাভিচার ও পাপকার্য্যের সহায়তা, বিচারে অবিচার, শাসন, পুলিশের কাণ্ড, গোয়েন্দার চতুরালি, ফাঁসি, যুদ্ধ, গ্রেপ্তারি, শাস্তি, রাজ্যলাভ, বিবাহ কৌতুক প্রভৃতি নানা ঘটনায় ইহার পৃষ্ঠা শোভিত, এমন একটীও বাজে কথা নাই, যাহা পাঠ করিতে করিতে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

শ্রীবিনোদ বিহারী শীল প্রণীত

বেগম-মহল

(প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক উপন্যাস)

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

বিলাতী বাঁধাই ও সোণার জলে নাম লেখা ৫১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
মূল্য ৩৲ তিন টাকা, কিছুদিনের অর্দ্ধমূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।
ডাকমাশুল ও ভিঃ পিঃ ।৹ চারি আনা।

এই গ্রন্থের লেখার মাধুর্য্যের বর্ণনা হয় না। পড়িতে পড়িতে পাঠক পাঠিকাগণ আত্মহারা হইবেন, পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বিস্ময়কর ব্যাপার! পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ঘোরতর রহস্য! সে রহস্যে সকলেই রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবেন।

পাঠক পাঠিকাগণ চক্ষের উপর জ্বলন্ত অক্ষরে বাদসার বিলাস কানন নন্দনকাননিভ অতুলনীয় আগ্রার "বেগম-মহল" দেখিতে পাইবেন। যাহা দেখিয়া প্রাণ স্বার্থক করিবার কোন উপায় ছিল না—গ্রন্থকার অতি মধুর ভাষায় তাহা চিত্রিত করিয়া সকলের সম্মুখে ধরিয়াছেন। সকলে জাহাঙ্গির ও নুরজাহানকে তাঁহাদের পুনরায় জীবন্ত মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইবেন, সকলে বাদসাবেগম, তাজমহল ও সাজিহানের অতুলনীয় ভালবাসা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন যে বেগমের সমাধির উপর জগতের অদ্বিতীয় তাজমহল গঠিত হইয়াছিল, তাঁহার বাল্য ইতিহাস কেহই অবগত নহেন; এই পুস্তকে সকলে তাহা অবগত হইয়া চমৎকৃত হইয়া যাইবেন।

আগ্রার দরবারে প্রতিদিন যে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র চলিত, অভাবনীয় রহস্য সমাহিত হইত, তাহাও চক্ষের উপর দেখিতে পাইবেন, রাজপুতগণের আধিপত্য, মান, সম্ভ্রম দেখিয়াও বিস্মিত হইবেন। বাঙ্গালীর মেয়ে নুরজিহানের বাঁদী হইয়া স্বামীহত্যার চমৎকৃত প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতেছেন,—তাহা দেখিয়াও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবেন।